









HEAVEN FORBID

Mishaps & Misfortune can strike "ANY SECOND"



Protect against the horror of financial burden that follows



Open the umbrella of a BGIC policy

1st Private Sector Non Life Insurance Company in Bangladesh



BGIC

বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ Bangladesh General Insurance Company Ltd.

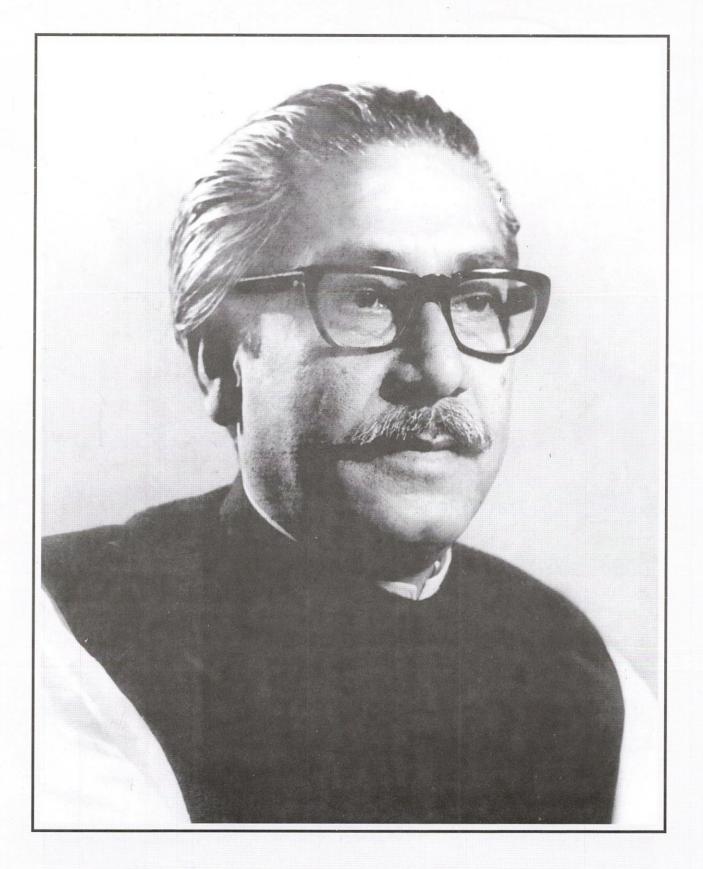
Service is Our Strength

Client Service Station
+88-02-47113983



bgicinsurance@yahoo.com bgicinsurance@gmail.com





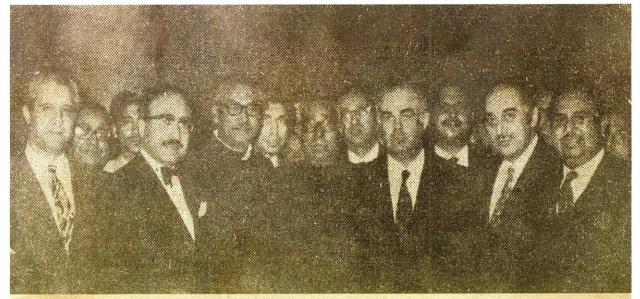
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বীমায় বঙ্গবন্ধু



আলফা ইন্যুরেন্স অফিস, ১৪ জিন্নাহ এ্যাভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ) : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও আলফা ইন্যুরেন্সের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

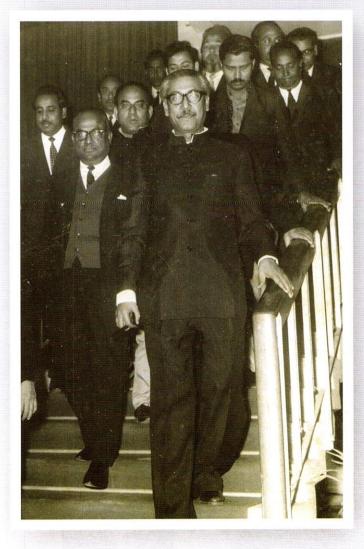




Mr. Golam Mowla, Managing Director, Great Eastern Insurance Co. Ltd. gave a dinner in honour of the delegates attending the R.C.D. Re-insurance meet-

ings. In the picture from left are Dr. A. R. Sahib (Iran), H.E. Dr. Farhang Mehr, leader of the Iranian delegation, Sheikh Mujibur

Rahman, Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Faruk Seven, leader of the Turkish delegation, Mr. Omer Yalaizogis, (Turkey) and the host.

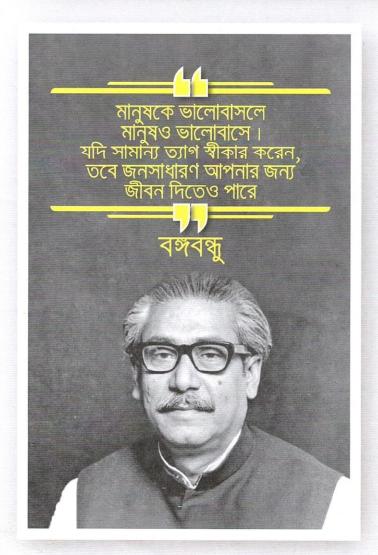






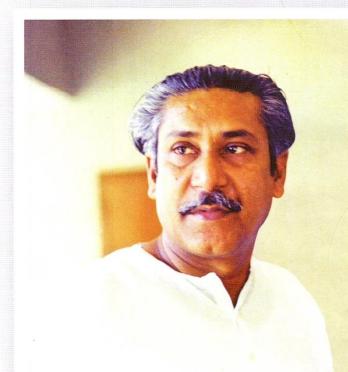
পাকিস্তান ইংসা,রেংস সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব <mark>গোলাম মাওলা দুর্গতদের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের হাতে একটি চেক প্রদান করছেন</mark>











'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়'

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান





জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর

मृबः दर्गभूक ४- २ २०२० १९३ ४०

তারিখ: ০৩ / ০ন / ২০১ প

বিষয় ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১লা মার্চ ১৯৬০ সালে আলফা ইনসুরেন্স এন্ড কোম্পানীতে যোগদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানান যাচ্ছে যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১লা মার্চ ১৯৬০ সালে আলফা ইনসুরেঙ্গ এন্ড কোম্পানীতে যোগদান করেন।

সংযুক্ত ঃ আই বি রিপোর্ট (১ পাতা)

(মো. নজরুল ইসলাম খান)

কিউরেটর

ফোন ঃ ৯১১১১১০ (অ.)

চেয়ারম্যান বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ৩৭/এ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০।

Below information found in the file of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in the year 1959 and 1960 of IB (Special Branch) documents.

An I.B. Officer reported on 7.3.60 that he received information from a reliable source that the subject had been appointed the Controller of M/S Alfa Insurance & Co. at the monthly salary of Rs. 1500/-.

* He joined the Alpha Insurance Co., Dacca, as the Controller of Agencies for East Pakistan on 1.3.60 at a monthly salary of Rs. 1500/-

In June, 1960, the subject in course of an informal talk with Dildar Ahmad, (Ex-Minister, A.L.) and others gave out that he would open branches of Alfa Insurance Company Ltd. in all the districts and appoint the Ex- Secretaries of district defunct A.L as branch managers. The Secretaries of Chittagong, Narayanganj and Dacca City A.L have already been appointed. He further disclosed that after the imposition of the Martial Law in the country. The A.L leaders have lost contract and some of them were in bad financial condition and by appointing them he will be able to help them and maintain contact with the A.L. leaders.



بني والله العَمانِ الرَّحِيْر





রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বঙ্গভবন, ঢাকা।



১৭ ফাল্পন ১৪২৬ ০১ মার্চ ২০২০

'বীমা দিবসে শপথ করি, উন্নত দেশ গড়ি' এ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে দেশে প্রথমবারের মতো 'জাতীয় বীমা দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি বীমা প্রতিষ্ঠান, গ্রাহকসাধারণসহ বীমা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬০ সালের ১ মার্চ আলফা ইপ্যুরেঙ্গ কোম্পানী লিমিটেডে একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছিলেন। দিনটি স্মরণে প্রতি বছর ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন ছিল মহান স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের সুবিধার্থে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশের সকল বীমা কোম্পানিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং পরবর্তীতে ২টি কর্পোরেশনে একীভূত করেন। বর্তমানে দেশে সরকারি-বেসরকারি মোট ৭৮টি বীমা প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির আর্থিক নিরাপত্তা সেবায় নিয়োজিত আছে।

বীমা মানুষের সম্পদ ও জীবনের ঝুঁকির বিপরীতে আর্থিক নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সঞ্চয় সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে। বীমাই একমাত্র পদ্ধতি যার মাধ্যমে একইসাথে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলা সম্ভব। উন্নত বিশ্বে বীমা অত্যন্ত জনপ্রিয় আর্থিক মাধ্যম হলেও বাংলাদেশে বীমাশিল্প কাজ্জিত মাত্রায় উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ পর্যাপ্ত প্রচার ও আস্থার অভাব। বীমা সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকারি প্রচেষ্ঠার পাশাপাশি বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও গ্রাহকবান্ধব সেবা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং গ্রাহকদের চাহিদাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রাহকের আস্থা অর্জন এ শিল্পের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিসমূহ প্রতিপালন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গ্রাহককে উন্নত সেবা প্রদানে বীমা সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগী হতে হবে।

আমি 'জাতীয় বীমা দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি। খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ



بني والله الزّحان ارّحيد





প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



১৭ ফাল্পুন ১৪২৬ ০১ মার্চ ২০২০

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। 'বীমা দিবসে শপথ করি, উন্নত দেশ গড়ি' এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীমা শিল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্বাধীনতার পরপরই বীমা শিল্পের ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বীমার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বীমা ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। প্রচলিত বীমার পাশাপাশি বিশেষ উদ্যোগে সরকারি ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের জন্য সম্প্রতি বীমা সুবিধা চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি, কৃষকদের জন্য কৃষি বীমা, শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবীমা, স্বাস্থ্য বীমা, বীমা শিল্পে ডিজিটাইজেশন ইত্যাদি নানাবিধ কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। বীমাখাতকেও দেশের এই অগ্রযাত্রায় কাজ্জিত ভূমিকা পালন করতে হবে। আজকের জাতীয় বীমা দিবসে বীমার বার্তা সবার নিকট পৌঁছে যাক আমি এ প্রত্যাশা করছি।

আমি জাতীয় বীমা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা







মন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (আপনার সততায় আমরা বিশ্বাসী)

২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

'বীমা দিবসে শপথ করি, উন্নত দেশ গড়ি' এ প্রতিপাদ্য সামনে রেখে আজ ১ মার্চ প্রথমবারের মতো জাতীয় বীমা দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বীমা জাতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যার মাধ্যমে মূলত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহের অর্থনীতিতে বীমা একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষের সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক ঝুঁকি নিরসন ও শেষ বয়সে পেনশনের ব্যবস্থাসহ নানাবিধ প্রয়োজনে বীমা বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে। এ বছর ৮.২% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দেশের দারিদ্রের হার হাস পেয়ে বর্তমানে ২০.৫ শতাংশ এবং অতি দারিদ্রের হার ১০.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং বর্তমান মাথাপিছু আয় ১৯০৯ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে যা দেশের অর্থনীতি বিকাশের প্রতিফলক। স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপু দেখেছিলেন একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে গৃহীত মেগা প্রকল্পগুলো আজ দৃশ্যমান এবং এ সকল প্রকল্প দেশেই বীমাকৃত। দেশের অর্থনীতি যত অগ্রসর হবে বীমার প্রয়োজনীয়তা তত বাড়বে।

বাংলাদেশের বীমা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে। জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা, বীমা খাতকে আরও শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বহন করে। বীমা সেবাকে জনপ্রিয় করাসহ এ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া বর্তমানে একটি বড় চ্যালেঞ্জ যা মোকাবেলার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একসাথে কাজ করতে হবে। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য গ্রাহকদের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বীমা সেবা প্রদান করতে হবে।

লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে বীমা শিল্প সারথী হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে জাতীয় বীমা দিবসে আমি প্রত্যাশা করছি।

বীমার অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের সকল মানুষ বীমার আওতায় আসুক বীমা দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

আ হ ম মুন্তকা কামাল, এফসিএ, এমপি





প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ ফাল্পুন ১৪২৬ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা করেছে। 'বীমা দিবসে শপথ করি, উন্নত দেশ গড়ি'-বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বঙ্গবন্ধু বীমা জগতের সাথে অপরিচিত ছিলেন না; বীমা প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকুরী করেছেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী হয়েছিলেন। অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের অভিজ্ঞতা তাকে যোগ্য প্রশাসক করে তুলেছিল।

অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও ব্যক্তি জীবনের ঝুঁকি নিরসনে বীমার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিবিধ ঝুঁকি সমন্বিত করে প্রত্যেক বীমা পৃথক ঝুঁকি মোকাবিলা সহজ করে। বাংলাদেশ জনমিতিক ক্রান্তিকালে প্রবেশ করেছে। বয়োবৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বীমা একটি দক্ষ ব্যবস্থা। ব্যবসা-বাণিজের জন্য সাধারণ বীমা এবং জীবনের ঝুঁকির জন্য জীবনবীমা আবশ্যক হয়ে উঠেছে। উভয় প্রকার বীমা ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বীমা কোম্পানির নৈতিকতা একান্ত আবশ্যক - বিশেষত: বাণিজ্য ও শিল্পের জন্য। এসব ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি দ্রুত নিষ্পত্তি ক্ষতির পরিমাণ লাগব করে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। বীমা ব্যবস্থাপনায় অধিকতর নীতিবোধ ও দক্ষতা আশা করি।

বীমা দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

ড, মসিউস রহমান





সভাপতি অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

'বীমা দিবসে শপথ করি, উন্নত দেশ গড়ি' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১ মার্চ ২০২০ তারিখে প্রথম বারের মতো পালিত হচ্ছে জাতীয় বীমা দিবস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এ দিবস উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে আমি অভিনন্দন জানাই।

বীমার সাথে বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বীমা শিল্পের সাথে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিকে স্মরণীয় করার জন্যই ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভবিষ্যুত প্রজন্মের জন্য নিরাপদ জীবন তৈরী ও মানুষের সম্পদকে আরও নিরাপদ করার জন্য বীমার গুরুত্ব তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। লক্ষ্যে তিনি স্বাধীনতার পরপরই বীমা শিল্পের সংস্কারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বীমা শিল্পের এক নবসংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেন, যার ফলে ১৯৩৮ সালের বীমা আইন রহিত করে বীমা আইন ২০১০ জারি করা হয় এবং ২০১১ সালে একটি স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। বীমা শিল্পে অতীতের পুঞ্জিভূত সমস্যা দূরীকরণে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বীমার প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধিতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা বীমার পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ অভিযাত্রাকে সফল করতে বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বীমা দিবসে জাতীয়ভাবে বীমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে তুলে ধরার এক চমৎকার সুযোগ তৈরী হয়েছে যার মাধ্যমে বীমা সেবাকে জনগণের আরও নিকটে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আমি আশাবাদী।

সর্বোপরি আমি বীমা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ

আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি





সিনিয়র সচিব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশের জনগণের আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলায় নিশ্চয়তা নিশ্চিতকল্পে সবাইকে বীমার সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসে দেশে প্রথম বারের মতো জাতীয় বীমা দিবস পালিত হচ্ছে। উন্নত দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রথম বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'বীমা দিবসে শপথ করি, উন্নত দেশ গড়ি'। সময় উপযোগী প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত দিবসটি উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষকে সকল প্রকার শোষণ ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি দিয়ে স্থনির্ভর ও আত্মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি জেল জুলুম সহ্য করে কঠিন আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য জনমত সৃষ্টি করার পাশাপাশি তিনি তৎকালীন আলফা ইনসিওরেঙ্গ কোম্পানিতে উচ্চ পর্যায়ের একজন বীমা ব্যক্তিত্ব হিসেবে অবদান রাখেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা স্মৃতি বিজড়িত ১ মার্চ-কে প্রতিবছর 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে পালন করার জন্য সরকার অতিসম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশের অবহেলিত জনগণকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়া এবং মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্য অর্জনে তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতিসহ দেশের সকল সেক্টরকে ঢেলে সাজানো হয়। এ সময় বীমা শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। মানুষের সম্পদ রক্ষাসহ দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে বীমা শিল্পের যে বিরাট অবদান রয়েছে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদ রক্ষাসহ শিল্পায়নে বীমার ভূমিকা অপরিসীম।

মুজিব বর্ষ উদযাপন ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে সরকারের রুপকল্প-২০২১ কে বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্থনির্ভরতা অর্জনের জন্য বীমা শিল্পের আরও আধুনিকায়ন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (BISDP) গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সকল অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে বীমার পরিধি সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। উন্নত দেশে GDP তে বীমা খাতের অবদান যেখানে ৮-১০% সেখানে আমাদের দেশে মাত্র ০.৫%। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের ন্যায় এদেশের বীমা খাতের অবদান যেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সেভাবে আমাদেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য ক্ষুদ্রবীমার প্রসার ঘটাতে হবে। বীমা পেশায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নত পেশাদারিত্ব সৃষ্টি এবং পেশার সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে আমাদের বীমা শিল্প অতিদ্রুত জনমানুষের আস্থা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবে।

আমি প্রথম জাতীয় বীমা দিবসের সাফল্য কামনা করি।

মোঃ আসাদুল ইসলাম





চেয়ারম্যান বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মার্চ ১৯৬০ এ তৎকালীন আলফা ইঙ্গুরেঙ্গ কোস্পানি লিমিটেড এ যোগদান করেছিলেন। এ দিনটিকে স্মরণ করে ১ মার্চ কে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বীমা দিবসে শপথ করি উন্নত দেশ গড়ি এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে দেশে প্রথম বারের মত পালিত হচ্ছে জাতীয় বীমা দিবস। আমি জাতীয় বীমা দিবসে দেশবাসী তথা বীমা সংশ্লিষ্ট সবাইকে বীমা দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদ রক্ষাসহ শিল্পায়নে বীমার ভূমিকা অপরিসীম। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বীমা খাতে উন্নয়ন সাধনের বিকল্প নেই। এ খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার পুরনো বীমা আইন পরিবর্তন করে যুগোপযোগী ও কার্যকর বীমা আইন ২০১০ প্রণয়ন করেছে। একই সাথে সরকার ২৬ জানুয়ারি ২০১১ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে। বীমা খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বীমা খাত উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বীমার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) বীমার প্রিমিয়াম জমাদানের সাথে সাথে মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রেরণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে Unified Messaging Platform (UMP) চালু করেছে। এতে কোন গ্রাহকই প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পর জালিয়াতির স্বীকার হবে না। বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে গ্রাহকদের দ্রুত দাবী পরিশোধ করে, সে জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করেছে। দাবী নিষ্পত্তিতে কোন গ্রাহক অসম্ভুষ্ট হলে এ জন্য বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে প্রায় ৯০% বীমা দাবী পরিশোধ হচ্ছে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য বীমা দাবি পরিশোধের হার শতভাগ নিশ্চিত করা। বীমা কোম্পানি সমূহের কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করা হচ্ছে। এ সব কার্যক্রমের ফলে জনমনে আস্তা তৈরি হচ্ছে। বীমার পরিধি প্রসারের জন্য IDRA নতুন নতুন বীমা পণ্য (Product) তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা সেবা চালু করা হয়েছে, ব্যাংক হিসাবধারী স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা বীমার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া, রেলযাত্রীদের জন্য বীমা স্কিম এবং কৃষকদের জন্য শস্য বীমা চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নানামুখি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বীমার উপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছে গেছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সরকার ইতোমধ্যে রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প -২০৪১ ঘোষণা করেছে। তাছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চ্যালেঞ্জ অর্জনেও বীমা ক্ষেত্রে IDRA সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বীমা শিল্পের মাধ্যমে বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা SDG অর্জনের জন্য IDRA ক্ষুদ্র বীমার গাইড লাইন তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে বীমায় নারীর সম্পুক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন হবে তেমনি শস্য বীমা, স্বাস্থ্য বীমা ও শিক্ষা বীমার প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে। সরকার ঘোষিত জাতীয় বীমা নীতি-২০১৪ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বীমার বিষয় অর্জভুক্তি, বীমা মেলার আয়োজনসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর ফলে মানুষের সচেতনতা ও আস্থা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাতীয় বীমা দিবসের আয়োজনকে সফল করার জন্য আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্ম্যুরেন্স ফোরামসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি প্রথম জাতীয় বীমা দিবস ২০২০ এর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী





প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইস্যুরেন্স এসোসিয়েশন

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা স্মৃতি বিজড়িত ১ মার্চ-কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "জাতীয় বীমা দিবস" হিসাবে পালন করার ঘোষণা দিয়েছেন। বীমা শিল্পের জন্য এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ হওয়ায় আমি অত্যন্ত গর্বিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মার্চ ১৯৬০ সালে তৎকালীন আলফা ইস্যুরেস কোম্পানীতে যোগদান করেছিলেন। জাতির পিতা বীমা কোম্পানিতে চাকরি করার সুবাদে তাঁর সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে বীমা পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঘোষণার ফলে "জাতীয় বীমা দিবস" এর মর্যাদা আরও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বীমা শিল্পে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও তণমূলপর্যায়ে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারের এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাই। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বিআইএ এবং বীমা কোম্পানীগুলো সমন্বিত ভাবে সমগ্র দেশে প্রথম ''জাতীয় বীমা দিবস'' পালনের নিমিত্তে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি আশা করি, এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে বীমা শিল্পে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হবে। ফলম্রুতিতে বীমা দিবসের উন্নত দেশ গড়ার প্রতিপাদ্য বিষয়টি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সর্বোপরি, আমি বীমা শিল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং এই শিল্প দেশের অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ পোষণ করছি। জাতীয় বীমা দিবসে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

শেখ কবির হোসেন





প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইনস্যুরেস ফোরাম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও পপুলার লাইফ ইনস্যুরেস কোম্পানী লিমিটেড

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে প্রথম বারের মত ১ মার্চ ২০২০ "জাতীয় বীমা দিবস" উদযাপন হচ্ছে জেনে বীমা শিল্পের সাথে সংশিষ্ট আমরা সকলে অত্যন্ত আনন্দিত। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত ১ মার্চ কে "জাতীয় বীমা দিবস" ঘোষণা করায় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন, গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিনম্ম শ্রদ্ধা জানাই। আমরা মনে করি মুজিব বর্ষে বীমা শিল্পে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে 'জাতীয় বীমা দিবস' একটি সেরা উপহার।

বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পর অবহেলিত বীমা সেক্টর নিয়ে তার আগ্রহ ও দিকনির্দেশনায় বীমা আইনকে যুগোপযোগী করে বীমা আইন'২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন'২০১০ প্রবর্তন করেন। যার ফলে এই সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। পরবর্তীতে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠিত হওয়ার পর তাদের গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী বাস্তব পদক্ষেপের কারণে বীমা শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটে। আমাদের বর্তমান কর্তৃপক্ষের যথাযথ দিকনির্দেশনা এবং বীমা শিল্পের উন্নয়নে তাদের প্রণীত বিধি বিধানের কারণে এ শিল্পে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। বর্তমানে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষিত ও বেকার জনগোষ্ঠী বীমা পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ায় এ শিল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আমরা বীমার সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছি এবং সঠিক সময়ে ও দ্রুততার সাথে বীমা দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বীমা শিল্পের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে। এর ফলে বীমা শিল্পের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচেছ। আমরা দেশব্যাপী স্থানীয় প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বীমা দাবীর চেক বিতরণের মাধ্যমে গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং সরকারের প্রশাসনের সম্পৃক্ততার কারণে এর সুফল ও পাওয়া যাচেছ।

এ প্রেক্ষাপটে বীমা শিল্পের প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'জাতীয় বীমা দিবস' মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে এবং সেক্ষেত্রে বীমার প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে বীমা গ্রহণে আকৃষ্ট হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

পরিশেষে বলতে চাই, জাতীয় বীমা দিবসের প্রতিপাদ্য "বীমা দিবসে শপথ করি, উন্নত দেশ গড়ি" এর প্রচার ও বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমান সরকারের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সর্বোচ্চ বীমা সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিক পরিমাণ প্রিমিয়াম অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমা শিল্প অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

"জাতীয় বীমা দিবস' ২০২০ সফল সুন্দর ও সার্থকময় হোক এই কামনা করি।

বি এম ইউসুফ আলী

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব গকুল চাঁদ দাস

সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আহবায়ক, স্যুভেনির প্রকাশনা বিষয়ক উপ-কমিটি

ভ. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন, একচ্যুয়ারি বীমা ব্যক্তিত্ব-উপদেষ্টা

জনাব জাকিয়া সুলতানা

অতিরিক্ত সাচিব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-সদস্য

জনাব দাস দেব প্রসাদ

পরিচালক

न्যार्थनान नार्डेक रेन्युः त्काः निः-अप्तर्य

জনাব মো: ইব্রাহীম হোসেন

প্রধান অনুষদ সদস্য

বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী-সদস্য

জনাব এনায়েত আলী খান

পরামর্শক

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-সদস্য

জনাব মোঃ মিরাজ হোসেন

পি.আর.ও

বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী-সদস্য

জনাব হামেদ বিন হাসান

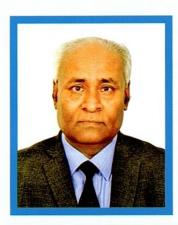
কর্মকর্তা

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-সদস্য

জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

পরিচালক (উপসচিব)

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-সদস্য সচিব



সম্পাদকীয়



সদস্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও আহবায়ক, স্যুভেনির প্রকাশনা বিষয়ক উপ-কমিটি

একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বীমাখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। জনগণের আস্থার সংকট ও দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতাসহ নানাবিধ কারণে আমাদের দেশের বীমাখাত আশানুরূপ সাফল্য এখনো অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এ সকল সমস্যা কাটিয়ে বাংলাদেশের বীমা শিল্পের বিকাশ ও জন-আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মার্চ, ১৯৬০ সালে তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স এ যোগদান করেন। এ দিনটিকে স্মরণ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ মার্চ কে "জাতীয় বীমা দিবস" হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রথম জাতীয় বীমা দিবস, ২০২০ এর অন্যতম অনুষঙ্গ এ স্মরণিকা প্রকাশনা।

জাতীয় বীমা দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এ স্মরণিকায় লেখনি দিয়ে যারা অবদান রেখেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের বীমা শিল্প বিকাশের বর্তমান এ অগ্রযাত্রাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিতে জাতীয় বীমা দিবস ও এ স্মরণিকায় প্রকাশিত লেখাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ বিশ্বাস আমাদের সকলের।

এ প্রকাশনার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে সহযোগিতাকারী সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। জাতীয় বীমা দিবস ২০২০ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দেশে বীমা শিল্প ভবিষ্যতে আরো বিকশিত হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। আসুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বীমা শিল্পে যোগদানের সাথে সংশ্লিষ্ট দিন ১ মার্চ কে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে এ দেশের বীমা শিল্পের বিকাশে আমরা যার যার অবস্থান থেকে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বীমা স্মৃতি সংশ্লিষ্ট ১ মার্চ জাতীয় বীমা দিবসে আমাদের সবার অঞ্চীকার হোক

> "বীমা দিবসে শপথ করি উন্নত দেশ গড়ি"

> > গকুল চাঁদ দাস

সূচিপত্ৰ

	আওয়ামী লীগের দুর্দিনের ইপ্যুরেস আলফা ইপ্যুরেস		20
	বীমাকারীর বাধ্যতামূলক রিপোর্ট-রিটার্ন	>	20
	বাংলাদেশে বীমার ক্রমবিকাশ	•	90
	সরকারি কর্মচারীদের জন্য সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা প্রেক্ষিত ও প্রস্তাবনা	>	8
	বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীতে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির কার্যক্রম	•	81
	জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বীমার ভূমািকা		6
	অন লাইনে বীমা সেবা	>	65
	বীমা শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব	•	৬
	ইতিহাসের পরিক্রমায় বীমা	>	৬৪
	বাংলাদেশে একচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্স	>	৬
	প্রবাসী কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তায় জীবন বীমা সুবিধা	>	৬
	সরকারের পদক্ষেপ ও সম্ভাবনাময় বীমাশিল্প, দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে	•	٩
	বীমা ও আমাদের সমাজ, প্রয়োজন আত্মসচেতনতা	•	٩
	মুজিব মানে	•	٩
	Building Disaster Risk Resilience in Bangladesh using the Insurance Mechanism	>	٩
	Group Life Pool – Alternative Group Life Cover	>	Ъ
	Takaful at a crossroads in Bangladesh	>	৯
	Bancassurance- A Promising Distribution Channel	>	ð
4	Sportsmen's Comprehensive Insurance	>	৯
	How to Innovate Your Way into Microinsurance	>	۵
	Need for Ethical Practice and code of Conduct for Insurance Business	>	۵
	How to Enhance Customer's Protection in Insurance Sector	>	٥
	Impact of Ageing in Life Insurance Operation	>	۵
	Prospects and Activities of Micro Insurance of Non-life Insurance Organization in Bangladesh	>	۵
	A Case Study (Pilot Project)	•	۵
	বীমা শিল্পের উন্নয়নে কার্যক্রমের অংশবিশেষ	>	2
	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন- এর সাথে বীমাকৃত সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ	•	١,
	উদযাপন কমিটি/ উপ-কমিটি	•	3
	বীমা কোম্পানির লোগো	>	٥
	ন্ন-লাইফ বীমাকারী গ্রস প্রিমিয়ামের মার্কেট শেয়ার		٥
	লাইফ বীমাকারী গ্রস প্রিমিয়ামের মার্কেট শেয়ার	-	3





এন আই খান

মরুভূমিতে দৈবাৎ বৃষ্টি হয় এবং স্বল্পকালে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এক ধরনের উদ্ভিদ আছে যারা সেই স্বল্প কালে তাদের জীবন চক্র পূর্ণ করে মরুর শুষ্কতাকে এড়িয়ে যায়। উদ্ভিদকে জীবন দান করে এই এক পশলা বৃষ্টি সার্থকতা খুঁজে পায়।

এই ভূখন্ডে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মার্শাল 'ল বাঙালির রাজনীতির প্রান্তর মরুকরণ করেছিল। আলফা ইস্যুরেন্স কোম্পানি মার্শাল 'ল এর দুঃসময় এক পশলা বৃষ্টি। আর আওয়ামী লীগ মার্শাল 'ল এর এই শুষ্কতা এড়িয়ে যাওয়া উদ্ভিদ।

৮ অক্টোবর ১৯৫৮ সাল ইস্কান্দার মির্জা মার্শাল 'ল জারি করলেন আর এই মার্শাল 'ল প্রধান অ্যাডমিনিস্টেটর আইয়ুব খান। মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে ইস্কান্দার মির্জার গদি উল্টে দিয়ে আইয়ুব খান নিজেই দখল করে নিলেন প্রেসিডেন্ট পদ। বনে গেলেন প্রেসিডেন্ট এবং চীফ মার্শাল 'ল অ্যাডমিনিস্টেটর। ১৯৫৯ সালের ৭ ই আগস্ট Elective Bodies Disqualification Order (EBDO) জারি করে আওয়ামী লীগের রাজনীতি বন্ধ করে দিলেন। একই সাথে Public Office Disqualification Order জারি করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করলেন। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫৯ জামিনে মুক্তি পাওয়ার সময় শর্ত আরোপ করা হয়েছিলো ঢাকার বাইরে গেলে স্থানীয় পুলিশকে অবহিত করতে হবে (যাতে গোয়েন্দা বিভাগ তাঁকে অনুসরণ করতে পারে)। বঙ্গবন্ধু মার্শাল 'ল এড়িয়ে রাজনীতির কর্মকান্ড জারি রাখার পথ খুঁজতে লাগলেন।



১৯৬০ আলফা ইপ্যুরেস কোম্পানি অফিস, ১২ জিন্নাহ এ্যাভিনিউ (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ): হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ও আলফা ইস্থ্যুরেসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির বন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানি আব্দুল্লাহ ইউসুফ হারুন আলফা ইন্স্যুরেন্স মালিক রাজনীতিতে মুসলিম লীগের নেতা হলেও বঙ্গবন্ধুকে সম্মান করতেন। এগিয়ে এলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পহেলা মার্চ ১৯৬০ আলফা ইস্যুরেন্স কোম্পানিতে কন্টোল অব এজেন্সি হলেন। এরপর শুরু হল রথ দেখা এবং কলা বেচা। এই সময়ে গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট নিমুরূপ:

২৭ শে নভেম্বর ১৯৬১ সাল সকাল আটটা পতেঙ্গা এয়ারপোর্ট করাচী থেকে আসা এস এ এম হাসান ম্যানেজার আলফা ইস্যুরেস এবং শেখ মুজিবুর রহমান উড়োজাহাজে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা বিমান বন্দরে পৌঁছালে নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের

কিউরেটর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর



চট্টগ্রামের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ তার নিজ মালিকানাধীন ইবিসি ৩১৮৯ নম্বর গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন বিমানবন্দরে, সেখান থেকে রেস্টহাউজ। তারপর অন্ততপক্ষে এক ডজন মানুষের সাথে সাক্ষাত, পরিদর্শন করলেন আন্দর্রকিল্লা আলফা ইস্যুরেঙ্গ এর প্রধান অফিস এবং রামজয় লেনের নতুন এজেন্সিতে। পরদিন ২৮শে নভেম্বর সকাল সাড়ে ছয়টায় কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন সেই আব্দুল আজিজের গাড়িতে। উঠলেন মোস্তাক আহমেদ চৌধুরীর হোটেল কক্স এ। সেখানেও এক ডজনেরও বেশি মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাৎ। চউগ্রামে ফিরে এসে কথাবার্তা হল জহুর আহমেদ চৌধরীর সাথে যিনি আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক। দেখা করলেন মহিউদ্দিন চৌধুরীর সাথে যিনি কক্সবাজার মহকুমার আওয়ামী লীগের আহবায়ক।

১৪ ই মার্চ ১৯৬২ সোলেমান মোহাম্মদ আদমজী সিকিউরিটি প্রিজনার শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জটিল ইন্সুরেন্সের বিষয়ে আলাপ করার জন্য দরখাস্ত করলেন। ১৫ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমান দরখাস্ত করলেন তার স্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য। ১৭ মার্চ তারিখে স্ত্রী ফজিলাতুন্নেছা দরখাস্ত করলেন শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জন্য। ১৮ মার্চ তারিখে শেখ মুজিব পুনরায় দরখান্ত করলেন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সুপারেন্টেন সিরাজ উদ্দিনের সাথে দেখা করার জন্য। ১৯ মার্চ শেখ মুজিবের স্ত্রী দরখাস্ত করলেন শেখ কামালসহ শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জন্য এবং এরা সবাই ৩১ শে মার্চ ১৯৬২ বিকাল চারটায় ঢাকা সেট্রাল জেলখানায় দেখা করলেন।

১৯ মার্চ এসবি ইন্সপেক্টর দেখা করলে শেখ মুজিব মুক্তির জন্য বন্ড দেওয়ার বিপক্ষে অনমনীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

১০ নভেম্বর নোয়াখালীর মাইজদী কোর্ট এর সুরুজ মিয়া চিঠি লিখলেন শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে এনডিএফের কনফারেঙ্গ ডাকার জন্য।

আর ৮ ই জানুয়ারি ১৯৬৬ সালে ঢাকার আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসে সরাসরি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাথে সভা করে ফেললেন।

আলফা ইস্যুরেস কোম্পানিতে ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ পেলেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ময়মনসিংহ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। শেখ মুজিব ঘনঘন সফর করতে শুরু করলেন চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ। ইস্যুরেসের কাজের আড়ালে শুরু হলো আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ড।

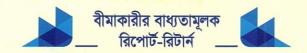
বঙ্গবন্ধুর হাতের জাদুর ছোঁয়ায় আলফা ইস্যুরেন্স কোম্পানির ব্যবসা রমরমা হল। আওয়ামী লীগ ও আলফা ইস্যুরেন্স কোম্পানি এক পশলা বৃষ্টির মতো পেয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নীরবে-নিভূতে চালিয়ে যেতে থাকলো। দুর্দিনে আওয়ামী লীগের কর্মীরা কিছু আয়ের সুযোগ পেল।

পাকিস্তানের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কে বলা হলো আওয়ামীলীগ আর আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানির কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করতে। গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা সরকারকে রিপোর্ট দিলেন তারা ইন্সুরেন্সের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সাথে ঘনঘন মিটিং করছেন, ওয়ার্ড পর্যায়ে সফর করছেন কিন্তু কথাবার্তায় ইস্ক্যারেস, ভিতরে ভিতরে আওয়ামী লীগকে উজ্জীবিত করা হচ্ছে সেটা তারা বোঝেন ও বিশ্বাস করেন কিন্তু তাদের হাতে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তাই আইনি ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছেনা।

এরপর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। তখনো তিনি আলফা ইস্যুরেন্স কোম্পানির কর্মকর্তা। আলফা ইস্যুরেন্স কোম্পানির কর্মকর্তারা জেলখানায় নিয়মিত দেখা করতেন। জেলে থাকাকালীন সময় ইস্যুরেন্স কোম্পানি ছুটি হিসেবে অনুমোদন দিয়েছে।

আজ বাংলাদেশ স্বাধীন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর কান্ডারী, ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ গড়ায় কর্মকান্ড দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই ডিজিটাল বাংলাদেশ এখানে আসার পেছনে এখনো ইস্যুরেস কোম্পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। সেই দুর্দিনে আলফা ইস্যুরেস কোম্পানি বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনে ব্যাপক অবদান রেখেছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মার্শাল 'ল-এর বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন সংগঠিত করার পিছনে আলফা ইস্যুরেস কোম্পানি সহায়তা দিয়েছে। উক্ত ইস্যুরেস কোম্পানি বাংলাদেশ সৃষ্টির কৃতিত্বের এক মহান অংশীদার।





ড. এম মোশাররফ হোসেন, এফসিএ

বীমা একটি টেকনিকেল তথা গাণিতিকি ও জটিল বিষয়। পাশাপাশি বীমা যেহেতু স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে সেহেতু একটি বীমা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি পরিচালনায় বিদ্যমান আইন, বিধি-বিধান এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত সার্কুলার তথা নির্দেশনাসমূহ মেনে চললেই কেবল বীমা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসমূহের যথাযথ সলভেন্সি মার্জিন বজায় রাখা, প্রত্যাশিত বিনিয়োগ ইল্ড অর্জন, বীমা গ্রাহক তথা শেয়ারহোল্ডারসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে বীমা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসমূহ নির্ধারিত সময়ে আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন রিপোর্ট ও রিটার্ন দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যা সময় মতো দাখিল না করা আইন বা নির্দেশনা অমান্য করার মতো একটি গুরুতর অপরাধ। এ ধরণের অপরাধের জন্য আইনে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে। রিপোর্ট রিটার্নসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন আইনের অধীনে থাকায় বীমা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানিসমূহের রিপোর্ট-রিটার্ন সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে প্রদেয় সকল রিপোর্ট-রিটার্নসমূহ সময়সীমাসহ তালিকা আকারে নিম্লে উপস্থাপন করা হলোঃ

বীমা আইন, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জন্যঃ

ক্রঃনং	রিটার্ন এর বিবরণ	ধারা/রেফারেন্স	দাখিলের সময়সীমা
٥	নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব বিবরণী	૭૨	৬ মাস (বৈদেশিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ৩ মাস অতিরিক্ত আরো ১ মাস সময় বাড়াতে পারে)
ર	একচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট	৩২	৯ মাস (আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ১ মাস সময় বাড়াতে পারে)
9	সার-সংক্ষেপ এবং বিবরণী	೨೦	৯ মাস (আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ আরো ১ মাস সময় বাড়াতে পারে।
8	শেয়ারহোন্ডার এবং পলিসিহোন্ডারদের প্রদানকৃত সকল প্রমাণাদির রিপোর্ট	৩ 8	তাৎক্ষণিকভাবে
œ	এজিএম এর কার্যবিবরণী	৩৫	৩০ দিনের মধ্যে
৬	বিনিয়োগ রিটার্ন: (অ) ফর্ম-খ (প্রতি জানুয়ারি- ডিসেম্বর) (আ) ফর্ম-ঘ (প্রতি ত্রৈমাসিক মার্চ, জুন এবং সেপ্টেম্বর)	8\$(\$)	বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার পর ৩০ দিনের মধ্যে এবং কোর্য়াটার শেষ হওয়ার ২১ দিনের মধ্যে
٩	বেতন অথবা সম্মানির বিবরণী	৬৫	০১ মার্চের পূর্বে
ъ	সকল কমিটির সভার কার্যবিবরণী	কর্তৃপক্ষের সার্কুলার	৩০ দিনের মধ্যে
B	ত্রৈমাসিক স্ট্যাম্প এর বিবরণী	কর্তৃপক্ষের অফিস আদেশ	১৫ দিনের মধ্যে
20	বার্ষিক কার্যসম্পাদন রিপোর্ট	অফিস আদেশ	প্রতি মাসে

সদস্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ



আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিধান অনুযায়ী জাতীয় রাজম্ব বোর্ড এর জন্যঃ

ক্রঃনং	রিটার্ন এর বিবরণ	ধারা	দাখিলের সময়সীমা
22	আয়কর রিটার্ন	9&	১৫ সেপ্টেম্বর
٥٤	উইথ হোল্ডিং করের রিটার্ন	৭৫এ	৩১ জানুয়ারি ও ৩১ জুলাই
20	বেতনের বিবরণী	204	১ সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্বে
78	কর্মচারীগণ কর্তৃক রিটার্ন দাখিল সম্পর্কিত তথ্যাদি	১০৮এ	প্রতি বছর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে
20	লভ্যাংশের বিবরণী	220	১ সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্বে
১৬	ভ্যাট রিটার্ন (ভ্যাট আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী)	90	প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে

কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মের (আরজেএসসি) জন্যঃ

ক্রঃনং	রিটার্ন বিবরণ	ধারা	দাখিলের সময়সীমা
۵۹	নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব বিবরণী	790	এজিএম এর ৩০ দিনের মধ্যে
74	নিরীক্ষক নিয়োগের প্রাপ্তি স্বীকার (Form-23B)		এজিএম এর ৩০ দিনের মধ্যে
29	পরিচালকের সম্মতি প্রদান (Form-IX)	৯৩(২)	নিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যে
২০	পরিচালকদের বিবরণী (Form- XII)	>> @(\$)	নিয়োগের ১৪ দিনের মধ্যে
۷۵	শেয়ার মূলধনের সার-সংক্ষেপ (Schedule- X)	৩৬	এজিএম এর ২১ দিনের মধ্যে
২২	এজিএম এর কার্যবিবরণী	৮৯	এজিএম এর ১৫ দিনের মধ্যে
২৩	ইজিএম এর কার্যবিবরণী	৮৯	ইজিএম এর ১৫ দিনের মধ্যে
২8	শেয়ার বরাদ্ধকরণ (Form -XV)	767	এজিএম এর ৬০ দিনের মধ্যে

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্চ কমিশনের আইন অনুযায়ী (পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে) ঃ

20	নিরীক্ষিত বার্ষিক আার্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন -১৮	৪ মাস ১৪ দিন
২৬	১ম কোয়ার্টার এর আার্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ১৭	৩০ জুনের মধ্যে
২৭	ষান্মাসিক আার্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ১৭	৩১ জুলাইয়ের মধ্যে
২৮	৩য় কোয়ার্টার এর আার্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ১৭	৩১ জুলাইয়ের মধ্যে
২৯	এজিএম এর কার্যবিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ২৭	এজিএম এর ১৪ দিনের মধ্যে
೨೦	ইজিএম এর কার্যবিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ২৭	ইজিএম এর ১৪ দিনের মধ্যে
٥٢ ا	এজিএম সম্পর্কিত তথ্য (নোটিশ)	লিস্টিং রেগুলেশন ২৫	এজিএম এর ১৪ দিনের মধ্যে



৩২	ইজিএম সম্পর্কিত তথ্য (নোটিশ)	লিস্টিং রেগুলেশন ২৫	ইজিএম এর ২১ দিনের মধ্যে
೨೮	লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদ সভার তথ্য	লস্টিং রেগুলেশন ১৯	পরিচালনা পর্ষদ সভার ৭ দিন পূর্বে
৩ 8	এজিএম ও ইজিএম সংক্রান্ত অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং (আন-এডিটেড)	লিস্টিং রেগুলেশন ২৬	এজিএম ও ইজিএম শেষ হওয়ার ৩ কর্মদিবসের মধ্যে
৩৫	ডিভিডেন্ড কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট	লিস্টিং রেগুলেশন ২৯	বিএমইসি এর নির্ধারিত ফরম্যাটে ডিভিডেন্ড প্রদানের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে
৩৬	পরিচালনা পর্যদের অন্তবর্তী লভ্যাংশ ঘোষণার সভা।	লিস্টিং রেগুলেশন ১৬	পরিচালনা পর্ষদ সভার ৩ কার্যদিবসের পূর্বে

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টথাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর জন্য (পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে)ঃ

ক্রঃনং	রিটার্ন এর বিবরণ	ুরেফারেন্স	দাখিলের সময়সীমা
৩৮	নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ২২	এজিএম এর ন্যূনতম ১৪ দিন পূর্বে
৩৯	১ম কোয়ার্টার এর আর্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ১৭	৩০ জুনের মধ্যে
80	ষান্মাসিক আর্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ১৭	৩১ জুলাইয়ের মধ্যে
83	৩য় কোয়ার্টারের আর্থিক হিসাব বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ১৭	৩১ অক্টোবর এর মধ্যে
8২	এজিএম/ ইজিএম এর কার্যবিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ২৭	এজিএম এর ১৪ দিনের মধ্যে
80	পরিচালনা পর্যদের অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত সভা	লিস্টিং রেগুলেশন ১৬	পরিচালনা পর্ষদ সভার ৩ কার্যদিবসের পূর্বে
88	লভ্যাংশ প্রদানের প্রতিবেদন	লিস্টিং রেগুলেশন ২৯	লভ্যাংশ প্রদানের ৭ কার্যদিবসের মধ্যে
8&	ইজিএম এর কার্যবিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ২৭	৬০ দিনের মধ্যে
৪৬	মাসিক শেয়ার হোল্ডিং বিবরণী	লিস্টিং রেগুলেশন ৩৫(১) এবং বিএসইসি/এসআরএমআইডি/ ২০০৪-০৮/১১১৬-২৩৯	প্রত্যেক মাসের ১০ তারিখের মধ্যে
89	এজিএম সম্পর্কিত তথ্য	লিস্টিং রেগুলেশন ১৯(১)	এজিএম এর ১৪ দিন পূর্বে
8৮	ফ্রি-ফ্ল্যাট হোল্ডিং এর প্রতিবেদন	লিস্টিং রেগুলেশন ৩৫(২) এবং ডিএসই/ লিস্টিং/১৬১/২০১১/২৮১০ তারিখ ৪ এপ্রিল ২০১২	পরবর্তী মাসের প্রথম ৭ দিনের মধ্যে
৪৯	লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের সভার তথ্য	লিস্টিং রেগুলেশন ১৯	পরিচালনা পর্ষদ সভার ৭ দিন পূর্বে



আরজেএসসি, বিএসইসি, ডিএসই ও সিএসই এর বিভিন্ন ধরণের রিটার্ন দাখিলঃ

क ह	আইন/অধ্যাদেশ	রিটার্ন এর বিবরণ	দাখিলের সময়সীমা	আরজেএসসি	বিএসইসি	ডিএসই/ সিএসই	মন্তব্য
			মাসিক্প্রতিবেদন	ī			
٥	বিএসইসি আদেশ/লিস্টিং রেগুলেশন-৩৫	১০% এর অধিক ইক্যুইটি	পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে
			বার্ষিক প্রতিবেদ	ন			
2	বিএসইসি আদেশ	শেয়ার মূলধন ও শেয়ার ধারণের বিবরণী	প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
9	বিএসইসি আদেশ/লিস্টিং রেণ্ডলেশন-৩৩	মূল্য সংবেদনশীল তথ্য	সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৩০ মিনিটের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
8	২০ ডিএসই	শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা	৩০ জুন এবং ৩১ ডিসেম্বর এর ৩০ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
¢	লিস্টিং রেগুলেশন-১৭	১ম কোয়ার্টার এর আর্থিক হিসাব বিবরণী	৩০ জুনের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং ২টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে
৬	লিস্টিং রেগুলেশন-১৭	ষান্মাষিক আর্থিক হিসাব বিবরণী	৩১ জুলাইয়ের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং ২টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে
٩	লিস্টিং রেগুলেশন-১৭	৩য় কোয়ার্টার এর আর্থিক হিসাব বিবরণী	৩১ অক্টোবর এর মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	কোম্পানির ওয়েবসাইট এবং ২টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে
			বার্ষিক হিসাব				
ъ	বিএসইসি আদেশ/লিস্টিং রেগুলেশন-১৮	নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক হিসাব বিবরণী	অর্থ বছর শেষ হওয়ার ১৩৪ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
		এজি	এম/ইজিএম/ডিভিডেন্ড/হিস	ব সমাপ্ত সংক্রান্ত			
৯	বিএসইসি আদেশ/লিস্টিং রেগুলেশন-১৬ অথবা ১৯	ত্রৈমাসিক আর্থিক হিসাব ও বিবরণী ও অন্তর্বতী লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত পর্যদ সভা	সভার ৩ কার্যদিবস পূর্বে সময় ও তারিখ জানানো	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
30	১৮/১(IV)বিএস ই সি	ডিভিডেন্ড ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি	পরিচালনা পর্ষদ সভার পর জানানো	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রয়োজ্য	জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে
22	\$\$(8)	এজিএম/ইজিএম এর বিজ্ঞপ্তি	এজিএম এর ১৪ এবং ইজিএম এর ২১ কার্যদিবসের পূর্বে অবহিত করা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রয়োজ্য	



ক্র	আইন/অধ্যাদেশ	রিটার্ন এর বিবরণ	দাখিলের সময়সীমা	আরজেএসসি	বিএসইসি	ডিএসই/ সিএসই	মন্তব্য
> 2	৩৬/এ (৪) বিএসইসি আদেশ/ লিস্টিং রেগুলেশন-২৩	বুক ক্লোজিং নোটিশ	এজিএম এর ১৪ কার্যদিবস পূর্বে জানানো	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	পরিচালক পর্যদ সভার নূন্যতম ১৪ বাজার দিবস পূর্বে তবে ৩০ দিনের বেশী বাজার দিবস নয়
20	লিস্টিং রেগুলেশন-২২	বার্ষিক নিরীক্ষিত প্রতিবেদন (৩০ কপি)	এজিএম এর (নৃন্যতম) ১৪ দিন পূর্বে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	এজিএম এর কমপক্ষে ১৪ দিন পূর্বে শেয়ার হোল্ডারদের নিকট প্রেরণ
78	লিস্টিং রেগুলেশন-২৭	কার্যবিবরণী	এজিএম/ইজিএম এর ১৪ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
26	২১০ সিএ	নিরীক্ষক নিয়োগ	এজিএম এর ৭ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
১৬	বিএসইসি আদেশ/লিস্টিং রেগুলেশন-২৯	লভ্যাংশ প্রদানের প্রতিবেদন	এজিএম হতে ৬০ দিন পরে ৭ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	লভ্যাংশ প্রদানের ৭ কর্মদিবসের মধ্যে
١٩	৩৬ সিএ ৯২ সিএ	সিডিউল ১০ এবং ফর্ম-৯	এজিএম এর ২১ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৩৬ সিএ
			বিশেষ প্রতিবেদ	ন			
74	বিএসইসি আদেশ/লিস্টিং রেগুলেশন-৪৭	পরিচালক/ উদ্যোক্তা/কর্মকর্তা/ আর্থিক সুবিধাভোগী এর শেয়ার হস্তান্তর	উক্ত শেয়ার হস্তান্তরের ৭ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	-
১৯	৪৩(৭) বিএসইসি	পরিচালক/উদ্যোজা/ কর্মকর্তা/ আর্থিক সুবিধাভোগী কর্তৃক শেয়ার ক্রয়	শেয়ার ক্রয়ের ৪ দিন পূর্বে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
			অন্যান্য প্রতিবেদ	ল			
২০	১৫১ সিএ	শেয়ার বরাদ্ধকরণ রিটার্ন	শেয়ার বরাদ্ধকরণের ৬০ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
52	৮৮ সিএ	বিশেষ/অতিরিক্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত, Form-VIII	অনুমোদন হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	
২২	১১৫ সিএ	পরিচালক পরিবর্তন, সিদ্ধান্ত, Form-IX	পরিবর্তনের ১৪ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য	1 *
২৩	১৯০ সিএ	বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন (স্থিতিপত্র)	নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক হিসাব বিবরণী দুইজন পরিচালক কর্তৃক তাংক্ষণিক ভাবে অনুমোদন করা	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	এজিএম এর ৩০ দিনের মধ্যে
২ 8	৯২ সিএ	পরিচালক পদ প্রার্থীর সম্মতি	নিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যে	প্রযোজ্য	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৯৩ সিএ

বীমা একটি বিশেষায়িত সেবা। বীমাকারী এ সেবা প্রদান করে থাকে। আইনের বিধান মোতাবেক বাধ্যতামূলক রিপোর্ট ও রিটার্নসমূহ নির্ধারিত সময়ে দাখিল করে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করা হলে বীমা গ্রাহকসহ শেয়ারহোল্ডারদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং বীমা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার বৃদ্ধির সাথে বীমা গ্রাহক ও শেয়ারহোল্ডারগণও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।





মো: এনায়েত আলী খান

ভুমিকা:

বীমা একটি বিশেষায়িত সেবা খাত হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃত। জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস এবং ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে বীমা সেবার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বীমা হল এমন একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকে একদল নির্দিষ্ট ঝুঁকি সম্পন্ন লোকের মধ্যে বন্টন করা যাতে উক্ত ঝুঁকির বিপক্ষে নিশ্চয়তা বিধানে সম্মত হয়। আবার বীমাকারী কর্তৃক বীমা গ্রহীতাকে সম্ভাব্য ক্ষতির নিরাপত্তা দানের অঙ্গীকারের নামই হলো বীমা। বীমা ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে বীমার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা বিধান, সঞ্চয়ের আগ্রহ ও অভ্যাস সৃষ্টি , মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি এবং সংগৃহীত প্রিমিয়াম বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়ন প্রসারের লক্ষ্যে মূলধন গঠনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বীমার উৎপত্তি:

১. পাশ্চাত্য দেশসমূহে:

দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে ইতালী থেকে বীমার প্রথম প্রচলন হয় । ইতালী বণিকগণ ত্রয়োদশ শতকে তাদের পণ্য ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বীমার সহায়তা গ্রহণ করতেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল একচেঞ্জ গঠন হওয়ার আগে বণিকগণ ইংল্যান্ডের লুমবার্ড স্ট্রীটে একত্রিত হত এবং সেখানে নৌ-বীমার ব্যবসাসমূহ কার্যকর করার ফলে ক্রমে ক্রমে ইংল্যান্ডের উক্ত স্থান নৌ-বীমা ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এডওয়ার্ড লয়েডস্ ইংল্যান্ডের টাওয়ার স্ট্রীটে একটি কফি হাউজে জাহাজের মালিকগণ, বণিকগণ, নাবিকগণ, জাহাজের মাস্টারগণ প্রমুখ প্রায়ই আসা যাওয়া করার সময় নিলামে জাহাজ ক্রয় বিক্রয় করা, বীমা ঝুঁকি গ্রহণ করা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করার ফলে লয়েডস্ এর কফি হাউজটি বীমা ব্যবসার অন্যতম কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে নৌ-বীমা অবলিখনকারীগণ এবং বণিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে লয়েডস্ নামক বীমাকারীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯০৬ সালে নৌ-বীমা আইন, প্রণয়নের মাধ্যমে নৌ-বীমার পরিপূর্ণতা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া পঞ্চদশ শতাব্দির শেষভাগে অর্থাৎ ১৫৮৩ খুষ্টাব্দে লাইফ বীমার সেবার ধারণা সৃষ্টি হয় । ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে Life Insurance Act , 1774 প্রণয়ন হওয়ার পর লাইফ ইস্যুরেস মোটামুটি পরিপূর্ণতা লাভ করে ।

২. ভারতীয় উপমহাদেশে বীমা:

বৃটিশ শাসন আমলে তৎকালীন বৃটিশ সৈন্যদের লাইফ বীমা করার জন্য ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত প্রথম বীমার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৮২৯ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মাদ্রাজ ইকুইট্যাবল'। ১৮৪৭ সালে 'খৃষ্ঠার্ন মিউচিয়াল' নামে আরও একটি লাইফ বীমাকারীর জন্ম হয়। জনগণের অধিকতর আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে ১৮৪৭ সালে 'ওরিয়েন্টাল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানি' নামে বীমা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৬ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়া লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানি' এবং একই বছরে কলকাতায় দুটি লাইফ বীমা কোম্পানি একটি 'ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি' এবং অপরটি 'ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি' গঠন করা হয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে উপমহাদেশের বীমা ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯১২ সালে Indian Life Assurance Companies Act, 1912 প্রণয়ন করা হয়।



এ ছাড়া ১৯২৮ সালে The Indian Insurance Companies Act, 1928 নামে বীমা আইন প্রণয়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে তা সংশোধিত, পরিমার্জিত ও সংযোজিত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে The Insurance Act, 1938 নামে একটি পরিপূর্ণ বীমা আইন প্রণয়ন করা হয় এবং উক্ত আইন অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে বীমা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পরও ভারত এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রে এই বীমা আইন কার্যকর ছিল।

৩. স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে বীমা:

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্বে এ অঞ্চল বীমা ব্যবসার জন্য খুবই সমৃদ্ধ ছিল বলে নিম্নের সারণি-১ এ উল্লেখিত মোট ৬৭ টি বীমা কোম্পানি বিভিন্ন শ্রেণির বীমা (যেমন- লাইফ, অগ্নি, মেরিন এবং বিবিধ) গ্রাহকদের বীমা সেবা প্রদান করত। এই ৬৭ টি বীমা কোম্পানির মধ্যে ২৩ টি বীমা কোম্পানি বিদেশী, ২৯ টি পাকিস্তানী এবং ১৫ টি পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) এর মালিকানায় ছিল।

সারণি-১: স্বাধীনতার পূর্বের বীমা কোম্পানি সমূহের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	বীমাকারীর নাম	মালিকানা রাষ্ট্	বীমার শ্রেণি	রেজিস্টার্ড অফিস/	ক্রমিক নং
۵	আলফা ইস্যুরেস কো: লি:	পাকিস্তান	অগ্নি, মেরিন ও বিবিধ	ইলাকো হাউস, এ.এইচ রোড, করাচি	১৯৫২
2	আদমজী ইপ্যুরেন্স কো: লি:	ঐ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন ও বিবধি	আদমজী হাউস, করাচি	১৯৬০
9	এশিয়ান মিউচুয়াল ইপ্যুরেন্স	ঐ	বিবিধ	ম্যাকলিওড রোড, লাহোর	১৯৫১
8	আমেরিকান ইপ্যুরেন্স কো: লি:	ইউ.এস. এ	অগ্নি, মেরিন	কামার হাউজ, করাচি	১৯৪৬
œ	এটলাস এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ইউ.কে	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চ্ছীগড় রোড, করাচি	7000
৬	এলায়েন্স এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ঐ	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৮২৪
٩	বেঙ্গল লাইফ এন্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	আব্দুল আজিজ রোড, চটুগ্রাম	১৯৬৪
ь	সেন্ট্রাল ইন্সুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	দাউদ সেন্টার, করাচি	১৯৬০
8	কো-অপারেটিভ <mark>ই</mark> স্মুরেন্স সোসাইটি অব পাকিস্তান লিঃ	শ্র	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	मि मल, लार शंत	\$886
30	ক্রিসেন্ট স্টার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	ব্র	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্দ্রগড় রোড, করাচি	১৯৫৭
22	কমরেড প্রভিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	ঢাকা	-
25	সেক্টাল লাইফ ইন্সুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	नार्थ	দাউদ সেন্টার, করাচি	১৯৬১
20	কমার্শিয়াল ইউনিয়ন এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ইউ. কে	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	এম.এ. জিন্নাহ রোড, করাচি	১৮৬১
\$8	ইস্টার্ন জেনারেল ইন্স্যুরেস কো: লি:	পাকিস্তান	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডগড় রোড, করাচি	১৯৫৫
20	ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	কায়দে আজম রোড, চট্টগ্রাম	৫ ୬৫८
১৬	ইষ্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি;	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	১৯৬১
١٩	ইষ্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	কামার হাউস, বন্দর রোড, করাচি	১৯৩২
24	ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	২২ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১৯৬৬
79	ইষ্টার্ন লাইফ ইন্স্যুরেস কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ	৮৭ আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	7966
২০	ইষ্ট বেঙ্গল মিউচ্যুয়াল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	नार्य	৪২ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১৯৬৬
২১	ঈগল স্টার ইন্সুরেন্স কো: লি:	ইউ.কে	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	ম্যাচি মিয়ানি রোড, করাচি	3908
২২	এমপ্রয়ারস লায়াবিলিটি এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ইউ. কে	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	-	-
২৩	ফেডারেল লাইফ এন্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ	৪ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	১৯৬৯
২8	গ্রেট ইষ্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	৪ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১৯৬৫



20	গার্ডিয়ান এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ইউ.কে	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	7247
২৬	হোমল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	৪৮ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১৯৫৮
29	হাবিব ইন্সাুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	এম.এ. জিন্নাহ রোড, করাচি	৩১৯৫৩
২৮	হ্যানওভার ইস্মূরেন্স কো: লি:	ইউএসএ	অগ্নি, মেরিন	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯৫২
২৯	হোম ইন্সারেন্স কো: লি:	ইউএসএ	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	এম.এ. জিন্নাহ রোড	৩১৯৫৩
೨೦	ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল ইপ্যুরেস কো: লি:	পাকিস্তান	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯৫৩
20	ইন্দুস এ্যাসুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	স্টেশন রোড, সুক্র	১৯৬৫
৩২	আইডিয়াল ইন্সারেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ	সাদ্দার, করাচি	১৮৯২
99	জনতা ইপ্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	৬৯-৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	১৯৭০
98	খাইবার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯৫৭
90	লন্ডন এন্ড লেঙ্ক্যাশরি ইপ্যুরেন্স কো: লি:	ইউকে	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৮৬২
96	মুসলিম ইন্সারেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	দি মল, লাহোর	১৯৩৫
৩৭	মার্কেন্টাইল মিউচ্যুয়াল ইন্সারেন্স	পাকিস্তান	লাইফ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯৫৬
৩৮	মার্কেন্টাইল ফায়ার এন্ড জেনারেল ইপ্যুরেস কো: লি:	পাকিস্তান	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯৫৭
৩৯	মেরিটাইম ইপ্যুরেস কো: লি:	ইউ.কে	মেরিন	<u>ن</u>	3548
80	ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইস্মুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	৪৮ শাহারে কায়দে আজম, লাহোর	১৯৬৩
83	নিউ জুবিলি ইপ্যুরেস কো: লি:	ঐ	ন্ত্ৰ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	৩১৫৫
82	ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো: অব পাকিস্তান লি:	বাংলাদৈশ	ž.	৪৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	১৯৬৭
80	নন-গেজেটেড অফিস প্রভিডেন্ট সোসাইটি	বাংলাদেশ		-	-
88	নর্দান এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ইউ.কে	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৮৩৬
8¢	নিউজিলেভ ইন্সুরেন্স কো: লি:	নিউজিলেভ	<u>a</u>	এম.এ. জিন্নাহ রোড, করাচি	১৮৫৯
85	নিউ হ্যাম্পশ্রী ইন্সুরেন্স কো: লি:	ইউএসএ	<u>a</u>	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৮৬৯
89	নরউইচ ইউনিয়ন ফায়ার ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ	ইউ.কে	Ĭ.	₫	১৭৯৭
85	ওরিয়েন্টাল মিউচ্যুয়াল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ	দি মল, লাহোর	১৯৫৮
88	পাকিস্তান জেনারেল ইস্মুরেস কো: লি:	ঐ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	ži –	1984
00	পাকিস্তান মিউচাুুুুয়াল ইস্মুুুুরেস কো: লি:	B	লাইফ, বিবিধ	শাহ আলম মার্কেট, লাহোর	১৯৪৬
৫১	পাইওনিয়ার ইন্সুরেন্স কো: লি:	B	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	হল রোড, লাহোর	১৯৬৬
৫২	প্রিমিয়ার ইপ্যুরেস কো: লি:	শ্র	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯৫২
৫৩	পাকিস্তান গ্যারান্টি ইস্মুরেস কো: লি:	ত্র	শ্র	২৭ সদর ঘাট রোড, চট্টগ্রাম	১৯৬৫
€8	পপুলার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	বাংলাদেশ	ঐ	২৯ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা	১৯৬৭
99	5 . 5 6	অস্ট্রেলিয়া	অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৮৬৬
৫৬	রয়াল এক্সচেঞ্জ এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ইউ.কে	ঐ	五	১৭২০
69	রয়াল ইস্মুরেস কো: লি:	ট্র	ঐ	五	2886
(b	স্টারলিং ইস্মুরেস কো: লি:	পাকিস্তান	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	দি মল, লাহোর	১৯৪৯
৫১	স্ট্যান্ডার্ড ইন্সাুরেন্স কো: লি:	ত্র	ঐ	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯৬৭
৬০	স্কটিশ ইউনিয়ন এভ ন্যাশনাল ইস্যুরেস কো: লি:	ইউকে	অগ্নি, বিবিধ	逐	১৮২৪
৬১	সাউথ ব্রিটিশ ইস্মুরেস কো: লি:	নিউজিলেভ	ত্র	ম্যাচি মিয়ানি রোড, করাচি	১৮৭২
৬২	ইউনিয়ন ইস্মুরেস কো: লি:	বাংলাদেশ	লাইফ, অগ্নি, মেরিন, বিবিধ	১০৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	১৯৬৩
৬৩	ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	পাকিস্তান	ঐ	আলতাফ হোসেন রোড, করাচি	১৯৫৭
৬8	ইউনিভার্সাল লাইফ এন্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	ঐ	ঐ	দি মল, লাহোর	১৯৫৮
৬৫	আমেরিকান লাইফ ইস্মুরেন্স কো: লি:	ইউএসএ	नारेक	চন্ডীগড় রোড, করাচি	১৯২১
৬৬	নরউইচ ইউনিয়ন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি	ইউকে	नार्य	Z Z	7000
৬৭	প্রুডিন্সিয়াল এ্যাসুরেন্স কো: লি:	ঐ	লাইফ	দি মল, লাহোর	\$68¢



উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সালে এ অঞ্চলে 'হোমল্যান্ড ইঙ্গ্যুরে<mark>ঙ্গ কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রথম বীমা কোম্পানি গঠন করা হয়। ১৯৬০</mark> সালের ১ লা মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের কন্ট্রোলার অব এজেন্সিজ প্রধান হিসাবে আলফা ইস্যুরেন্স কো: লি: এ যোগদান করে বীমা শিল্পকে আরও বেশী সমৃদ্ধ করেছিলেন, যা এ অঞ্চলের বীমা শিল্পের জন্য অবিস্মরণীয় ।

- ৪ স্বাধীন বাংলাদেশে বীমার প্রচলন এবং এর বিকাশ:
- (ক) রাষ্ট্রের মালিকানায় বীমা প্রতিষ্ঠান গঠন এবং এর বিকাশ:

১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তান থেকে বিভক্ত হয়ে 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে অত্র অঞ্চলে ৬৭ টি বীমা কোম্পানির মধ্যে ১৫টি বাংলাদেশী, ২৯টি পাকিস্তানী এবং ২৩ টি বিদেশী মালিকানার কোম্পানি বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা ব্যবসা পরিচালনা করত। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার ২৯টি পাকিস্তানি কোম্পানিকে তদারকি করার জন্য ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি The Bangladesh (Taking over of control and Management of Industrial and Commercial Concern) Order, 1972 নামে একটি অধ্যাদেশ জারী করে। উক্ত অধ্যাদেশের ২(১)এর বিধান মোতাবেক প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয়। ২৬ মার্চ ১৯৭২ সালে সরকার The Bangladesh Insurance (Emergency Provisions) Order, 1972 জারী করে জাতীয়করণের পূর্বে দেশী বিদেশী কোম্পানির কাস্টোভিয়ান নিয়োগ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ মাস পর অর্থাৎ ৮ আগষ্ট ১৯৭২ সালে The Bangladesh Insurance (Nationalisation) Order, 1972 জারী করে জাতীয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য মোট ৪টি কর্পোরেশন গঠন করা হয় । জীবন বীমা অর্থাৎ লাইফ ইস্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার জন্য (১) সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং (২) রুপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন নামে দুটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। অপরদিকে সাধারণ বীমা অর্থাৎ নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা পরিচালনা জন্য (১) তিস্তা বীমা কর্পোরেশন এবং (২) কর্ণফুলি বীমা কর্পোরেশন নামে দুটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। এ ৪ টি কর্পোরেশনকে তদারকি করার জন্য একটি 'জাতীয় বীমা কর্পোরেশন' নামে পৃথক কর্পোরেশন গঠন করা হয়। উক্ত কর্পোরেশন শুধুমাত্র ৪টি কর্পোরেশনকে তদারকি কাজ ব্যতিত কোন ধরণের বীমা ব্যবসা করতে পারত না। দেশে কার্যরত ৪৯টি বীমা কোম্পানিকে এ ৪ টি কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। নিম্নের সারণি ২ তে উল্লেখিত The Bangladesh Insurance (Nationalisation) Order, 1972 এর অনুচ্ছেদ- ১৭(১) এ বর্ণিত তফসিল (এ), (বি), (সি) এবং (ডি) অনুযায়ী শুধুমাত্র যে সকল বীমা কোম্পানি জীবন বীমা ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল সে সকল কোম্পানিকে সুরমা ও রুপসা জীবন বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে এবং যে সকল বীমা কোম্পানি সাধারণ বীমা ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল সে সকল কোম্পানিকে তিস্তা এবং কর্ণফুলি বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় । আবার যে সকল বীমা কোম্পানি জীবন বীমা ব্যবসা এবং সাধারণ বীমা উভয় ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টতা ছিল সে সকল কোম্পানির জীবন বীমার শাখা সুরমা ও রূপসার মধ্যে এবং সাধারণ বীমার শাখা তিস্তা ও কর্ণফুলি বীমা কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়।



সারণি-২: দেশে কার্যরত ৪৯টি বীমা কোম্পানিকে ৪ (চার) টি কর্পোরেশনের মধ্যে এবং পরবর্তীতে ৪টি কর্পোরেশনকে ২ (দুই) টির কর্পোরেশনের মধ্যে বন্টন চিত্র

তফসিল (এ)

	সুরমা জীবন কর্পোরে শ ন						
ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম	ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম				
٥	এশিয়ান মিউচ্যুয়াল ইস্যুরেন্স কো: লি:	৯	ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইপ্যুরেন্স কো: লি:				
২	সেক্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	20	ওরিয়েন্টাল মিউচ্যুয়াল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:				
9	কো-অপারেটিভ ইস্যুরেস সোসাইটি অব বাংলাদেশ লিঃ	22	পাকিস্তান গ্যারান্টি ইন্স্যুরেন্স কো: লি:				
8	ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইপ্যুরেস কো: লি:	ડર	পাকিস্তান জেনারেল ইস্যুরেস কো: লি:				
¢	ইস্টার্ন লাইফ ইস্যুরেন্স কো: লি:	20	পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:				
હ	ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	78	ইউনিয়ন ইন্যুরেন্স কো: লি:				
٩	ফেডারেল লাইফ এন্ড জেনারেল ইস্যুরেস কো: লি:	১৫	স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স কো: লি:				
ъ	জনতা ইস্যুরেস কো: লি:	১৬	ইউনিভার্সাল লাইফ এন্ড জেনারেল ইন্স্যুরেস কো: লি:				

তফসিল (বি)

রূপসা জীবন কর্পোরেশন			
ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম	ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম
۵	আদমজী ইস্যুরেস কো: লি:	20	মার্কেন্টাইল মিউচ্যুয়াল ইস্যুরেন্স কো: লি:
ર	ইষ্ট বেঙ্গল মিউচ্যুয়াল ইপ্যুরেন্স কো: লি:	22	মুসলিম ইস্যুরেস কো: লি:
6	ইষ্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইস্যুরেস সোসাইটি লি:	১২	ন্যাশনাল ইস্যুরেস কো: লি:
8	গ্রেট ইষ্টার্ন ইস্যুরেস কো: লি:	30	নিউ জুবিলি ইস্যুরেন্স কো: লি:
œ	হাবিব ইন্যুরেন্স কো: লি:	78	পাকিস্তান মিউচ্যুয়াল ইস্যুরেস কো: লি:
৬	হোমল্যান্ড ইস্যুরেস কো: লি:	26	পপুলার ইম্যুরেন্সে কো: লি:
٩	ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল ইন্যুরেন্স কো: লি:	১৬	প্রিমিয়ার ইন্যুরেন্স কো: লি:
ъ	আইডিয়াল লাইফ এ্যাসুরেস কো: লি:	১৭	ইউনাইটেড ইপ্যুরেস কো: লি:
৯	খাইবার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:		

জীবন বীমা কর্পোরেশন (তফসিল এ+ তফসিল বি)

সুরমা জীবন কর্পোরেশন

রূপসা জীবন কর্পোরেশন

জীবন বীমা কর্পোরেশন

(জীবন বীমা কর্পোরেশন গঠন চিত্র)



তফসিল (সি)

	তিন্তা বীমা কর্পোরেশন				
ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম	ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম		
۵	আদমজী ইপ্যুরেস কো: লি:	75	ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:		
ર	ক্রিসেন্ট স্টার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	20	ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্স্যুরেন্স কো: লি:		
৩	ঈগল স্টার ইন্সুরেন্স কো: লি:	78	নিউ জুবিলি ইন্সুরেন্স কো: লি:		
8	ইষ্টার্ন মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	26	নরউইচ ইউনিয়ন ফায়ার ইন্সুরেন্স সোসাইটি লিঃ		
œ	ফেডারেল লাইফ এন্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	১৬	পাকিস্তান গ্যারান্টি ইপ্যুরেস কো: লি:		
৬	গ্রেট ইষ্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	۵۹	পপুলার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:		
٩	হাবিব ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	72	রয়াল এক্সচেঞ্জ এ্যাসুরেন্স		
ъ	জনতা ইপ্যুরেস কো: লি:	۵۶	রয়াল ইন্সুরেন্স কো: লি:		
৯	খাইবার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	২০	স্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্স কো: লি:		
20	মার্কেন্টাইল ফায়ার এন্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	২১	ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স কো: লি:		
22	মুসলিম ইপ্যুরেন্স কো: লি:				

তফসিল (বি)

	কর্ণফুলি বীমা কর্পোরেশন					
ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম	ক্রমিক নং	বীমা কোম্পানির নাম			
٥	আলফা ইপ্যুরেন্স কো: লি:	১২ ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল				
2	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:	20	ইন্দুস এ্যাসুরেন্স কো: লি:			
9	সেট্রাল ইস্যুরেন্স কো: লি:	78	পাকিস্তান জেনারেল ইস্যুরেস কো: লি:			
8	কো-অপারেটিভ ইস্যুরেঙ্গ সোসাইটি অব বাংলাদেশ লিঃ	26	পাকিস্তান মিউচ্যুয়াল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:			
œ	কমার্শিয়াল ইউনিয়ন এ্যাসুরেন্স কো: লি:	১৬	পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:			
৬	বেঙ্গল লাইফ এন্ড জেনারেল ইস্যুরেন্স কো: লি:	۵۹	প্রিমিয়ার ইন্স্যুরেন্স কো: লি:			
٩	ইষ্টার্ন জেনারেল ইস্যুরেস কো: লি:	22	কুইনসল্যান্ড ইপ্যুরেস কো: লি:			
ъ	ইষ্টার্ন ইস্যুরেস কো: লি:	79	স্টারলিং ইস্যুরেন্স কো: লি:			
৯	ইষ্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি:	২০	ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স কো: লি:			
30	ইষ্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইস্যুরেন্স কো: লি:	۶۶	ইউনিভার্সাল লাইফ এন্ড জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কো: লি:			
22	হোমল্যান্ড ইপ্যুরেস কো: লি:					



সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (তফসিল সি + তফসিল ডি)

তিন্তা বীমা কর্পোরেশন কর্ণফুলি বীমা কর্পোরেশন সাধারণ বীমা কর্পোরেশন

(সাধারণ বীমা কর্পোরেশন গঠন চিত্র)

The Bnagladesh Insurance Corporation (Dissolution) Order 1972 এর বিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশ ইস্যুরেস কর্পোরেশনের কার্যক্রম বিলপ্তপর্বক ১৪ মে ১৯৭৩ সালে The Insurance Corporatopn Act, 1973 জারী করে অত্র আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুযায়ী জাতীয় বীমা কর্পোরেশনসহ ৪টি কর্পোরেশনকে ভেঙ্গে একটি জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং অপরটি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন নামে ২ টি বীমা কর্পোরেশন গঠন করা হয়। অত্র আইনের ধারা ১৪ এর বিধান মোতাবেক সারণি-২ এ বর্ণিত জীবন বীমা কর্পোরেশন সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং রূপসা জীবন বীমা কর্পোরেশনের সমুদয় দায় দেনাসহ বিষয় সম্পত্তি এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্ণফুলি বীমা কর্পোরেশন এবং তিস্তা বীমা কর্পোরেশনের সমুদয় দায় দেনাসহ বিষয় সম্পত্তি গ্রহণ করে ব্যবসার কার্যক্রম বর্তমানে চালু রয়েছে।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানি কোম্পানি ছাড়া অন্যান্য যে সকল বিদেশী কোম্পানি শুধু জীবন বীমা ব্যবসা করত তাদেরকে জাতীয়করণের অধ্যাদেশের আওতায় আনা হয়নি। তখন বাংলাদেশে আমেরিকান লাইফ ইপ্যুরেপ্স কোম্পানি, নরউইচ ইউনিয়ন লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি ও প্রভিনসিয়াল এ্যাসুরেন্স কোম্পানি লি: তিনটি কোম্পানি জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনা করত। সরকার থেকে জীবন বীমা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট বিদেশী কোম্পানিসমূহকে বীমা ব্যবসা করার জন্য নতুন করে রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারের নির্দেশনা প্রদানের পর এই তিনটি বিদেশী কোম্পানির মধ্যে শুধুমাত্র আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স (বর্তমানে মেট লাইফ) কোম্পানি নতুন করে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে রেজিষ্ট্রেশন সনদ গ্রহণ করে যা এখনও এদেশে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। অবশিষ্ট বিদেশী কোম্পানি ব্যবসা বন্ধ করে এ দেশ থেকে চলে গেছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৫ সালে বেসরকারিকরণের পূর্ব পর্যন্ত বীমা আইন, ১৯৩৮ এর অধিনে রাষ্ট্রের মালিকানায় সরকারি খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং বেসরকারি খাতে শুধুমাত্র আমেরকিান লাইফ ইন্স্যুরেন্স এ দেশে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যুমে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে। উক্ত সময় পর্যন্ত লাইফ ইন্স্যুরেন্সে জীবন বীমা কর্পোরেশনের ব্যবসার পোর্টফলিও ছিল প্রায় ১৪৬.৪৮ কোটি টাকা এবং একমাত্র বিদেশী প্রতিষ্ঠান আমেরিকান লাইফ ইস্যুরেন্স এর ব্যবসার পোর্টফলিও ছিল প্রায় ১৬.৪৮ কোটি টাকা । ব্যবসার পোর্টফলিও অনুযায়ী ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এ দেশে লাইফ বীমা খাতে মোট প্রিমিয়াম অর্জন ছিল প্রায় ১৬৩.৩২ কোটি টাকা এবং নন-লাইফ ইস্যুরেন্স খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর ব্যবসা পোর্টফলিও ছিল প্রায় ৪০৮.৫১ কোটি টাকা । এ সময় পর্যন্ত বেসরকারি খাতে অন্য কোন নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ছিল না। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ এই ১২ বৎসরে লাইফ এবং নন-লাইফ বীমার মোট প্রিমিয়াম অর্জন ছিল প্রায় ৫৭১.৮৩ কোটি টাকা।

তাছাড়া সরকারিখাতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আইনের অধিনে এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে পোষ্টাল লাইফ ইপ্যুরেসও দেশের জনগণকে বীমা সেবা প্রদান করে আসছে।



বেসরকারি মালিকানায় বীমার অনুমোদন:

বীমা শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আশির দশকে The Insurance (Amendment) Ordinance, 1984 এবং The Insurance Corporation (Amendment) Ordinance, 1984 প্রণয়ন করে বেসরকারিখাতে বীমা কোম্পানি গঠনের সুযোগ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে সারণি-৩ এ বর্ণিত ৭৬ টি বেসরকারী মালিকানাধীন লাইফ ও নন-লাইফ বীমা কোম্পানি (মেট লাইফ এবং জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ব্যতিত) সরকার কর্তৃক নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির পর যা বর্তমানে সমগ্র দেশে ৭৬টি লাইফ এবং নন-লাইফ বীমা কোম্পানির প্রায় ৭,৪১৫ টি শাখার অফিসের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বীমা সেবা প্রদান করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

সারণি-৩: অনুমোদন প্রাপ্ত বীমা কোম্পানীর সংখ্যা।

সময়কাল	অনুমোদন প্রাপ্ত লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অনুমোদন প্রাপ্ত নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট ইন্মুরেন্স প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
০৯-୬৮৫-১	8 টি	তী বረ	২২ টি
3997-500A	ত্তী ৩১	২৪ টি	৩৭ টি
२००৯-२०১१	ची 8८	২ টি	১৬ টি
(3050-2056)			
২০১৯	১ টি	-	১ টি
মোট	৩২ টি	৪৫ টি	৭৭ টি

বীমা শিল্পে মোট প্রিমিয়াম:

বীমা ব্যবসার প্রসার গ্রস প্রিমিয়ামের উপর নির্ভর করে এবং বীমাগ্রাহক বৃদ্ধি পেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রস প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পায় । ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত লাইফ ইস্যুরেসে ৫১১.৬২ কোটি টাকা ও নন-লাইফ ইস্যুরেসে ১৩৪৯.৫০ কোটি টাকা, ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত লাইফ ইস্যুরেসে ১৯,৬৯১.৭৩ কোটি টাকা ও নন-লাইফে ৯,৪৭৫.০৯ কোটি টাকা এবং ২০০৯ সাল থেকে ২০১৯ পর্যন্ত লাইফ ইস্যুরেসে ৭৯,০০৬.৭৬ কোটি টাকা ও নন-লাইফে ২৭,২৯৩.৯০ কোটি টাকা প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা হয় । ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত লাইফ ও নন-লাইফ একত্রে ১,৮৬১.১২ কোটি টাকা, ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত লাইফ ও নন-লাইফ একত্রে ২৯,১৬৬.৮২ কোটি টাকা এবং ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত লাইফ ও নন-লাইফ একত্রে ১,০৬,৩০০.৫৮ কোটি টাকা প্রিমিয়াম সংগ্রহ হয় । দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৯১-২০০৮) এর তুলনায় তৃতীয় পর্যায়ে (২০০৯-২০১৯) এ গ্রস প্রিমিয়ামের বৃদ্ধি হার ২৬৪.৪৫% (সারণি-৩)।

সারণি-৩: লাইফ এবং নন-লাইফ ইস্যুরেস প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত গ্রস প্রিমিয়াম ও প্রবৃদ্ধি হারের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ (কোটি টাকায়)

সময়কাল	় লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রস প্রিমিয়াম	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রস প্রিমিয়াম	লাইফ ও নন- লাইফ ইন্সুরেন্স গ্রস প্রিমিয়াম
১৯৭৩-১৯৯০ (১৮বছর)	৫১১.৬২	১,৩৪৯.৫০	১,৮৬১.১২
১৯৯১-২০০৮	১৯,৬৯১.৭৩	৯,৪৭৫.০৯	২৯,১৬৬.৮২
(১৮বছর)	(প্রবৃদ্ধি: ৩,৭৪৮.৮৭%)	(প্রবৃদ্ধি: ৬০২.১২%)	(প্রবৃদ্ধি: ১,৪৬৭.১৬%)
২০০৯-২০১৯	৭৯,০০৬.৬৮	২৭,২৯৩.৯০	১,০৬,৩০০.৫৮
(১১ বছর)	(প্রবৃদ্ধি: ৩০১.২২%)	(প্রবৃদ্ধি:১৮৮.০৫%)	(প্রবৃদ্ধি: ২৬৪.৪৫%)



১৯৮৪ সালে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবসা অনুমোদন পাওয়ার পূর্বে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সরকারিখাতে দুটি বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বছরে গড়ে ৫০.১৭ কোটি টাকা প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা হত। কিন্তু ১৯৮৫ সালে বেসরকারিখাতে বীমা কোম্পানির অনুমোদন প্রদান এবং সে সাথে দেশের বীমাখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে মোট প্রিমিয়াম অনেকণ্ডন বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে এসে প্রায় ১৩২৫১.০০ কোটি টাকায় দাড়িয়েছে। আবার উক্ত প্রিমিয়ামের মার্কেট শেয়ার বিশ্লেষণে দেখা যায় লাইফ ইস্যুরেন্স এ সরকারিখাতের বীমা প্রতিষ্ঠান জীবন বীমা কর্পোরেশন এর শেয়ার প্রায় ৫.৮৬% এবং বেসরকারিখাতের বীমা কোম্পানির শেয়ার প্রায় ৯৪.১৩%। অপর দিকে নন-লাইফ ইস্যুরেন্স এ সরকারিখাতের বীমা প্রতিষ্ঠান সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর শেয়ার প্রায় ১০.৪৯% এবং বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানি সমূহের শেয়ার প্রায় ৮৯.৫১%। দেশের বীমাখাতে বীমা আইন, ২০১০ এর বিধান মোতাবেক স্বচ্ছভাবে বীমাব্যবসা পরিচালনা করার জন্য অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হলে ভবিষ্যতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ অনেকগুন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বীমা দাবি নিষ্পত্তি:

বীমা শিল্পের অন্যতম দক্ষতার সূচক হচ্ছে বীমা দাবি পরিশোধের হার ও পরিমাণ । সারণি-৪ এ দেখা যাচ্ছে যে প্রথম পর্যায়ে দাবির পরিমাণ কম ছিল এবং পরিশোধের হার ৬১.৫৮%, দ্বিতীয় পর্যায়ে দাবির পরিমাণ পূর্বের পর্যায়ের ৭৯০.৪২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬৬২.৬৯ কোটি টাকা হয় অথচ দাবি পরিশোধের হার ৭২.৫৮%। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯৬৬২.৬৯ কোটি টাকার বীমা দাবি ছিল যা তৃতীয় পর্যায়ে ৯ বছরের (প্রতি বছরে বীমা দাবি হিসাব করে) ৩২,২৮২.০৫ কোটি টাকা হয় এবং ২৫৫৭.২৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। বীমা শিল্পের প্রসার তৃতীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় দাবিও অধিক উত্থাপিত হয় এবং পরিশোধের হার ৭৮.৪৩%।

সারণি-৪: লাইফ এবং নন-লাইফ ইস্যুরেস্স প্রতিষ্ঠানের বীমা দাবি নিষ্পত্তি হারের পরিসংখ্যান নিমুরূপ

(কোটি টাকায়)

সময়কাল		দাবির পরিমাণ	নিষ্পত্তির পরিমাণ	নিষ্পত্তির হার (%)
০ররথ-৩৮রথ	লাইফ ইস্যুরেন্স	১৬৩.৮৮	১৫৪.৭৬	৯৪.৪৩%
१४४१-५०० ५		৪৬৪৬.৯৬	8008.86	৯২.৬৩%
২০০৯-২০১৯		৩৯,৫৯৯.২২	08,\$28.08	b ৬. ১ 9 %
০ররথ-৩৭রথ	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স	৬২৬.৫৪	২৬৯.৪৭	80.03%
4005-5006		6036.90	২৭০৯.০০	68.05%
২০০৯-২০১৯		\$2,885.50	৬৬৯২.২৫	৫৩.৭৯%
০ররথ-৩৭রথ	লাইফ ও নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স	৭৯০.৪২	828.20	৫৩.৬৭%
১৯৯১-২০০৮		৯৬৬২.৬৯	9030.86	92.66%
২০০৯-২০১৯		\$0.680,59	80,536.28	৭৮.৪৩%

বীমা গ্রাহক:

বীমা গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমেও বীমা শিল্পের অগ্রগতি নিরূপন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে ৫১৫০৭৭৩, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৮ বছরে ১,৩৫,০৭,৫৬২ এবং তৃতীয় পর্যায়ে ২০০৯-২০১৯ সনে মাত্র ১১ বছরে ২,৪০,২৭,৩৯৬ বীমা পলিসি কোম্পানিসমূহ বিক্রয় করে (সারণি-৫)। দ্বিতীয় পর্যায়ের চেয়ে তৃতীয় পর্যায়ে লাইফ খাতে বীমা গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ পর্যায়ে মোট ১,০৫,১৯,৮৩৪ জন বীমা গ্রাহক বৃদ্ধি পেয়েছে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার ফলে এ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।



সারণি-৫: লাইফ এবং নন-লাইফ ইস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের বছরভিত্তিক হিসেবে সচল বীমা গ্রাহকের সময়কালের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

সময়কাল	লাইফ ইন্স্যুরেন্স	নন-লাইফ ইন্সুরেন্স	লাইফ ও নন- লাইফ ইন্সুরেন্স
১৯৭৩-১৯৯০ (১৮ বছর)	১১৮৬২৯	৫০৩২১৪৪	<i>৫</i> ১৫০৭৭৩
১৯৯১-২০০৮	৪৫৯৯৮২৪	৮৯০৭৭৩৯	<mark>১৩</mark> ৫০৭৫৬২
(১৮ বছর)	প্ৰুদ্ধি: ৩৭৭৭.৪৭%	প্রকৃদ্ধি: ৭৭.০ ১ %	প্রবৃদ্ধি: ১৬২.২৪%
২০০৯-২০১৯	১,০৬,০০,০০০	১৩৪২৭৩৯৬	২,৪০,২৭,৩৯৬
(১১ বছর)	প্রবৃদ্ধি: ১ ৩ ০.৪৪%	প্রবৃদ্ধি: -৫০.৭৪%	প্রুদ্ধি: ৭৭.৮৮%

বীমাকারীর বিনিয়োগ ও সম্পদ:

বীমা শিল্পে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার সূচক হচ্ছে বিনিয়োগ খাত। কোম্পানি কোথায় বিনিয়োগ করল এবং বিনিয়োগের রিটার্ন এর হারের ওপর এ খাতের দক্ষতা নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বীমা শিল্পের বিনিয়োগ বছর বছর বৃদ্ধি পায় যা সারণি-৭ এ উপস্থাপিত তথ্য থেকে প্রতিয়মান হয়।

সারণি-৭: ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্সের বিনিয়োগ এর প্রবৃদ্ধির চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(কোটি টাকায়)

বছর	লাইফ ° ইন্স্যুরেন্স	নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স	মোট বিনিয়োগ	প্রবৃদ্ধি (লাইফ) (%)প্রবৃদ্ধি	প্রবৃদ্ধি (নন- লাইফ) (%)	মোট প্ৰবৃদ্ধি (%)
২০০৯	৯৯২০.৩৬	১৩৬৩.৫৮	১১২৮৩.৯৪			
२०১०	১ <mark>৩</mark> ০৪২.০১	२० \$8.७8	\$৫0৫৬.৬৫	98.٤٥	89.96	oo.8o
5077	১৫৬৯৪.৬৮	২৩৮৯.৪৬	\$6.84044	২০.৩৪	3 8.60	২০.১১
२०১२	४८.४००४८	36.06	২১৬২০.১৩	25.52	৯.২৭	১৯.৫৫
२०५७	२२०२১.१७	২৯১৮.৮৯	২৪৯৪০.৬২	30.00	\$2.98	১৫.৩৬
२० ५8	২৪৭৩২.০৯	৩৩২৩.৪৩	২৮০৫৫.৫২	১ २.७১	১৩.৮৬	১২.৪৯
२०५७	২৬৭৩১.৬৯	৩৪৪৪.৮৬	७ ०১१७.৫৫	४.०५	৩.৬৫	৭.৫৬
২০১৬	২৭৭৮৯.৬৪	৩৬২৮.৭৪	৩১৪১৮.৩৯	৩.৯৬	80.3	8.52
२०५१	২৯০৩১.৫৩	४୬. ৫८८	<i>७७२७</i> ১.১১	8.89	১৫.৭৩	¢.99
२०১४	03,083.00	০০.৫খ৫৯	99,090.00	9.06	8২.৬১	33.66
২০১৯	02,503.00	CF\$6.00	Ob, 686.00	৫.৬৩	-2.50	8.20



নিম্নের সারণি ৮ এ বীমা কোম্পানি এবং সাধারণ ও জীবন বীমা কর্পোরেশন এর সম্পদের পরিমাণ বছর ভিত্তিক (২০০৯-২০১৮) বৃদ্ধি পাওয়ার চিত্র উপস্থাপন করা হল।

বছর	লাইফ ইন্সুরেন্স	নন-লাইফ ইন্যুরেন্স	মোট বিনিয়োগ	প্রবৃদ্ধি (লাইফ) (%)প্রবৃদ্ধি	প্রবৃদ্ধি (নন- লাইফ) (%)	মোট প্রবৃদ্ধি (%)
২০০৯	20202.50	8২৩২.১৭	১৭৩৩৩.৯৯			
२०১०	\$6686.6¢	8665.49	২১৩ ০৯.8২	২৭.০৬	30.38	২২.৯৩
2033	२०२৫8.১৯	৫৪৬৪.২৯	২৫৭১৮.৪৮	२১.७१	29.28	২০.৬৯
२०১२	২৩৯৬৬.২২	७ ऽ२ऽ.८०	७००४१.७२	36.00	\$2.00	১৬.৯৯
२०১७	২৭৫৭৪.১৮	9060.85	৩৪৬২৪.৬০	30.00	26.26	36.08
2058	৬০.১৫.০৬	৭৮২৪.৯৬	৩৯২২০.০২	১৩.৮৬	४०.ठठ	30.29
२०১৫	৩৩২৮৭.০৭	৮৫৯৮.৮৩	०४.१४४८८	৬.০৩	৯.৮৯	6.50
२०১७	৪৯.৩৫৫৪৩	৯৪১০.৬০	88808.30	02.3	৯.88	6.05
२०५१	৩৬৭৩২.৯০	১০০০৬.২০	৪৬৭৩৯.১১	8.89	৬.৩৩	৫.২৬
२०५४	98,930.00	٥٥.٥٥ د د د	00.000.00	৫.৩৮	32.56	8.২৫

বীমাশিল্পের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান:

স্বাধীনতার পর সকল বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনে বীমা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী করা হত। বীমা আইন, ১৯৩৮ এর বিধান মোতাবেক বীমা অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী ছিলেন বীমা নিয়ন্ত্রক। দেশের প্রথম বীমা নিয়ন্ত্রক হিসাবে বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের বীমা খাতের উন্নয়নের বিষয়টি অনুধাবন করে বীমা বিশেষজ্ঞ মরহুম সাফাত আহমদ চৌধুরী, একচ্যুয়ারিকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ২০০৮ সালের দিকে বীমা অধিদপ্তরকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়া হয়, যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে রয়েছে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সরকার গঠন করার পর দেশের বীমাখাতকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্কারমূলক কাজ হিসাবে বীমা আইনকে আধুনিকায়ন এবং অধিকতর যুগপোযোগি করার জন্য বীমা আইন, ১৯৩৮ কে রহিত করে বীমা আইন, ২০১০ এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে। বীমা আইন প্রণয়নের পর প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২৬ জানুয়ারি ২০১১ সালে তৎকালীন বীমা অধিদপ্তরকে বিলুপ্ত করে ১ জন চেয়ারম্যান এবং ৪ জন সদস্যদের সমন্বয়ে প্রথম বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করে এবং বীমা বিশেষজ্ঞ জনাব এম. শেফাক আহমেদ, একচ্যুয়ারিকে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেন। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ধারা ১৫ এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক এই কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন হওয়ার পর বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের অংশবিশেষ:

জাতীয় বীমা নীতি -২০১৪ প্রণয়ন: বীমা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় বীমা নীতি-২০১৪ প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণা: ১৯৬০ সালের ১ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলফা ইন্স্যুরেন্স কোস্পানিতে যোগদান করেছিলেন। বীমা পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে স্মরণীয় এবং বীমা সেবাকে জনগণের নিকট আরও পরিচিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর 'জাতীয় দিবস' পালনের নিমিত্ত সম্প্রতি সরকার ১ মার্চকে 'জাতীয় বীমা দিবস' ঘোষণা করেছেন। প্রতি বছর এই দিনে জাতীয় বীমা দিবস পালনের মাধ্যমে বীমা বিষয়ে গ্রাহকের আস্থার সংকট দূর করে দেশের বীমাখাত আরও সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



<mark>বীমা মেলার আয়োজন:</mark> বীমাকে জনগণের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর বীমা মেলার আয়োজন করা হয়।

সার্ক ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরস সম্মেলন আয়োজন : সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বীমা বিষয়ে পাস্পরিক মতবিনিময় এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে ঢাকায় প্রথম সার্ক ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরস সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন: বীমা গ্রাহকের দাবি নিষ্পত্তি করার জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির কার্যক্রমের ফলে বীমাগ্রাহকের দাবি দ্রুত নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বীমাখাতকে পেশাদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষমতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পের বাস্তবায়ন: বীমা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারের ১১৮.৫০ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাংক এর ৫১৩.৫০ কোটি টাকা মোট ৬৩২.০০ কোটি টাকার অর্থায়নে Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে যা উক্ত প্রজেক্টের মাধ্যমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইস্যুরেস একাডেমি, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনকে পেশাদারিত্ব এবং প্রযুক্তিগতভাবে আরও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় আনা হবে। দেশের সকল বীমা প্রতিষ্ঠানকে অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসলে বীমা খাতের উন্নয়নের সাথে সাথে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হবে, ফলশুতিতে বীমা গ্রাহকদের আস্থার সংকট নিরসন হবে এবং বীমা খাতের প্রিমিয়াম আয়সহ সরকারের রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন গুরু হয়েছে ২০১৮ সালে এবং তা শেষ হবে ২০২২ সালে।

বীমাকারীর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: নন-লাইফ ইন্স্যুরেসে ১ আগষ্ট ২০১৯ থেকে ১৫% এর অতিরিক্ত কমিশন প্রদান বন্ধ করা হয়েছে। ৩টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রিমিয়াম কালেকশন তথা প্রিমিয়াম আয়ের হিসাবে স্বচ্ছতা আনয়নে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Internal Control System) নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। উক্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনার ফলে অধিক হারে কমিশন প্রদান বন্ধ হবে পাশাপাশি প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারি রাজস্ব, যেমন- ভ্যাট, ট্যাক্স, স্ট্যাম্প গুল্ক ইত্যাদি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

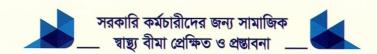
বীমা খাতে Digitization:-বীমা খাতে Digitization এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে Unified Messaging Platform (UMP) নামক State-of-the-art-technology সম্পন্ন একটি প্লাটফর্ম (Platform) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অফিসে স্থাপনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং উক্ত প্লাটফর্মটি স্থাপনের পর লাইফ এবং নন-লাইফ সেক্টরের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করত: নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া বীমা গ্রাহক তার বীমা পলিসির সকল তথ্য সহজেই জানতে পারবেন ফলে বীমা গ্রাহকদের আস্থার সংকট অনেকাংশে নিরসন হবে।

বীমা সেবার পরিধি বৃদ্ধি: বীমা সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী কর্মীদের বীমা পরিকল্প চালু করা হয়েছে। তাছাড়া হাওড় অঞ্চলে শস্য বীমা, সরকারি কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য বীমা, রেলওয়ে যাত্রীদের বীমা, সরকারি ও বেসরকারি মালিকানায় থাকা ভবন সমূহের জন্য বীমা, গবাদিপশুর বীমা এবং স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা বীমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার: বাংলাদেশে বীমাখাত একটি সম্ভাবনাময় খাত। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে এ খাতের অবদান জিডিপিতে অধিক হলেও বাংলাদেশে খুবই কম। বীমা খাতের উন্নয়ন বর্তমান পর্যায়ে (২০০৯-২০১৯) যে পরিমাণে হয়েছে তা অন্য দুটি পর্যায়ের চেয়ে অনেক বেশী। তবে বাংলাদেশের জিডিপি যে হারে বৃদ্ধি পাচেছ তার চেয়ে অধিক হারে এ খাতে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ খাতের উন্নয়ন হলে অর্থনৈতিক ও আর্থিক নিরাপত্তা অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাবে। এ সময়ে ব্যাংকএস্যুরেন্স, স্বাস্থ্য বীমা, প্রবাসী বীমা, কৃষি বীমা, গবাদিপশুর বীমা, সার্বজনীন পেনশন বীমা এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাস ও টেনের যাত্রীর বীমা প্রচলন করা হলে আগামী ৩/৪ বছরে এ খাতের উন্নয়ন হতে বাধ্য। ফলশ্রুতিতে সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বাংলাদেশের বীমা খাত।

- সূত্র: (১) The Bangladesh Insurance Year Book 1974 and 1975;
 - (২) কর্তৃপক্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০-২০১১ এবং ২০১৭-২০১৮) এবং বীমাকারীর দাখিলকৃত তথ্য ।





ড. মোঃ নুরুল আমিনড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ

পটভূমি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) অনুসারে চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। বিগত দশকগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসূচিগত তৎপরতার কারণে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার (MDG) অন্তর্গত সাস্থ্য বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জনে সারাবিশ্বে নন্দিত হয়েছে। কিন্তু চলমান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) মেয়াদের (২০১৬-২০৩০) প্রথম চার বছর অতিক্রান্ত হলেও স্বাস্থ্যবিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতি কাঞ্জিত রূপ লাভ করেনি। এর অন্যতম একটি কারণ হিসাবে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অর্থায়ন মূলতঃ কর নির্ভর। সঙ্গত কারণে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য গুণগত মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা দুরূহ ব্যাপার। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত অর্থের ২৩ শতাংশের যোগান আসে সরকারি উৎস হতে, উন্নয়ন সহযোগী বিদেশী রাষ্ট্র ও সংস্থাসমূহ হতে ৭ শতাংশ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অভ্যন্তরীণ অন্যান্য উৎস হতে ৩ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ৬৭ শতাংশের যোগান আসে সেবা গ্রহণকালে ব্যক্তির নিজস্ব (out of pocket-OOP) ব্যয় থেকে (বিএনএইচএ, ২০১৮)। অর্থাৎ দেশে স্বাস্থ্য সেবা খাতে ব্যয়িত অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ আসে OOP থেকে, যা শুধু বেশী নয় বরং প্রতিবেশী সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং বিগত বছরগুলোতে এ হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ OOP ব্যয়ের কারণে একদিকে জনগণের বিশাল অংশ বিশেষত দরিদ্র শ্রেণি প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপরদিকে প্রতিবছর ১৫ শতাংশ পরিবার স্বাস্থ্য খাতে নিজস্ব ব্যয় নির্বাহ করতে যেয়ে প্রতিকূল স্বাস্থ্য ব্যয়ের বা আর্থিক বিপর্যয়ের (catastrophic health expenditure) সম্মুখীন হচ্ছে, তন্মধ্যে ৩.৪ শতাংশ পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে ঠেলে দিচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার সম্পদ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য খাতে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি করা এবং প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ব্যক্তির OOP ব্যয়হ্রাস ও ২০৩২ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন কৌশলঃ ২০১২-২০৩২ (Health Care Financing Strategy- HCFS: 2012-2032) প্রণয়ন করেছে। স্বাস্থ্য খাতে সম্পদের চাহিদা ও যোগানের মধ্যকার ব্যবধান নিরসনের উপায় বা সম্পদের বিকল্প উৎস হিসেবে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা পৃথিবীজুড়ে একটি কার্যকর ও জনপ্রিয় মডেল হিসেবে বিবেচিত। তাই HCFS এ ব্যক্তির OOP ব্যয়হাস করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি সম্পদের যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা চালুকরণকে প্রধান কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। HCFS দেশের সমগ্র জনগণকে মোট তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে: দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগণ (৪ কোটি ৮০ লক্ষ বা ৩১.৪৮ শতাংশ), আনুষ্ঠানিক খাত (১ কোটি ৮৮ লক্ষ বা ১২.৩৩ শতাংশ) এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে (৮ কোটি সাতার লক্ষ বা ৫৬,১৯ শতাংশ) কর্মরত জনগণ।

দেশের আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত জনগণের একটি উল্লেখযগ্যে অংশ হলো সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় কর্মরত ১৩,৬২,২৯৮ জন সরকারি কর্মচারী (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ২০১৭)। পরিবারের সদস্যদের বিবেচনা নিলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ।

সরকারি কর্মচারীদের উপর পরিচালিত গবেষণা জরিপে দেখা যায় যে, প্রতি বছর ৩১.১৯ শতাংশ কর্মচারীর পরিবার ন্যূনতম একবার অবিভাগীয় (Inpatient Department-IPD) সেবাগ্রহণ করেছে এবং গড়ে এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে ৫২,৫১৯ টাকা। এছাড়া ৮১.৮৩ শতাংশ পরিবার প্রতিমাসে বহ্নিবিভাগীয় (Outpatient Department-OPD) সেবা গ্রহণ করেছে এবং গড়ে এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে ৩,৭২৮ টাকা। এ হিসেবে পোষ্যসহ একজন সরকারি কর্মচারীর চিকিৎসা খাতে বাৎসরিক ব্যয়ের

১. পরিচালক গবেষণা, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

২. অধ্যাপক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।



পরিমাণ ৮৯ হাজার টাকার বেশী। এসকল ক্ষেত্রে ১ম-৯ম শ্রেণির কর্মচারী ১০-২০তম গ্রেডের কর্মচারীর তুলনায় দেড় গুণেরও বেশীঅর্থ ব্যয় করেন (হামিদ ও অন্যান্য, ২০১৫)। চিকিৎসা খাতে ব্যয়িত এ অর্থের পরিমাণ একজন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত চিকিৎসা ভাতার (১৮,০০০ টাকা) তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ। হৃদরোগ ও ক্যান্সারসহ নানা মরণঘাতি রোগের চিকিৎসা ব্যয় এর চেয়েও বহুগুণ বেশী, যা নির্বাহ করতে গিয়ে অনেক পরিবার আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন (catastrophic health expenditure) হয়। এ প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৮ ও ২০১৯ এর প্রস্তাবনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করার দাবীর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষাক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা চালুর বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বীমা) এর নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডসহ সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে একাধিকসভা, সেমিনার ও কর্মশালায় মিলিত হয়। এ ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন স্বাস্ত্য অর্থনীতি ইউনিট এর উদ্যোগে গত ২২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচির রূপরেখার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট এর সাথে যৌথভাবে একটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার ধারণা ঃ আমরা জানি, বীমা হলো এক ধরণের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিকভাবে যা আকস্মিক ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহার করা হয়। বীমা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র অংকের প্রিমিয়াম বা বীমার কিস্তি গ্রহণ করে বীমাগ্রহীতাকে তার আকস্মিক আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলা করতে সাহায্য করে। স্বাস্থ্য বীমা হলো এক ধরণের বীমা, যার মাধ্যমে বীমা গ্রহণকারীর চিকিৎসা ব্যয় সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করা হয়। স্বাস্থ্য খাতের সম্পদের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে স্বাস্থ্য বীমা সম্প্রতিকালে বিকল্প অর্থায়নের অন্যতম একটি উৎস হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance-SHI) হচ্ছে সবার স্বাস্থ্য ঝুঁকি একত্রীকরণের (risk pooling) ভিত্তিতে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন ও সেবা ব্যবস্থাপনার একটা পস্থা বিশেষ। সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা একদিকে জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি একীভূত করে এবং অন্যদিকে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের অংশগ্রহণকেও সমন্বিত করে (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০০৩)। সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- এ ধরনের কর্মসূচি আইন নিয়ন্ত্রিত এবং এখানে সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক
- যোগ্য সদস্যগণ কোনভাবেই এ স্কীমের আওতাবহির্ভূত হবেন না, বা বাদ পড়বেন না;
- সদস্যদের আয়ের উপর ভিত্তি করে বীমার কিস্তি নির্ধারিত হয়।
- সুবিধা প্যাকেজ (benefit package) নির্দিষ্ট ও সীমিত মান অনুযায়ী প্রমিতঃ এবং
- সদস্যদের চাঁদা বা কিস্তি শুধু স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের জন্য পূর্বনির্ধারিত।

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার রূপরেখা কিছু নীতি নির্ধারণী প্রশ্ন ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা চালুর বিষয়ে বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে আগ্রহ পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু একটি কার্যকর ও টেকসই স্বাস্থ্য বীমার রূপরেখা প্রণয়নের প্রাক্কালে কিছু নীতিনির্ধারণী প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন, যেমনঃ (ক) বীমা সুবিধার আওতায় শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারী নাকি তার পরিবারসহ থাকবেন, (খ) অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীগণ এ প্রোগ্রামের আওতায় থাকবেন কি-না, (গ) এ প্রোগ্রামের আওতায় শুধুমাত্র অন্তরোগী (IPD) সেবা না-কি অন্তরোগী এবং বহিঃরোগী (OPD) উভয় সেবা প্রদান করা হবে, (ঘ) সুবিধা প্যাকেজ (Benefit Package) এর মধ্যে সব রোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি-না, (ঙ) প্যাকেজের মধ্যে জীবন বীমার কোন কম্পোনেন্ট থাকবে কি-না, (চ) বেনিফিটের কোন সর্বোচ্চ মাত্রা (ceiling) নির্ধারিত থাকবে কি-না, (ছ) গুধুমাত্র সরকারি হাসপাতাল থেকে না-কি সরকারি ও বেসরকারি <mark>উভয় প্রকারের হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণ করা হবে,</mark> (জ) বিদেশের কোন হাসপাতালকে সেবা প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে কি-না, (ঝ) প্রস্তাবিত সেবার প্রিমিয়াম কত হবে. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সরকারি কর্মচারী হলে উভয়কে প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে কি-না, (ঞ) প্রিমিয়ামের কোন অংশ সরকার পরিশোধ করবে কি-না, (ট) আলোচ্য স্বাস্থ্য বীমা প্রোগ্রামটি সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড/জীবন বীমা কর্পোরেশন/



সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা অন্য কোন বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে, না-কি এটি পরিচালনার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আদলে একটি পৃথক ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে, এবং (ঠ) এ ধরনের প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য আমাদের আইনগত (legal), প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাগত (Public Financial Management-PFM) বিয়ষ কী ধরনের প্রস্তুতি বা পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নীতি নির্ধারণী উপরোক্ত প্রতিটি বিষয়ের সাথে প্রোগ্রামের গ্রহণযোগ্যতা, কার্যকরি এবং টেকসই বা স্থায়িত্বের (sustainability) প্রশ্ন জড়িত। অর্থাৎ প্রতিটি প্রশ্নের রয়েছে একাধিক সম্ভাব্য বিকল্প এবং প্রতিটি বিকল্পের রয়েছে বিপরীতমুখী প্রভাব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সুবিধা প্যাকেজে (Benefit Package) যত বেশী রোগ অন্তর্ভুক্ত করা হবে অথবা বেনিফিটের সর্বোচ্চ মাত্রা (ceiling) যত বেশী হবে, ততই প্যাকেজটি সেবাগ্রহীতার কাছে আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এর জন্য যে বর্ধিত প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে, তা সেবাগ্রহীতাকে ততোধিক নিরুৎসাহিত করবে এবং প্রোগ্রামের টেকসই বা স্থায়িত্বের (sustainability) বিষয়ে ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। অতএব এ ধরণের প্রোগ্রামের রূপরেখা নির্ধারণকালে প্রতিটি বিষয়ে নীতিনির্ধারকগণকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ হতে সর্বোত্তমটি বেছে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকগণ যত বেশী দক্ষতার পরিচয়্ব দিবেন, প্রোগ্রামটি তত বেশী গ্রহণযোগ্য ও টেকসই হবে।

ষান্ত্য বীমার রূপরেখা বিষয়ে কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা ঃ পৃথিবীতে জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য বীমার যাত্রা শুরু হয় ১৮৮৩ সালে জার্মানিতে, যেখানে কারখানার প্রমিকগণের দুর্ঘটনা বা অসুস্থতাজনিত কারণে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার যৌথ অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হয় অসুস্থতাজনিত তহবিল (sick fund)। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সীমিত আকারে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রায় সকল উন্নত দেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Health Coverage- UHC) চালু করা হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন্যে এশিয়ার অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশসমূহ যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, চীন ও থাইল্যান্ডসহ্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে UHC চালু করা হয়। উপরে বর্ণিত নীতি নির্ধারণী প্রশ্নসমূহের বিষয়ে বর্তমানে সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা চালু রয়েছে এরূপ দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারে। নিম্নে এশিয়ার ০৬টি দেশের স্বাস্থ্য বীমার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপিত হলো

দেশের নাম	চালুকৃত প্রোগ্রামের নাম, ধরণ ও চালুর বছর	যারা প্রোগ্রামের সুবিধাভোগী	অর্থায়নের উৎস	ব্যবছাপনা পদ্ধতি
ইন্দোনেশিয়া	PT Askes, সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রোগ্রাম যা ২০১৪ সালে চালু হয়	সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগী কর্মচারী। স্বামী/স্ত্রী এবং সর্বোচ্চ ৪ জন নির্ভরশীল (সপ্তান নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত) বা পিতা-মাতা	সরকারের রাজস্ব এবং কর্মচারীদের বেতনের ৫% (৩% নিয়োগদাতা এবং ২% কর্মচারি)	National Health Insurance Corporation (NHIC- BPJS Kesehatan)
থাইল্যান্ড	Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS), ১৯৮৯ সালে	সরকারি কর্মচারী (পোষ্যসহ) ও পেনশনভোগী কর্মচারী। স্বামী/স্ত্রী, পিতা-মাতা এবং সর্বোচ্চ ৩ জন সম্ভান ২০ বছর বয়স পর্যন্ত পর্যন্ত	সরকারি রাজম্ব	The National Health Security Office (NHSO) অর্থায়ন করে এবং Comptroller General's Department,



প্রশ্নসমূহের বিষয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা এবং অংশীজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শ বিবেচনায় নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিবেচনাধীন সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার প্রধান প্রধান উপাদান (key features) বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলঃ

- (১) সরকারি কর্মচারী এবং তার পরিবারের সদস্যগণ স্বাস্থ্য বীমা সুবিধার আওতায় থাকবেন। সরকারি কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী, ২১ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তান, ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতা সরকারি কর্মচারীর পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। অবসরগ্রহণকারী কর্মচারীগণও পোষ্য সংক্রান্ত উপরোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে এ প্রোগ্রামের আওতায় থাকবেন। কোন সরকারি কর্মচারী পেনশনযোগ্য চাকরিকাল সম্পন্ন করার পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ বীমা সুবিধার আওতাভুক্ত হবেন।
- (২) প্রোগ্রামটি প্রথমে শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে শুরু করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সরকারি কর্মচারীর পরিবারের সদস্যগণকে এ বীমা সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- (৩) সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রোগ্রামটি হবে বাধ্যতামূলক এবং এর প্রিমিয়াম হতে পারে অংশীদারমূলক (contributory), অর্থাৎ সরকার নির্ধারিত প্রিমিয়ামের অংশবিশেষ বহণ করতে পারে।
- (৪) অন্তরোগী বা Inpatient Department (IPD) ও বহিঃরোগী বা Outpatient Department (OPD) উভয় সেবা বীমার আওতাভুক্ত থাকবে। IPD এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত কয়েকটি সেবা ব্যতিত সাধারণত সকল প্রকার চিকিৎসা সেবা বীমার আওতাভুক্ত থাকবে (যেমনঃ ঔষধ, ডাক্তারের ভিজিট, বেড ভাড়া, খাবার প্রভৃতি)। তবে OPD এর ক্ষেত্রে বীমার সুবিধার আওতায় ঔষধ থাকবে না এবং রোগ নির্ণয় (ডায়াগনসিস) এর ক্ষেত্রে কো-পেমেন্ট এর বিধান থাকবে।
- (৫) মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা (Maternity care) যেমনঃ ANC, NVD, C/S, PNC প্রভৃতি বীমা সুবিধার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- (৬) সরকারি কর্মচারীদের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Yearly Health Check-up) এ বীমার আওতায় থাকবে।
- (৭) শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীর জন্য জীবন বীমার কম্পোনেন্ট (component for life insurance) থাকবে, একজন সরকারি কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার জীবন বীমা সুবিধা পাবেন।
- (৮) স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সরকারি চাকুরিজীবী হলে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বীমার জন্য একজন প্রিমিয়াম প্রদান করবেন, তবে জীবন বীমার কম্পোনেন্ট ও বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উভয়কে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম পরিশোধ করতে হবে।
- (৯) বীমা সুবিধার আওতায় IPD চিকিৎসাসেবা হবে Cashless ভিত্তিক, অর্থাৎ নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত চিকিৎসাসেবা গ্রহণকালে কোন সরকারি কর্মচারীকে কোন অর্থ প্রদান করতে হবে না।
- (১০) বীমা সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (বেনিফিট সিলিং) বছরভিত্তিক হবে এবং বছরে IPD ও OPD এর জন্য পৃথক পৃথক বীমা সুবিধার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত থাকবে।
- (১১) তালিকাভুক্ত সরকারি এবং বেসরকারি সকল হাসপাতাল সেবা প্রদানকারী হবে। তবে এক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতাল অগ্রাধিকার পাবে এবং সরকারি হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- (১২) সরকারি সেবা দানকারী হাসপাতলসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেবাদানকারী চিকিৎসক নার্সসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কাঙ্খিত সেবা <mark>নি</mark>শ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি হাসপাতালসমূহকে সেবার বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করা হবে, সে অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান না করে হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ফিলিপাইনের আদলে এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত অর্থের ৬০% <mark>হাসপাতালের খ</mark>রচ মিটানোর জন্য। আর ৪০% ডাক্তার, নার্সসহ সকল কর্মচারীর জন্য প্রণোদনা (ইনসেন্টিভ)



				Ministry of Finance সার্বিক' ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।
ভারত	Central Government Health Scheme (CGHS), ১৯৫৪ সালে শুরু হয়	সরকারি কর্মচারী (পোষ্যসহ) ও পেনশনভোগী কর্মচারী। ছেলে সন্তানের বয়স ২৫ বছর বা উপার্জনকারী হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটে। মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে উপার্জনকারী হওয়া বা বিবাহ হওয়া পর্যন্ত, যেটি আগে ঘটে	কর্মচারী ও কেন্দ্রীয় সরকারের অংশীদারমূলক চাঁদা	Department of Health & Family Welfare প্রোগ্রামটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে
ফিলিপাইন	PhilHealth, ১৯৯৫ সালে শুরু হয়	আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী (পোষ্যসহ)	কর রাজস্ব এবং অংশগ্রহণকারীদের চাঁদা	The Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), এটি কর মুক্ত এবং সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান, যা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত।
দক্ষিণ কোরিয়া	The National Health Insurance (NHI) Program, এটি ১৯৭৭ সালে চালু হয়ে ১৯৭৯ সালে সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষদের অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে সর্বজনীন করা হয়।	যে কোন নাগরিক	অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের বেতনের গড়ে ৫.০৮% প্রদান করে থাকে	National Health Insurance Service (NHIS), এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

কোন দেশের অভিজ্ঞতাগ্রহণের প্রাক্কালে মনে রাখতে হবে সমাজ, সংস্কৃতি, জনমিতিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রতিটি দেশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাই অন্য দেশের সফল কোন নীতি বা মডেল আমাদের দেশে প্রয়োগ করলে সফল হবে এরকম কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং অন্য দেশের কোন নীতি, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ব্যবহারের পূর্বে তা আমাদের দেশের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের উপযোগী (customized) করে নিলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। ৫০ সরকারি কর্মচারীদের সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার প্রধান উপাদান (key features) বিষয়ক উপরে বর্ণিত নীতি নির্ধারণী



হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।

- (১৩) হাসপাতালের জন্য প্রদানকৃত টাকা হতে ঔষধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যয়, হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণজনিত ব্যয় নির্বাহ করা হবে এবং এ ব্যয়ের বিষয়ে বীমা সুবিধা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের তদারকিতে থাকবে।
- (১৪) আপাতত বিদেশের কোন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করলে তা বীমার আওতাভুক্ত হবে না।
- (১৫) সেবা প্রদানকারীকে Diagnosis-Related Group (DRG) ও fee-for-service এর ভিত্তিতে অর্থ প্রদান অর্থ পরিশোধ করা হবে।
- (১৬) প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য সেবার প্রিমিয়াম কি হবে তা একচ্যুয়ারি কর্তৃক স্বাস্থ্য বীমা পলিসি প্রস্তুতের সময় নির্ধারণ করা হবে, তবে সরকার কর্তৃক যে অর্থ প্রতিমাসে চিকিৎসা ভাতা হিসেবে দেয়া হচ্ছে, নির্ধারিত প্রিমিয়ামের পরিমাণ তার বেশী হবে না।
- (১৭) মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য বীমা প্রিমিয়ামের অর্থ কর্তন করা হবে।
- (১৮) সরকার নির্ধারিত প্রিমিয়ামের অংশবিশেষ পরিশোধ করতে পারে, বিশেষত ১১-২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারিদের ক্ষেত্রে সরকার প্রিমিয়ামের অংশবিশেষ ভর্তুকি হিসেবে পরিশোধ করতে পারে।
- (১৯) স্বাস্থ্য বীমা বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে কাজ করবে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এবং সহযোগিতা করবে জীবন বীমা কর্পোরেশন। পরবর্তীতে খুব দ্রুত একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে National Health Security office (NHSO) গড়ে তোলার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর কার্যক্রম পরিচালনা করবে (উল্লেখ্য, বিশ্বের যেসব দেশ স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমে সফল হয়েছে তাদের এ বীমার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে বা প্রয়োজনীয়তার নিরিখে গড়ে তোলা হয়েছে)।
- (২০) স্বাস্থ্য বীমার দাবীসমূহ (claim) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ বা যাচাই করে সেবা প্রদানকারী হাসপাতালকে দ্রুততম সময়ে বিল পরিশোধ করা ও স্বাস্থ্য বীমা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার জন্য NHSO এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান (subsidiary organisation) প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বীমা বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রথমে ছোট পরিধি ও পরিসরে শুরু করা এবং পরবর্তীতে সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর পরিধি ও পরিসর বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

শেষ কথা

সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রম বাস্তবায়ন একটি মহাযজ্ঞ। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আইনগত (legal), প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) ও সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনাগত (Public Financial Management-PFM) অনেক বিষয়ে নানান ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন হবে। এর পাশাপাশি প্রয়োজন হবে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার। এ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি নিবেদিত (dedicated) টিম গঠন করতে হবে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং টিমের প্রতিটি সদস্যকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ (equipped) করে তুলতে হবে। তবে সবার আগে প্রয়োজন সরকারের নীতি-নির্ধারক মহলের সমর্থন বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত (political commitment)। ২০৩০ সালের মধ্যে SDG এর স্বাস্থ্য বিষয়ক লক্ষ্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জন করার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা হতে পারে প্রথম পদক্ষেপ। এ প্রোগামকে কেন্দ্র করে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহ সফলভাবে গঠিত হলে ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক খাত, অনানুষ্ঠানিক খাত ও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য পরিচালিত সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহ এ ছাতার নীচে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।





বীমা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীতে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমির কার্যক্রম



মুহাম্মদ আমজাদ হোসাইন

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও সামগ্রিক উনুয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বীমা শিল্পকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বীমা শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। বীমা শিল্পে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ২৯ নভেম্বর একটি স্বায়ত্ন-শাসিত বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি জাতির পিতার হাতে গড়ে তোলা দেশের একমাত্র জাতীয় বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে একাডেমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়তুশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে বীমা খাত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ন্যস্ত হয় এবং বর্তমানে একাডেমি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। একাডেমি কর্তৃক প্রতি বছর ঢাকাসহ সারা দেশে ৩০/৩২টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। একই সাথে একাডেমি বীমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সম-সাময়িক বিষয়ের উপর প্রতি বছর ৩/৪টি সেমিনার / ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে।

একাডেমির সার্বিক কার্যাবলী নিমুরূপ:

- বীমা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ।
- বীমা বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার/সিস্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন।
- বীমা বিষয়ে ডিপ্রোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা ।
- দেশে-বিদেশে বীমা বিশেষজ্ঞ ও বীমা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন এবং যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন।
- বিদেশী বীমা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত বীমা বিষয়ক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান ।
- বিভিন্ন বিদেশী কোর্স যেমন- ACII (UK) এর বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক সহযোগিতা প্রদান করাসহ কোর্স ম্যাটেরিয়াল সরবরাহসহ কোচিং সুবিধা প্রদান।
- বীমা বিষয়ক পুস্তক/পুস্তিকা/সাময়িকী ও জার্নাল প্রকাশনা।
- বীমার উপর সময়োপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

একাডেমির বার্ষিক প্রশিক্ষণ কোর্স ক্যালেন্ডার দেশের প্রথিতযশা বীমা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রণয়ন করা হয় যা বোর্ড অব গভর্নরস-এর অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বীমা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একাডেমি প্রতি বছর নন-লাইফ বীমা এবং লাইফ বীমা বিষয়ক ২৮/৩০টি কোর্স পরিচালনা করে থাকে। বীমা একাডেমি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বেসরকারী ইনসিওরেস কোম্পানী সমূহ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা সার্ভে কোম্পানী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের <mark>জন্য উপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স প</mark>রিচালনা করে <mark>আ</mark>সছে।

বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি।



একাডমি হতে পেশাগত জ্ঞান অর্জন করে প্রশিক্ষিত জনশক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একাডেমি হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৩১ হাজার প্রশিক্ষণার্থী বীমা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোর্সসমূহ হচ্ছে-ফাউন্ডেশন কোর্স, বেসিক কোর্স, মেরিন ইনসিওরেঙ্গ কোর্স, ফায়ার ইনসিওরেঙ্গ কোর্স, রি-ইনসিওরেঙ্গ কোর্স, লাইফ ইনসিওরেঙ্গ আন্ডাররাইটিং এন্ড ক্রেইমস ম্যানেজমেন্ট, বেসিক কোর্স অন লাইফ ইনসিওরেঙ্গ, লাইফ ইনসিওরেঙ্গ মার্কেটিং কোর্স, বীমা এজেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি। কোর্সসমূহে দেশের প্রথিতযশা বীমাবিদ, পেশাগত ডিগ্রীধারী ও দক্ষ প্রশিক্ষকদের অতিথি বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং একাডেমির নিবিড় তত্বাবধান ও মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ সম্পন্ন করা হয়।

একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা - প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (ডিপ্লোমা):

একাডেমি ১৯৮০ সাল থেকে বীমা বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত ৬০০ জনেরও অধিক শিক্ষার্থী একাডেমি থেকে বীমা বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বীমা বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্সের সিলেবাস চার্টার্ড ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট (CII, UK) এবং মালয়েশিয়ান ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট (MII, Malaysia)-এর সাথে সংগতি রেখে তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপ্লোমা সংক্রান্ত ভর্তি, রেজিষ্টেশন ও ফি জমা প্রদান, কাউন্সিলিং ক্লাশ ও অন্যান্য কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ডিপ্লোমা কোর্সের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বীমা শিক্ষায় শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি লন্ডনস্থ টাইজার এন্ড কোঃ এর ফান্ড হতে শিক্ষা বৃত্তি হিসেবে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

এসিআইআই কোর্স:

যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ চার্টার্ড ইনসিওরেন্স ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত Associate of Chartered Insurance Institute (ACII) এর পরীক্ষা পূর্বে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হতো। একাডেমি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা ও পর্যালোচনাপূর্বক Chartered Insurance Institute, তাঁদের ওভারসিস পরীক্ষা কেন্দ্রটি ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিবর্তে ১০ বছর পূর্বে হতে একাডেমিতে স্থাপন করেছে। ফলে একাডেমির মাধ্যমে এদেশের শিক্ষার্থীরা অতিসহজেই বীমা বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী ACII অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন। বর্তমানে ১৫০জনের অধিক শিক্ষার্থী একাডেমির মাধ্যমে উচ্চতর কোর্সে রেজিষ্টেশন সম্পন্ন করেছেন। ১৯ জন শিক্ষার্থী একাডেমির মাধ্যমে ACII ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা বিভিন্ন বীমা কোম্পানীতে উর্ধ্বতন পদে কর্মরত আছেন।

এ্যাকচুয়ারিয়াল সাইন্স কোর্স:

এ্যাকচুরিয়াল সাইস কোর্সের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও এ্যাকচুয়ারির চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে একাডেমি দেশি-বিদেশী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই বিদেশী প্রশিক্ষণ ইসটিটিউটের সহযোগিতায় একাডেমিতে পুনরায় এ্যাকচুরিয়াল সাইস কোর্সটি চালু করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে এ বিষয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিভিন্ন একাডেমির সঙ্গে বিআইএর কোর্স পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

সেমিনার/কর্মশালা:

একাডেমি প্রতিবছর বীমা বিষয়ক ৪/৫টি সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা করে থাকে। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন ও বিভিন্ন বীমা কোম্পানি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।



বীমা বিশেষজ্ঞগণ এই ধরণের সেমিনার/কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিগত সময়ে একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ছিল:

- Customer Service in Insurance Industry: Bangladesh Perspective and Lesson from Developed Countries.
- Ethical Parameters in Insurance
- Bancassurance
- Emotional and Rational intelligence at work place
- Insurance Awareness and Education (Problem and Prospects)
- Operational Aspects of Islamic Insurance and Reinsurance
- Concept and Application of Total Quality Management
- In depth Risk Surveying
- Application of IT in the Insurance Industry of Bangladesh
- Agency Development and Policy Lapsation
- Ethical practice
- Catastrophic Risk Mitigation through Insurance and Reinsurance.
- Agriculture insurance: Experience in developed Country
- Health Insurance: Perspective Problem & prospects
- Insurance for the Micro-credit
- Sales management: Etiquette and Grooming of Salesman
- Risk Management
- Enterprise Risk Management and Solvency Regulation for Insurance Companies-the context of Bangladesh
- Reforms of the Insurance sector in Bangladesh
- Corporate social responsibilities in insurance
- Management of Health insurance
- **Enterprise Risk Management**
- Money Laundering in insurance sector.
- Transactional Analysis
- How to enhance the image of Insurance Industry
- Protocol formalities & articulation
- Insight of financial underwriting and insights of health insurance.

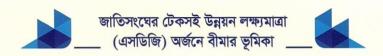


একাডেমির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বীমার ভূমিকা পূর্বের চাইতে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বীমা শিল্পের জন্য অধিকতর দক্ষ পেশাজীবী জনশক্তি সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সম্প্রসারিত চাহিদা মেটানোর জন্য একাডেমি ইতোমধ্যে তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধনসহ একাডেমির ভবনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের কতিপয় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যা নিম্নরূপ:

- বিভিন্ন দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে বীমা বিষয়ক এমবিএ কোর্স চালু করাসহ বীমার উপর নতুন নতুন কোর্স পরিচালনার পরিকল্পনা।
- দেশের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যক এ্যাকচুয়ারি তৈরীর লক্ষ্যে একাডেমি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় / ইস্পটিটিউটের সহযোগিতায় একাডেমিতে পুনরায় এ্যাকচুয়ারিয়াল সাইস্প কোর্স চালু করা।
- একাডেমিতে বীমা বিষয়ক আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার পরিকল্পনা।
- অনলাইন ক্লাশ পরিচালনাসহ অধিক সংখ্যক আইসিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একাডেমিতে বড় পরিসরে ২টি
 কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।
- বর্ধিত চাহিদার সাথে সংগতি রাখার জন্য অধিক সংখ্যক মডার্ন ক্লাস রুম, সেমিনার রুম ইত্যাদি তৈরীর পরিকল্পনা।
- একাডেমির জন্য অচিরেই একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করার পরিকল্পনা।
- একাডেমি ভবনে বীমা, অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর উপর বিপুল সংখ্যক বই এর সমারোহে একটি সর্বাধিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে লাইব্রেরীটিকে ব্যাপকভাবে সংস্কার করার পরিকল্পনা।
- একাডেমির ফ্যাকাল্টিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণের পরিকল্পনা।
- প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা, অধিক সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ তৈরী, আধুনিক অভিটোরিয়ামসহ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একাডেমি ভবনের ৭ম থেকে ১১তম তলা ভবনের নকশা অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন।





এস.এম.ইব্রাহিম হোসাইন, ACII, UK.

ভূমিকা : এসডিজি বা টেকসই উনুয়ন লক্ষ্যমাত্রা যা বৈশ্বিক লক্ষ্য (Global Goal) হিসাবেও পরিচিত, ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ দারিদ্যু দুরীকরণে পৃথিবী নামক গ্রহকে রক্ষা করতে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি উপভোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সার্বজনীন আহ্বান হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। ২০০০-২০১৫ সাল পর্যন্ত MDGs বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে এজেন্ডা গৃহীত হয়েছিল সেগুলোকে প্রতিস্থাপন করেছে বৈশ্বিক টেক্সই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)। এসডিজিতে ১৭ টি লক্ষ্য এবং ১৬৯ টি উদ্দেশ্য রয়েছে, যা সকলের জন্য আরও ভাল এবং আরও টেকসই ভবিষ্যত অর্জনের জন্য "ব্লপ্রিন্ট" হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছে। ২০১৫ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭০/১ রেজুলেশনের মাধ্যমে এই এসডিজি গৃহীত হয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয়। এই ১৭ টি উন্নয়ন অভীষ্ট পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যাতে একটির ইতিবাচক প্রভাবে অন্যগুলো প্রভাবিত হয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন তুরান্বিত হয়। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ১৯৩টি দেশ নিম্নোক্ত ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি হ'ল নিমুরূপ:

- ১. দারিদ্যু অবসান End Poverty)
- ২. ক্ষুধা মুক্তি (End Hunger)
- ৩. সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ (Good Health and Well-being)
- 8. গুণগত শিক্ষা (Quality Education)
- ৫. লিঙ্গ সমতা (Gender Equality)
- ৬. নিরাপদ পানি ও প্য়ঃনিষ্কাশন (Clean Water and Sanitation)
- ৭. সাশ্রয়ী ও দৃষণমুক্ত জ্বালানি (Affordable and Clean Energy)
- ৮. শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Decent Work and Economic Growth)
- ৯. শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো (Industry, Innovation, and Infrastructure)
- ১০. অসমতা হ্রাস (Reducing Inequality)
- ১১. টেকসই নগর ও জনপদ (Sustainable Cities and Communities)
- ১২. পরিমিত ভোগ, টেকসই উৎপাদন (Responsible Consumption and Production)
- ১৩. জলবায়ু কার্যক্রম (Climate Action)
- ১৪. জলজ জীবন (Life below Water)
- ১৫. স্থলজ জীবন (Life on Land)
- ১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান (Peace, Justice, and Strong Institutions)
- ১৭. অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব (Partnerships for the Goals)

প্রধান অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি



বীমা কেবল এসডিজিতে একবার সরাসরি উল্লেখ করা হলেও এটি একাধিক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক। 'বীমা' একবার আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (Financial Inclusion) প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখ (লক্ষ্য ৮.১০) রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, 'দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' (Disaster risk Management) (লক্ষ্য ১১.বি) সম্পর্কিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য বীমা কেবল একবার এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমার ক্ষেত্রে আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় (Financial Risk Protection) একবার 'বীমা' উল্লেখ করা হয়েছে। ঝুঁকি সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে বীমা উল্লেখযোগ্যভাবে এসডিজির অনেক লক্ষ্যকে প্রত্যক্ষ এবং অন্য লক্ষ্যগুলিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে । সতেরোটি এসডিজির মধ্যে ছয়টি অর্জনের জন্য বীমা গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও পাঁচটি এসডিজির সমাপ্তির জন্য পরোক্ষভাবে বীমা গুরুত্বপূর্ণ।

এসডিজিতে প্রাথমিক স্তরের অবদানকারী হিসাবে বীমা:

- ১. দারিদ্যু অবসান (এস ডি জি-১)
- ২. ক্ষুধা মুক্তি (এস ডি জি-২)
- ৩. সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণ (এস ডি জি-৩)
- 8. লিঙ্গ সমতা (এস ডি জি-৫)
- ৫. শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি -৮)
- ৬. জলবায়ু কার্যক্রম (এসডিজি -১৩)

এসডিজির মাধ্যমিক স্তরের অবদানকারী হিসাবে বীমা:

- ১. গুণগত শিক্ষা- (এসডিজি ০৪)
- ২. শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো (এসডিজি ৯)
- ৩. বৈষম্য হ্রাস (এসডিজি ১০)
- ৪. টেকসই নগর ও জনপদ (এসডিজি -১১)
- ৫. অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব (এসডিজি-১৭)

এই প্রবন্ধে আর্থিক খাতের বিকাশের বাইরেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য বীমা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরা হয়েছে। বিবেচিত অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলির মধ্যে রয়েছে: সামাজিক সুরক্ষা; খাদ্য নিরাপত্তা; কৃষি, গ্রামীণ ও নগর উন্নয়ন; লিঙ্গ সমতা এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন; ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই) উন্নয়ন; এবং জলবায়ু পরিবর্তন।

এসডিজি ১: সর্বত্র সকল মানুষের জন্য দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসানঃ (End poverty in all its form everywhere)

SDG এর লক্ষ্য সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি MDG এর ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক ভিত্তি হিসেবে ছিল যা অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। মধ্যম ও নিম্ন আয়ের যারা বীমা নেয়, তারা বিপদে পড়ে বা দারিদ্র্যে নিপতিত হয়, বীমা তাদের দারিদের হাত থেকে রক্ষা করে। যাদের বীমা থাকে না, তারা যখন বিপদে পড়ে প্রায়শই সঞ্চয় ভেঙ্গে ফেলে, আত্মীয়, পরিজনের নিকট হতে ঋণ নেয় বা NGO/ব্যাংক হতে উচ্চ সুদে ঋণ নেয়, ফলে পরিবারের <mark>ভরণ পোষণে মিত</mark>ব্যয়ী হয়, কখনো নামমাত্র মূল্যে সম্পদ বিক্রি করে দেয়। ক্ষুদ্র বীমার মাধ্যমে যখন আর্থিক অর্ন্তভুক্তিমূলক ব্যবস্থা হয়, তখন ক্ষুদ্র ঋণ বীমা, কৃষি বীমার মাধ্যমে গরীব ও মধ্যম আয়ের মানুষদের জন্য নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী হয় এবং দারিদ্য হাস পায়।

স্বল্প <mark>আ</mark>য়ের মানুষের জন্য এক ধরণের বীমা ব্যবস্থার নাম ক্ষ্**দু বীমা। প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা**য় আমাদের দেশে সাধারণত মেয়াদী বীমার অনুরূপ ক্ষুদ্র বীমা চালু রয়েছে যাতে গ্রাহকের মৃত্যুতে বা মেয়াদ শেষে বীমা অংক প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র বীমায় সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে গ্রাহকগণ প্রিমিয়াম দিতে পারে। এই সুবিধার কারণে যারা স্বল্প আয়ের মানুষ, তারা এই বীমা নিতে আগ্রহী হয়।

সম্ভাবনাঃ বর্তমানে ব্যাংকের প্রায় ৫৫ মিলিয়ন গ্রাহক রয়েছে, ব্যাংকাস্যুরেন্স ব্যবস্থা চালু হলে উক্ত গ্রাহকদের মধ্যে যারা বীমা



সুবিধা গ্রহণ করেনি বা বীমা পরিকল্পের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোন বীমা পরিকল্প গ্রহণ করেনি তাদেরকে সহজেই বীমা সুবিধা গ্রহনের জন্য উৎসাহিত করা যাবে। দেশে কর্মরত বড় NGO/MFI যাদের সারা দেশে অফিস রয়েছে, তাদেরকে কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেস দেয়া হলে বীমা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনেক ক্মে যাবে।

করণীয়ঃ 'জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪' এ ৪৯ নং ক্রমিকে গ্রামীণ ও অনুমৃত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেসরকারি বীমা কোম্পানি অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কথা এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পলিসি উদ্ভাবন ও চালু করার কথা বলা হয়েছে। বীমা কোম্পানি ও গ্রাহকদের স্বার্থে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় কর্পোরেট এজেন্ট ব্যবস্থা ও ব্যাংকাস্যুরেঙ্গ ব্যবস্থা চালু করা দরকার। যেমন দেশে কমর্রত বড় NGO/MFI যাদের সারা দেশে অফিস রয়েছে, তাদেরকে কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেঙ্গ দেয়া হলে বীমা কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ব্যয় অনেক কমে যাবে। দেশে ব্যবসারত ব্যাংককে ব্যাংকাস্যুরেঙ্গ লাইসেঙ্গ দেয়া হলে সাধারণ মানুষ যেমন সহজে বীমা ক্রয় করতে পারবে, তেমনি ব্যাংক ও MFI/NGO রা তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনায় বাড়তি কমিশন আয় করতে পারবে। এ জন্য ব্যাংক ও বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের আইনগত বিধান তৈরী করতে হবে এবং ক্ষুদ্রবীমা সংক্রোন্ত একটি গাইড লাইন দরকার।

আর্জন: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশের বীমা ব্যবসায়ের ৭৩.৩৪% জীবন বীমা ক্ষেত্র থেকে আসছে। ২০১৫ সালের তথ্য অনুসারে, জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের কতৃক ইস্যুতে বীমা পলিসির ৪৩.৪৬% হ'ল ক্ষুদ্র বীমা। বর্তমানে প্রায় এক কোটি পয়ষটি লক্ষ জীবন বীমা পলিসি রয়েছে। গত এগারো বছরে সর্বমোট ৪১,৫১৮ কোটি টাকা জীবন বীমা দাবী পরিশোধ করা হয়েছে।

এসডিজি ২: ক্ষ্ধা অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষি প্রসার। (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.)

'ক্ষুধা' উন্নয়নের অন্যতম বড় প্রতিবন্ধকতা। ধারণা করা হয় যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষের স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার নেই (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। বাংলাদেশে মোট ভূমির পরিমাণ ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর যার প্রায় ১৩.৩% বনভূমি, ২০.১% স্থায়ী জলাধার, ৬৬.৬% কৃষিকাজের জন্য ব্যবহার হয়। বাংলাদেশের ৮০% খাদ্যশস্য কৃষি থেকে আসে। এরপরও বিগত ১০ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জি ডি পি এর ০.৫ হতে ১% পর্যন্ত বাৎসরিক খরচ হয়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত দুর্যোগে যে ১০টি দেশ সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হবে, তন্মধ্যে বাংলাদেশ একটি। (UNDP) সুতরাং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেমন বন্যা, সাইক্রোন, খরা ইত্যাদি দুর্যোগে কৃষকের যে ফসল ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্য কৃষি বীমা একটি উৎকৃষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মাধ্যম হতে পারে। বীমা প্রাকৃতিক বড় দুর্যোগে মানুষকে সহায়তা করতে পারে নতুবা স্বল্প আয়ের মানুষ হত দারিদ্রে নিমজ্জিত হবে। যেমন- ২৫ মে ২০০৯ তারিখে ঘূর্ণিঝড় আইলার প্রভাবে ৩২৫ জন নিহত হয় এবং ৫৫২.৬ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়।

শ্রীলংকা ১৯৬১ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯২৯ সালে, চীন ২০০৬ সালে এবং ভারত ২০১৫ সালে কৃষি বীমা শুরু করে। এছাড়া কেনিয়া, ইথিওপিয়া,আর্জেন্টিনা ,মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনে কৃষি বীমা চালু রয়েছে। শ্রীলংকা ২০১৩ সালে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ১% Lavy ধার্য করে তহবিল গঠন করেছে। ভারতে প্রধান মন্ত্রীর কৃষি বীমা যোজনা রয়েছে যেখানে বর্তমানে ৬ কোটি কৃষক এই বীমার আওতায় এসেছে এবং সরকার এতে ৮০% প্রিমিয়াম ভতুর্কি দিচ্ছে। সেখানে পৃথক কৃষিবীমা কোম্পানি আছে। আমেরিকা ও ভিয়েতনামে Private public partnership এ কৃষি বীমা চালু রয়েছে।

অর্জন: ২০১৫ সালে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ Weather index based crop insurance নামে একটি নতুন বীমা প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এ পর্যন্ত ৩ জেলার ৮,৮৭৬ বিঘা জমি এবং ১৫,৮০৩ জন কৃষককে প্রকল্পের আওতায় নেয়া হয়েছে এবং বীমাকৃত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মোট ৫৩,৪৪৬,১৫৪ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক গ্র্প, আইএফসি-র আর্থিক সহায়তায় গ্রীন ডেল্টা ইনসিওরেস কো: কর্তৃক ২০১৬ সাল হতে আরেকটি শস্য বীমা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রীন ডেল্টা ইনসিওরেস কো: এ পর্যন্ত ৬০০০ কৃষককে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছে। শস্য বীমা সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে এবং এসডিজি -২ আরও অর্জন করা যেতে পারে।



করণীয়ঃ যেহেতু আমাদের দেশে শতকরা ৮০% লোক কৃষির উপর নিভর্নশীল সেহেতু অবশ্যই শস্যবীমাকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা মাঝে মাঝে ঝড়, বন্যা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মাজরা পোকার আক্রমনের ফলে ফসলের মারাত্বক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে কৃষকের ব্যাপক ও বিভিন্ন প্রকার আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। এক কথায় কৃষি নির্ভর দেশের কৃষি অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপকভাবে এ বীমার প্রচলন করা উচিত। এই ক্ষতি গুলি থেকে কাটিয়ে উঠার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শস্য বীমা চালু হয়েছে।

এসডিজি ৩: সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ । (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.)

সকল বয়সের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নতুবা উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এবং উদীয়মান অর্থনীতিতে কার্যকর সার্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজ স্কিমের অভাবে, স্বল্প-আয়ের জনগোষ্ঠী তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন ব্যয়ের (Health expenditure) জন্য লড়াই করে। পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে 'স্বাস্থ্যসেবা' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যয় বহুল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশের মানুষের পকেটের ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর ৭% মানুষ চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে গিয়ে দারিদ্য সীমার নীচে নেমে যাচ্ছে। জিডিপির মাত্র ৩.৪% সরকার স্বাস্থ্য খাতে খরচ করে। চিকিৎসা সেবা খাতে যত খরচ হয়, তার ৭২% যায় ব্যক্তির পকেট থেকে, বাকী ২৮% সরকার এনজিও ও দাতা সংস্থা খরচ করে।

সবার আর্থিক সামর্থ্য সমান নয় এবং সবাই সব সময় অসুস্থতার জন্য তৈরি থাকে না। হঠাৎ কখনো কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে যেতে হয় এবং যখন খরচের বিলটা সামর্থের চেয়ে বেশী হয় তখন অনেকেই বিপদে পড়ে যান। কেউ হয়তো ধারদেনা করেন, কেউ সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হন, কেউ হয়তো চড়া সুদে ঋণ নেন, কিংবা নামমাত্র মূল্যে সম্পদ বিক্রি করেন। এদেশের ২৫% মানুষ এ ধরনের অত্যধিক স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাপে পড়েন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)। অর্থ সংকটের কারণে যেন কারো চিকিৎসা ব্যাহত না হয়, এ জন্য অনেক দেশ আগে থেকেই এ ব্যাপারে একটি তহবিল গঠনের ব্যবস্থা প্রচলন করে যা 'স্বাস্থ্য বীমা' ব্যবস্থা।

১৮৮৩ সালে সর্বপ্রথম জার্মানিতে কারখানা শ্রামিকদের জন্য এ ব্যবস্থাটি চালু হয়। এতে শ্রমিকদের বেতন থেকে একটি অংশ এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান থেকে একটি অংশ জমা দিয়ে স্বাস্থ্যবীমা চালু করে। ১৯১১ সালে ইংল্যান্ড, ১৯১২ সালে রাশিয়া, ১৯২৭ সালে জাপান স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থাটি চালু করে। সবার জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু করাও সহজ কোনো কাজ নয়। বিষয়টি খুবই জটিল। তাই অনেকেই বিকল্প চিন্তাও করতে থাকে। অস্ট্রেলিয়া ১৯৪০ সালে প্রথম স্বাস্থ্যবীমার পাশাপাশি। সরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে এবং সাফল্য লাভ করে। বর্তমানে এশিয়ার দেশ সমূহে যেমন-দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, চীন ও থাইল্যান্ডে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা চালু আছে।

বিদ্যমান সমস্যাঃ - বেসরকারি বীমা সংস্থাগুলি বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কভার করে। যেমন হাসপাতালের বেড চার্জ, বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ে অসুস্থতা এবং চিকিৎসা পরিসেবাগুলির একাধিকবার প্রয়োজন হতে পারে।

স্বাস্থ্য বীমা বিস্তারের জন্য বাংলাদেশের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাবে কিছু বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাস্থ্য বীমা চালু করা সত্ত্বেও, বেশি প্রিমিয়াম, পরিসেবা এবং নিমু ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য উপযোগী স্বাস্থ্য বীমা সম্প্রসারণ কর্মসূচীর অভাবে স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ এখনও খুব কম।

অর্জন: বর্তমানে প্রায় ৫,৫০,০০০ ব্যক্তির স্বাস্থ্য বীমা রয়েছে এবং সরকারি উদ্যোগে অদূর ভবিষ্যতে প্রায় ২০,০০,০০০ সরকারি কর্মচারীকে স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচীর মাধ্যমে কভার করা হবে।

কেস স্টাডিঃ স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৫ সাল থেকে জার্মান সরকারের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলার ৩টি থানায় ৮০,০০০ পরিবারে ৫,৫০০০০ জনকে স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়েছে।



এখন পর্যন্ত, সর্বশেষ ৩ বছরে, বীমা প্রতিষ্ঠান টাংগাইলে ২৫০০ বীমা দাবি প্রদান করেছে এবং প্রায় দেড় কোটি টাকা বীমা দাবি হিসাবে প্রদান করা হয়েছে এবং প্রতি পরিবারের জন্য বাৎসরিক ১০০০ টাকা প্রিমিয়াম অর্থাৎ জনপ্রতি গড়ে ২০০-২৫০ টাকা মাত্র। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করা যেতে পারে।

এসডিজি ৫: লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন : (Achieve gender equality and empower all women and girls:)

লিঙ্গভেদ নারী ও পুরুষদের ঝুঁকি রয়েছে। এই পার্থক্যগুলি জৈবিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উভয় কারণ দ্বারা চালিত। গর্ভাবস্থা এবং প্রসবের কারণে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকির পাশাপাশি তাদের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত জৈবিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে। জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ এর ৪৩ নং ক্রমিক অনুযায়ী নারীর স্বাস্থ্য ও জীবন কেন্দ্রিক স্বল্প প্রিমিয়াম ভিত্তিক বীমা পণ্য উদ্ভাবন যেমন নারীর জন্য সঞ্চয় বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, গ্রুপ বীমা ইত্যাদি এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক শর্তাদি (যেমন- গর্ভধারণ ধারা) বিলোপকরণের কথা বলা হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীর জীবন বীমা অবলিখনে ঝুঁকি পরিহার করার জন্য ১ম ও ২য় গর্ভধারণ সন্তান প্রসবজনিত জটিলতায় নারীর মৃত্যু হলে দাবী পরিশোধ করা হয় না। এটা পরিবর্তন হওয়া বাঞ্চনীয়।

এসডিজি ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসংযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অর্গুভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। (Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all)

বীমা সম্পদ রক্ষা করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিনিয়োগের জন্য ঋণ এবং অন্যান্য তহবিল ছাড় করে। বীমা ঝুঁকি স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠানের কাধে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নেয় এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন প্রক্রিয়ার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত বীমার ভূমিকা রয়েছে। এই ঝুঁকি হস্তান্তর প্রক্রিয়া আছে বলেই ব্যবসায়ীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে এবং উৎকণ্ঠাহীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। হঠাৎ দুর্ঘটনাজনিত কারণে আগুন লেগে একটি কারখানা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে. যদি তাই হয় তবে মালিক দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে. কর্মচারীরা বেকার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বীমা প্রতিষ্ঠানে এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ কারখানাটির ক্ষতিপূরণ করে দেয় ফলে কারখানাটি আবার পূর্বের মত উৎপাদনশীল হয়, শ্রমিকেরা চাকুরীতে বহাল হয়। এ ছাড়াও বীমা শিল্প অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অর্থের সংস্থান করে। সে তার অর্জিত আয় ব্যাংক জমা রেখে দেশের পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক চাহিদা সৃষ্টি করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে যার ফলে GDP বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক বাণিজ্য বা আমদানী রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণপত্র বা Letter of credit ev L/C খোলাতে হয় এবং এ জন্য বীমা কভার নিতে হয় কেননা দুই দেশে পণ্যদ্রব্য জাহাজে আনা নেয়া করা সম্ভব হলেও মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে ক্ষতিপুরণের দায়িত্ব বীমা প্রতিষ্ঠানের । সূতরাং বীমার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে বীম Export credit guarantce প্রদান করে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার জন্য পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রিমিয়াম হতে অর্জিত আয় ব্যাংকে জমা রাখে এবং ব্যাংক সেই অর্থ শিল্প কারখানায় বিনিয়োগ করে থাকে।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বীমার ভূমিকা থাকে। যেমন- ধরা যাক, কোন টেক্সটাইল কারখানায় উৎপাদনের জন্য মেশিনারীজ আমদানী করা হবে এবং অতঃপর তা দেশে এনে কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন শুরু করা হবে। এই ক্ষেত্রে কারখানা স্থাপনের পূর্বেই বীমার ভূমিকা শুরু হবে। যেমন-মেশিনারীজ আমদানীর জন্য L/C খুলে তা আনতে হবে। তখন নৌ বীমার প্রয়োজন হবে। এরপর দেশে যন্ত্রপাতি আনার পর শিল্পকারখানা স্থাপন শুরু হবে। তখ<mark>ন Erection Insurance</mark> থাকা প্রয়োজন, যাতে যন্ত্রপাতি স্থাপনকালীন কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। এরপর মেশিনারীজ স্থাপন শেষে কারখানা চালু করার পর কারখানার অগ্নীবীমা, আনুষঙ্গিক ক্ষতি বা লাভ ক্ষতির বীমা (Loss of profit policy), Boiler pressure বীমা, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বীমা, হিসাব বিভাগের কর্মচারীদের জন্য বিশ্বস্ততা বীমা (Cash in safe, Cash on counter, Cash in transit) বীমা থাকা সমীচীন। এ ছাড়া গোডাউনের জন্য Declaration policy



কারখানার গাড়ীর জন্য Motor Policy, কারখানার বিশেষজ্ঞ বা প্রধানতম ব্যক্তির জন্য Keyman Insurance, গ্রুপ বীমা কিংবা শিল্পকারখানার জন্য Industrial All Risk Policy নেয়া যেতে পারে। এভাবে দেখা যায়, উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির জন্য আবার বীমা প্রয়োজন, অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বীমার ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, বীমা শিল্প ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অর্জনঃ গত এগার বছরে নৌ-বীমা, মোটর, অগ্নি, বিমান বীমা, সম্পত্তি ও বিবিধ বীমা সম্পত্তি বীমার জন্য বীমাগ্রাহকদের এখনও পর্যন্ত ৫০,৫৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। বীমা শিল্পে ৪, ৬৫, ৪৭৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

এসডিজি ১৩: জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাবগুলি মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ । (Take urgent action to combat climate change and its impacts)

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভবিষ্যতে আরও ঘন ঘন ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষার জন্য গত ৪০ বছরে ১০ বিলিয়ন এর বেশী টাকা খরচ করেছে। জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ এর ৪৪ নং ক্রমিক অনুযায়ী বৃহৎ ঝুঁকি (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকস্প) মোকাবেলায় দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'রিস্ক পুল' গঠনের লক্ষ্যে উপযুক্ত বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও সকল বীমাকারীর সাথে সমন্বয় করে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য এবং বিশেষ করে মৎস্যজীবী ও দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র গোষ্ঠি বীমার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে যে ক্ষেত্রে বীমা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে যেমন SDG-08(গুণগত শিক্ষা), এসডিজি ০৯ (শিল্প, উদ্ভাবন এবং অবকাঠামো), এসডিজি ১০ (অসমতা হাস), এসডিজি ১১ (টেকসই নগর ও জনপদ) এবং এসডিজি ১৭ (অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব) ইত্যাদি ক্ষেত্রে শিক্ষা বীমা, সম্পত্তি বীমা, ক্ষুদ্র বীমা ও ব্যাংকাস্যুরেন্স ও কর্পোরেট এজেন্ট ও বীমা তহবিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে উক্ত SDG সমূহ পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

এসডিজিতে বীমার অবদান বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ:

- জনবীমা (Peoples Personal Accident Policy) পলিসির বিস্তার বাড়াতে প্রচারণা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে, শ্রমিক, রিকশা চালক ইত্যাদি স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য খুব কম প্রিমিয়ামে দুর্ঘটনা বীমা করা যেতে পারে । যেমন সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে মাত্র ৬৯ টাকা প্রিমিয়ামে ১,০০,০০০-(এক লক্ষ) টাকা বীমা অংক প্রদান করা হয়ে থাকে।
- জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ অনুসারে সরকারি সম্পত্তির বীমা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। যেমন সমস্ত জেলা, উপজেলা প্রশাসন অফিস, আদালত-ভবন, বৃহৎ কাঠামোর জন্য বীমা সরকার কর্তৃক গৃহীত হতে পারে।
- বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ জাহাজ/লঞ্চ/স্টিমারদের বীমা নেই। এগুলি নিবন্ধনের সময় বীমার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারে।
- অন্যান্য দেশের ন্যায় Third Party Administrator (TPA) সিস্টেমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বীমা চালু করা যেতে পারে।
- আগুন এবং ভূমিকম্প ঝুঁকি কভার সহ নতুন বীমা পণ্য তৈরি করতে হবে যা সমস্ত বিভাগীয় এবং জেলা শহরের ফ্ল্যাট আবাসনগুলির জন্য স্বল্প প্রিমিয়ামে প্রবর্তন করা যেতে পারে।



- রেল যাত্রীদের বীমা চালু করা যেতে পারে।
- মহিলা গ্রাহকের কাছে নারীদের মাধ্যমে বীমা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতায়ন করতে পারে এবং এসডিজি-০৫ অর্জন করা সহজ হবে।
- সকলের বিশেষ করে নিমু আয়ের মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বীমা পণ্য উদ্ভাবন যেমন মাইক্রো হেলথ, মাইক্রো ইন্সুরেন্স পেনশন, শস্য বীমা ইত্যাদি।
- শস্য বীমার ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে যেমনটি অন্যান্য দেশে আছে।
- কার্যকর আইন, বিধিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে (ব্যাংকাস্যুরেন্স, কর্পোরেট এজেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে)
- দাবি প্রক্রিয়াটি সহজ করা যেতে পারে। যেমন- বীমা আইনে ৯০ দিনের মধ্যে দাবী পরিশোধের কথা বলা আছে যা কমিয়ে করা যেতে পারে।
- সকল অংশীজনকে নিয়ে বীমা সচেতনতা / গ্রাহক শিক্ষা প্রোগ্রামকে জোর দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে NGO/MFI দের সাথে অংশীদারিত্ব/কর্পোরেট এজেন্সী ব্যবস্থাপনায় এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রমে বীমার অর্গুভূক্তি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- গাড়ীর দায় বীমা বাধ্যতামূলক হলেও দেশে সাড়ে ৩ মিলিয়ন গাড়ির মধ্যে মাত্র ১.৫ মিলিয়ন গাড়ি বীমা রয়েছে। এটি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যাতে সকলেই বাধ্যতামূলক বীমাটি নিশ্চিত করে।

উপসংহার: যদি আমাদের দেশে মধ্যম ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ক্ষুদ্র বীমা ঋণ, অসুস্থ্যতা মৃত্যু ঝুঁকি সহ চালু করা যায় তবে বীমা গ্রাহকদের অকস্মাৎ মৃত্যুতে ঋণের দায় পরিশোধ, দুর্ঘটনায় পঙ্গু হলে চিকিৎসার ব্যয় প্রদান, পরিবারের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে ফলে এই বীমা পলিসি দরিদ্র দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারবে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র বীমার জন্য যদি কর্পোরেট এজেন্ট, ব্যাংকএ্যাসুরেন্স চালু করা যায়, তা হলে NGO/MFI ব্যাংকের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বীমার আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং NGO/MFI ব্যাংক সহ বীমা কোম্পানিও লাভবান হবে। প্রচলিত স্বাস্থ্য বীমার বাহিরে যদি কম প্রিমিয়ামে জীবন বীমা কোম্পানি সমূহের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যবীমা চালু করা যায় তাহলে দারিদ্র দূরীকরণসহ স্বাস্থ্য সেবা সারাদেশে বিস্তৃত হবে। কৃষি বীমার মাধ্যমে দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণের জন্য বন্ধকী ব্যবস্থা তৈরি হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল হানির পরও কৃষকরা সর্বশান্ত হবে না। এছাড়া শিক্ষা বীমা, গ্রুপ বীমা, সম্পত্তি বীমা ও বিবিধ বীমার পরিধি বৃদ্ধির জন্য সরকারি সম্পত্তির বীমা এবং জাতীয় বীমা নীতি ২০১৪ এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা গেলে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বীমার ভূমিকা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

তথ্য সূত্ৰঃ

- Inclusive Insurance and the Sustainable Development Goals-giz
- অধ্যাপক ডা: প্রাণ গোপাল দত্ত, বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৭.০১.২০২০
- ডা: ছায়েদুল হক দৈনিক আমাদের সময়, ২৩.১.২০২০
- সৈয়দ ইউসুফ সাদ্দাত, সিনিয়র রিসার্চ এসোসিয়েট, সিপিডি
- ড. মোঃ নুরুল আমীন ও ড. সৈদয় আব্দুল হামিদ, সরকারী কর্মচারীদের জন্য সামাজিক স্বাস্থ্য বীমাঃ প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা ।
- বার্ষিক প্রতিবেদন, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।





এ কে এম মনিরুল হক

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আর এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান। ১৭ই মার্চ ২০২০ সালে আমরা এই মহান নেতার শততম জন্মবার্ষিকী পালন করা হবে তাই জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি স্মরণ করছি জাতির পিতাকে যার জন্য পেয়েছি স্বাধীনতা. মানচিত্র আর লাল সবুজের পতাকা। লেখার প্রারম্ভে সেই মহান নেতার আত্মার মাগফেরাত কমনা করছি।

দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে, পিছিয়ে নেই বীমা শিল্পও। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, স্বাধীনতার পর বহু বছর বীমা শিল্প ছিল অবহেলিত, বলতে গেলে উন্নয়নের কোন ছোঁয়াই লাগেনি। সেই ১৯৩৮ সালের বীমা আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল এই শিল্প। দীর্ঘ সময় বীমা খাত অবহেলিত থাকার কারণে দেশের অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধিতে এর অবদান ছিল খুবই কম। তদুপরি নানান অনিয়মের কারণে বীমা শিল্প তার নিজস্ব সম্মান আর ঐতিহ্য যখন প্রায় হারাতে বসেছিল, ঠিক সেই সময় বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বীমা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০' ও 'বীমা আইন, ২০১০' প্রণয়ন, ২০১৪ সালে জাতীয় বীমা নীতি প্রণয়ন এবং ২০২০ সালের ১লা মার্চকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বীমা দিবস উদযাপিত হবার ফলে বীমা গ্রাহক আর গ্রহীতার মাঝে আস্থা সংকট দূর হবে, যা বীমা শিল্পকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। ২০১১ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) গঠিত হয়। বীমা শিল্প পূর্বে ছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে যা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু আলফা ইন্যুরেন্স কোস্পানিতে যোগদান করেছিলেন, যা কিনা এই শিল্পের জন্য একটি গর্বের জায়গা। তাই ১লা মার্চ দিনটিকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করায় বঙ্গবন্ধর বীমা শিল্পের সাথে জডিত থাকার বিষয়টি ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

এছাড়াও বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানে 'বীমা মেলার' আয়োজন করা হচ্ছে। যাতে স্বতঃফূর্ত ভাবে সাধারণ জনগণ অংশ গ্রহণ করছেন। ফলে বীমা সম্পর্কে মানুষের যে নেতিবাচক মনভাব ছিল তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বীমা খাতের উন্নয়ণের জন্য সরকারের ১১৮.৫০ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাংক এর ৫১৩.৫০ কোটি টাকা মোট ৬৩২.০০ কোটি টাকার অর্থায়নে Bangladesh Insurance Sector Development Project (BISDP) প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

বর্তমানে দেশে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ৩৩টি এবং নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স ৪৬টি সর্বমোট ৭৯টি বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দুই খাত মিলিয়ে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৪৬টি। আর এসব খাতে প্রায় ৫ লক্ষের অধিক লোকের কর্মসংস্থান যা দেশের গার্মেন্টস খাতের পর দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান খাত।

বঙ্গবন্ধু আমাদের দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আর তাঁরই সুযোগ্য কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের বছরে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উপহার দিবেন। আর এই লক্ষ্যে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এবং যার সুবিধা ইতিমধ্যে জনগণ উপভোগ করছে। অন-লাইন ব্যবস্থা চালু হবার কারনে এখন কেউ আর ব্যাংকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন না, অন-লাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় বসেই প্রয়োজনীয় লেনদেন করা যায় অনায়াসে। নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই আপনি

চেয়ারম্যান, নিটল ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ



অন-লাইনে পাচ্ছেন হাতের স্মার্ট ফোনের মাধ্যমেই। সরকারের একার পক্ষে কোন শিল্পকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব না আর এটা আশা করাও বোকামী। তাই এক্ষেত্রে বীমা কোম্পানীগুলিকেই এগিয়ে আসতে হবে। যেহেতু বীমা একটি সেবামুলক ব্যবসা তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বীমা সেবা প্রদান করতে হবে।

বিষয়টি সহজভাবে বুঝবার জন্য উদাহরণ দিচ্ছি। "মটর বীমা", যা প্রতিটি গাড়ীর জন্য প্রযোজ্য। গাড়ি রাস্তায় নামাতে হলে অবশ্যই নুন্যতম এ্যাক্ট লাইবিলিটি বা তৃতীয়পক্ষ ঝুঁকি মটর বীমা করাতে হয়, যার প্রিমিয়ামের পরিমাণও যতসামান্য। অথচ ব্যস্ততার কারণে বীমা কোম্পানিতে গিয়ে বসে থেকে একটি মটর বীমা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা অনেক সময় অনেকেরই পক্ষেই সম্ভবপর হয়ে উঠে না। এখানে প্রিমিয়ামের টাকাটা মূখ্য নয়, কিংবা বীমা গ্রাহকের সচেতনতার অভাব তাও না, সমস্যাটা হচ্ছে সময়ের। অথচ খুব সহজেই ঘরে বসে দ্রুততম সময়ে অন-লাইনের মাধ্যমে বীমা সেবাটি পাওয়া যায়। এর অন্যতম উদাহরণ নিটল ইস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড যারা ইতোমধ্যে অন-লাইনে মটর বীমা প্রদান করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে বিশেষ করে আজকের তরুন সমাজের মাঝে যারা ডিজিটাল জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই অন-লাইনের ব্যবস্থা মাধ্যমে অনায়াসে একজন গ্রাহক তার নিজের বীমাটি নিজেই করে নিতে পারেন। শুধু তাই নয়, এর প্রিমিয়ামটিও খব সহজেই ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড কিংবা অন-লাইন ব্যাংকিং কিংবা বিকাশ, রকেটের মত মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে প্রদান করতে পারেন। এই অন-লাইনের মাধ্যমে প্রিমিয়াম প্রদানের কারণে লেনদেনেও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে গত ৩০শে মে ২০১৯ সালে 'নিরাপদ' নামে একটি নতুন বীমা পলিসি চালু হয়েছে যা কিনা দেশের একমাত্র ডিজিটাল কম্প্রিহেনসিভ প্রাইভেট কার ইস্ক্যুরেস। এই বীমাটিও খুব সহজে অন-লাইনের মাধ্যমে একজন গ্রাহক নিজেই তার বীমাটি করে নিতে পারেন। এই নিরাপদ মটর বীমাতে প্রচলিত পলিসির মত গাড়ীর ক্ষতিপুরণ তো দিবেই পাশাপাশি বিনামূল্যে মটর ট্র্যাকিং ডিভাইজ দিবে যার ফলে একজন গ্রহক ঘরে বসেই তার গাড়ীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। গাড়িটি দুর্ঘটনায় কবলিত হলে তার স্থানটি চিহ্নিত করা যাবে, এমনকি গাড়ীটি চুরি হয়ে গেলেও গাড়ীটির ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রচলিত বীমায় একজন যাত্রী কিংবা ড্রাইভার মারা গেলে ২০,০০০/-টাকা প্রদান করা হয় যা কিনা সময়ের তুলনায় অপ্রতুল পক্ষান্তরে নিরাপদ মটর বীমাতে একজন মানুষ মারা গেলে সর্বোচ্চ ৫.০০.০০০/- টাকা প্রদান করা হবে (যদিও জীবন অমূল্য)। নিরাপদ বীমার প্রিমিয়াম EMI এর মাধ্যমে প্রদান করার সুযোগ রয়েছে যা দেশের বীমা শিল্পে এটিই প্রথম।

বীমা শিল্পের উন্নয়নকল্পে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকেও তাদের কার্যকলাপ ডিজিটাল করা শুরু করছেন। এই ডিজিটালাইজেশনের কারণে বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনেকাংশ ফিরে এসেছে। শুধু তাই নয়, অনিয়ম, আর্থিক বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে, বীমাখাতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা খুবই সহজেই প্রদান করতে পারছে। এর পাশাপাশি যদি আইডিআরএ সকল বীমা কোম্পানীগুলোর সাথে একটি সেট্রাল সার্ভার স্থাপন করতে পারে, তবে বীমা কোম্পানীগুলির মনিটরিংয়ের কার্যক্রমে গতি ও স্বচ্ছতা আরো অনেক গুণে বেড়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখ্য যে, বীমা পলিসিগুলো সম্পূর্ন ভাবে ডিজিটালাইজেশন করবার জন্য e-stamp আর e-signature এখন সময়ের দাবী। এই বিষয়টি দ্রুত সমাধানের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

অনলাইন বীমা সেবাকে পৌঁছিয়ে দিতে হবে মানুষের দোরগোড়ায়। মানুষের কাছে যখন বীমা সেবা সহজলভ্য হবে. এর প্রয়োজনীতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে, তবেই বীমার প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পাবে, বাড়বে সচেতনতা আর লাভবান হবে বীমা শিল্প আর দেশের অর্থনীতি।





বীমা শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব



আদিবা রহমান, এসিআইআই (ইউ.কে)

বাংলাদেশের বিপুল জনশক্তিকে বীমাখাতে সম্পুক্ত করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধি, দ্রুতনগরায়ণ এবং দেশের জনসংখ্যায় বিপুল সংখ্যক যুব জনগোষ্ঠী থাকা- এ সব কিছুই জীবন বীমাখাতকে একটি আকর্ষণীয় বাজারে পরিণত করেছে । জীবন বীমা তথা সমগ্র বীমা শিল্পই গ্লোবাল পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে এবং প্রবৃদ্ধির চাহিদা নিয়ে কিছু সেরা ব্যবসায়ের সাথে প্রতিযোগিতা করছে।

বীমা হলো এমন এক ধরনের চুক্তি যেখানে কোন বীমা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত হারে প্রিমিয়াম গ্রহণের বিনিময়ে কয়েকটি অদৃষ্টপূর্ব কারণে বীমাকৃত বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে তা বীমাকারী ব্যক্তিকে পূরণ করে দিতে সম্মত থাকে। মূলত এই শিল্পটিতে কার্যকর বিতরণ ব্যবস্থা, গ্রাহক পছন্দ অনুযায়ী নমনীয় পণ্য, দক্ষ গ্রাহক সেবা ও দ্রুত দাবি পরিশোধের জায়গাণ্ডলোতে নতুনত্ব আনা দরকার। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে ব্যাংক, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অনলাইন সেবা ইত্যাদি নতুন ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির বিতরণ ব্যবস্থার সমর্থন দরকার, যা দ্বারা গভীরভাবে বাজারে অনুপ্রবেশ সহজ হবে এবং পরিচালনা ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

লাইফ ইস্যুরেস দীর্ঘমেয়াদী মূলধনকে সংহত করে টেকসই উন্নয়নে সহায়তা করে, যা প্রশস্ত স্তরের অবকাঠামোগত বিকাশ এবং আরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির দিকে পরিচালিত হয়। জীবন বীমা শিল্প বর্তমানে প্রায় ২৩,৫৩০ পূর্ণ-কালীন কর্মচারী এবং আরও ৬০০,০০০ সহযোগী নিয়োগ করেছে যারা গ্রাহকদের দ্বারে দ্বারে পরিসেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করছে।

বাংলাদেশে বীমা খাতের অতীত ও বর্তমান:

বাংলাদেশে বীমাখাতের একটি ইতিহাস আছে। প্রায় ১০০ বছরেরও আগে ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতে কয়েকটি বীমা কোম্পানি জীবন বীমা ও সাধারণ বীমা উভয় ধরনের ব্যবসার শুরু করেছিল। ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তান বীমা শিল্পে ভাল ব্যবসা করছিল। এ সময় মূলত সর্বমোট ৪৯টি জীবন ও সাধারণ বীমা কোম্পানি ব্যবসা পরিচালনা করত।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ৯৫ দ্বারা বীমা শিল্পকে জাতীয়করণ করে। এই আদেশ বাংলাদেশ বীমা (জাতীয়করণ) আদেশ ১৯৭২ হিসেবে বেশি পরিচিত।

বাংলাদেশে বর্তমানে বীমা কোম্পানির সংখ্যা (২০১৯)				
	সাধারণ বীমা	জীবন বীমা	মোট সংখ্যা	
সরকারি	٥	۵	N	
বেসরকারি	80	೨೦	96	
বিদেশী	0	2 *	2	
সর্বমোট	8৬	೨೨	৭৯	

^{*} একটি কোম্পানি দেশী ও বিদেশি যৌথ মালিকানায় বাংলাদেশে নিবন্ধিত।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিঃ



আন্থার সংকট নিরসনের প্রয়াস:

আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, গ্রাহক এই ব্যবসায়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং নতুনত্বের ক্ষেত্রেও আমাদের সকল প্রচেষ্টাই হতে হবে গ্রাহকের জন্য, যা হবে গ্রাহকের জন্য আরও ভাল সমাধান, বর্ধিত সুবিধা সম্পন্ন এবং বিশ্ব-মানের পরিসেবা সম্পন্ন। বিদেশে বীমার টাকা গ্রাহককে সাথে সাথে দিয়ে দেওয়া হয়। বিদেশের মতো আমাদের দেশেও দাবীর সাথে সাথে গ্রাহকের টাকা প্রদানের মাধ্যমে আস্থার জায়গাটা আরো সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। আমরা আশা করতে পারি বীমা শিল্প নিকট ভবিষ্যতে আরো বেশী মহৎ পেশা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত হবে। নিম্মের পদক্ষেপসমুহ এই গ্রাহক আস্থা অর্জনেরই কিছু প্রয়াস।

বীমা খাতে দাবি পরিশোধের বর্তমান হার:

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত তথ্য মতে অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে দেশের জীবন বীমা খাতে ৯০.০৫ শতাংশ, সাধারণ বীমাখাতে ৩৮.০৮ শতাংশ এবং সমিলিতভাবে ৭৩.৯৬ শতাংশ দাবি পরিশোধ করা হয়েছে, যা কিনা বিগত বছরগুলোর থেকে বেশী।

বীমা মেলা:

আস্থার সংকট দূরিকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সাল থেকে বীমা মেলার আয়োজন করে আসছে। এ বছর ২৪-২৫ জানুয়ারী দু'দিন ব্যাপি বীমা মেলা ২০১৯ উদযাপিত হয়েছে খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে।

বীমা দিবসঃ

এবারই প্রথম 'জাতীয় বীমা দিবস' উদযাপিত হচেছ ১ মার্চ যা বীমা শিল্পকে জনগনের আরো কাছে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

জীবন বীমা খাতে ডিজিটালাইজেশন:

ডিজিটালাই<mark>জেশন বিভিন্ন</mark> শিল্প এবং আর্থিক পরিসেবাগুলিতে আমুল পরিবর্তন এনেছে এবং বিশ্বজুড়ে ব্যবসা পরিচালনার পথে নাটকীয় রূপান্তর এনেছে। মিনিটের মধ্যে দাবী বা ঋণ অনুমোদন এবং ৩০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যেই বীমা পলিসি বা এ সংক্রান্ত তথ্য ই-মেইলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রেরণ এ ধরনের কিছু বৈপ্লবিক সেবাসমূহ এখন উপ-মহাদেশেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলোর মূল লক্ষ্যই হলো দ্রুত সার্ভিসিং-এর মাধ্যমে গ্রাহকদের উপকৃত করা। ডিজিটাল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে জীবন বীমা শিল্প যেমন ঝুঁকি-মূল্যায়ন, নৈতিক ঝুঁকি হাস, দাবির তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে প্রচুর উপকৃত হতে পারে, তেমনি আবার সর্বদা সকল অংশীদারদেরকে ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সক্ষম হবে।

বীমা খাতের জন্য বিশেষভাবে বিবেচিত বিষয়:

এই শিল্পকে বাজার ধরে রাখতে হলে বিশাল জনগোষ্ঠীর তরুণ প্রতিভাকে বীমা ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার গড়তে আকৃষ্ট করতে হবে। সমগ্র শিল্প, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সরকারের যৌথ শিক্ষামূলক ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ভোক্তাদের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস তৈরির মাধ্যমে এই শিল্পের বাজার আরো বিকশিত করা সম্ভব।

দারিদ্যের হার দ্রুত হ্রাস এবং ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের সাথে সাথে দেশীয় খাতে এখন এক ধরনের অভ্যুত্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার সাথে ক্রমবর্ধমান যুবসমাজের বড় বড় স্বপ্ন এবং আকাঙ্খাগুলো একীভূত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজে "শুধুমাত্র টিকে থাকার" গভি পেরিয়ে "সমৃদ্ধশালী থাকার" প্রচেষ্টার দিকে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে বীমার মতো সংগঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ সরঞ্জামের সমর্থন প্রয়োজন।

বিশ্বায়<mark>নে</mark>র যুগে প্রচলিত পণ্যগুলির পরিবর্তে উদ্ভাবনী পণ্যগুলির দিকে মনোনিবেশ করার সময় এসেছে। এই পুরাতন কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক এই খাতের প্রতি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার মূল উপাদান হলো এই খাতের নমনীয়তা, পছন্দ এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নির্ধারণ ।



দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে ব্যবসায়িক মডেলগুলি আগের তুলনায় আরও দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে। লাইফ ইপ্যুরেস শিল্পকে আরও নিবিড়ভাবে বাজারে অনুপ্রবেশের জন্য, বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য এবং দ্রুত বিকাশের জন্য এই শিল্প অংশীদারি বিতরণ ব্যবস্থা এবং ব্যাংকএ্যাসোরেস এর মতো নতুন বিপণন বিতরণ চ্যানেলের উত্থানের প্রয়োজনীতা অনুভব করে ।

জীবন বীমাখাতে ডেল্টা লাইফের অবদান:

ডেল্টা লাইফ তার সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, জীবন বীমা পলিসিতে বিনিয়োগ আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি একটি চমৎকার লাভজনক সঞ্চয় পরিকল্পনাও বটে। এ লক্ষ্যে একক বীমা বিভাগে রয়েছে নানা বৈচিত্রপূর্ণ ও গ্রাহক বান্ধব পরিকল্পসমূহ-যা থেকে নানা পেশা ও স্তরের মানুষ সহজেই বেছে নিতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যটি। আর তাই জীবন বীমা শিল্পে পলিসি সংখ্যায় ডেল্টা লাইফের রয়েছে প্রায় ২০% মার্কেট শেয়ার।

ডেল্টা লাইফ বাংলাদেশের বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানিকভাবে বীমা সুবিধা প্রদান করছে। অনেক বড় সরকারি মালিকানাধীন সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলিসহ প্রায় ৫০০ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদান করে আসছে ডেল্টা লাইফ। প্রাথমিকভাবে, দুটি পণ্য এ ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা হলো গ্রুপ জীবন বীমা এবং নিজের ও পরিবারের জন্য গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা। এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা উৎসাহব্যঞ্জক এবং আমরা নিয়োগকর্তাদের জন্য সুবিধাজনক আরও নতুন ও বিকল্প পণ্যগুলি বিকশিত করছি, যা তারা তাদের কর্মীদের আরও আকৃষ্ট করার জন্য তথা তাদের সম্ভৃষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে, এই বিভাগে আমাদের ১০% এরও বেশি মার্কেট শেয়ার রয়েছে।

১৯৮৮ সালে, ডেল্টা লাইফ ইস্যুরেন্স কোম্পানি ঘরে ঘরে বীমা সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার এবং পারিবারিক আর্থিক সুরক্ষা ও স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে সহায়তা করার প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে দেশে ক্ষুদ্র বীমা চালু করেছিল। সেই থেকে আজ অবধি ক্ষুদ্র বীমা কর্মীরা প্রতি মাসে ক্ষুদ্র ক্রমিয়াম সংগ্রহ করে ১০ বা ১৫ বছরের জন্য পরিবারগুলোকে সঞ্চয়ে সহায়তা করে যাছে। "গণ-গ্রামীণ বীমা", নামে বহুল জনপ্রিয় এ বিভাগ কোম্পানির মোট প্রিমিয়ামে প্রায় ৪০% অবদান রাখছে। ডেল্টা লাইফের ক্ষুদ্র বীমা কার্যক্রম দেশে-বিদেশে বহুল আলোচিত ও নন্দিত।

বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। এ দেশের জনসংখ্যার বেশী অংশই যুবসমাজ, আর তাই এই বিশাল যুব জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে, তাদের জন্য বিশাল কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টির মাধ্যমে এই প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখার বিশাল সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে এবং এই প্রবৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে জীবন বীমা শিল্প ।

তথ্য সূত্র:

- 5. http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%AE%E0%A6%BE)
- ₹. https://insurancenews.com.bd/report/177/history-of-insurance-in-bangladesh/)





মোঃ হেমায়েত উল্যাহ

নিরাপতাহীনতা ও ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকার আকাঙ্খা মানুষের চিরন্তন। চিরন্তন এই অভিপ্রায় থেকেই উদ্ভব হয় বীমার ধারণারৎ। বীমার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সম্পদের ঝুঁকি ভাগ করে নেয়া হয় সক্ষম কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। এতে একদিকে যেমন বীমাগ্রাহক তার প্রয়োজন মুহূর্তে সহায়তা প্রাপ্ত হয় তেমনি বীমা প্রতিষ্ঠানও প্রিমিয়ামের টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হয়। দ্বিপক্ষীয় বোঝাপড়ার মাধ্যমে লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে বলেই মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বীমাকে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার অবিচেছদ্য এক অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে আসছে।

ঝুঁকি বন্টনের প্রথম উদাহরণ পাওয়া যায় চৈনিক সভ্যতায়। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৩০০০ সালের দিকে চীনা বণিকেরা নৌ-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের মালামাল কয়েকটি জাহাজে পরিবহন করার পদ্ধতি গ্রহণ করে যাতে দুর্ঘটনা বা জলদস্যুতার কারণে তাদের সম্পূর্ণ মালামালের ক্ষতি না হয়। দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেয়ার প্রচলন সর্বপ্রথম শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ২২৫০ সালে ব্যাবিলনীয় সমাজে। ব্যাবিলনের সম্রাট হামুরাবির আমলে "বটোমরি" ও "রেসপনডেন্সিয়া" নামের দুই ধরণের বন্ডের প্রচলন হয়। বটোমরি চুক্তি অনুযায়ী বণিকেরা এই শর্তে ঋণ নিতে পারত যে যদি জাহাজ নিরাপদে ফিরে আসে তবে লাভসহ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, আর যদি জাহাজ ডুবে যায় বা জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে ঋণ পরিশোধ করতে হবেনা। রেসপনডেন্সিয়া বন্ড অনুযায়ী জাহাজের চালান নিরাপদে পৌছালে লাভসহ ঋণ পরিশোধ করতে হত, মালামালের ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে ঋণ মওকুফ হয়ে যেত। রোমানরা এই বটোমরি বন্ডকে পরবর্তীতে আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করে তোলে। এছাড়াও গ্রীস ও রোডস দ্বীপপুঞ্জেও এই ধরণের চুক্তির প্রচলন সম্পর্কে জানা যায়। বীমার উৎপত্তিস্থল বা উৎপত্তির সময়কাল সম্পর্কে যত মতবাদই থাকুক, মূলত নৌ বাণিজ্যের সূত্র ধরেই যে আজকের আধুনিক বীমাব্যবস্থার উৎপত্তি সে বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। এর ধারাবাহিকতায় মানুষের সম্পদ ও জীবনের আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে চালু হয় নৌ-বীমা, অগ্নি বীমা ও জীবন বীমা।

আধুনিক নৌ-বীমার সূচনা হয় উত্তর ইতালিতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইতালি ও যুক্তরাজ্যের সমুদ্র বাণিজ্যের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এই ধারণা যুক্তরাজ্যেও প্রসার লাভ করে। নৌ বীমার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ইংল্যান্ডের লোম্বার্ড স্ট্রীট জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ১৫৭৫ সালে চেম্বার অব এস্যুরেস গঠন করা হয় যা বীমাখাতে প্রথম সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় অভিযোগ নিষ্পত্তিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৬০১ সালে কোর্ট অব আরবিট্রেশন গঠিত হয় ১৭২০ সালের বাবল অ্যাক্ট অনুযায়ী "রয়েল এক্সচেঞ্জ" ও "লন্ডন এস্যুরেন্স" নামের দুটি নৌ-বীমা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হয়। লন্ডনের কফি হাউজগুলোতে বণিকেরা জমায়েত হত এবং ব্যবসায়িক আলোচনা করত, বাণিজ্য মূলত সমুদ্র-নির্ভর হওয়ায় বণিকেরা নৌযাত্রার ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করত এবং এর মাধ্যমেই বীমার প্রসার ঘটতে থাকে। এমন একটি কফি হাউজ হল লয়েডস্। মালিক এডওয়ার্ড লয়েড গ্রাহকদের জাহাজ সম্পর্কিত নানা তথ্য পেশ করত। মূলত সেখান থেকেই গড়ে উঠে বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় "লয়েডস্" ইন্স্যুরেন্স, যা অবলিখনের সূতিকাগার হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

বীমার ইতিহাস পরিক্রমায় দ্বিতীয় অবস্থানে আসে অগ্নি বীমার নাম। অগ্নি বীমার উৎপত্তি-নির্দেশক হিসেবে ধরা হয় ১৬৬৬

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড



সালের লন্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডকে। মূলত এর পর থেকেই মানুষ অগ্নি বীমার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে ১৬৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত "হামবুর্গ ফায়ার অফিস"কে প্রথম অগ্নি বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও ১৬৮১ সালে অর্থনীতিবিদ নিকোলাস বারবন ও তার সহযোগীদের নিয়ে গঠিত "ইন্স্যুরেন্স অফিস ফর হাউজেস" কে যুক্তরাজ্যের প্রথম সফল অগ্নি বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় যা প্রারম্ভিকভাবেই প্রায় পাঁচ হাজার বাড়িকে বীমার আওতায় আনতে সফল হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে বাড়িঘর মূলত কাঠের তৈরী হওয়ায় প্রায়শই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটত, যা যুক্তরাজ্যে অগ্নি বীমার প্রসারে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।১৭৫২ সালে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের তৎপরতায় আমেরিকায় প্রথম অগ্নি বীমা চালু হয় যা "ফিলাডেলফিয়া কন্ট্রিবিউটরশীপ" নামে সুপরিচিত। এরপর পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো বীমা কোম্পানি গঠিত। হয় তবে অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতার কারণে ১৮৭১ এর শিকাগো অগ্নিকান্ডের পর অনেক কোম্পানিই বীমাদাবি নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে বীমা কোম্পানীগুলো একত্রিত হয়ে যৌথভাবে এমন প্রিমিয়াম হার নির্ধারণ করে যাতে তারা এমন পরিস্থিতিতে বীমাদাবির টাকা পরিশোধ করতে পারে। এতদসত্বেও ১৯০৬ এর সানফ্রান্সিসকো ভূমিকম্প পরবর্তী অগ্নিকান্ডের ফলে গ্রাহক যে বীমাদাবির টাকা প্রাপ্য হয় তা অনেক কোম্পানি পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ধীরে ধীরে অগ্নিকান্ড সম্পর্কীয় বিভিন্ন সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও তাদের তৎপরতার কারণে অগ্নি বীমা ব্যবসা অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে থাকে।

জীবন বীমার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় মিশরীয় সভ্যতায় যখন ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বে পাথর শ্রমিকেরা সমন্বিতভাবে কিছু টাকা জমা করে কোন সদস্যের মৃত্যুতে সংকার কাজ সম্পন্ন করত। এছাড়াও খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে গ্রীস ও রোমের লোকেরা সম্মিলিতভাবে বেনেভোলেন্ট সোসাইটি গড়ে তোলে যা সদস্যদের মৃত্যুতে সৎকার খরচ, বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের আর্থিক সহযোগীতা করত। মধ্যযুগে ১৫৮৩ সালে প্রথম জীবন বীমা পলিসির তথ্য পাওয়া যায়। এসময় স্বল্পমেয়াদী জীবনবীমা করা হত যেখানে বীমাগ্রাহকের মৃত্যুতেই শুধুমাত্র বীমাদাবির টাকা পরিশোধ করা হত, গ্রাহক মেয়াদপূর্তিতে জীবিত থাকলে কোন টাকা পেতেন না। কোন নির্দিষ্ট বীমা অঙ্ক না থাকায় এবং মৃত্যুঝুঁকির নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক কোন তালিকা না থাকায় সেসময় জীবন বীমার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিলনা ১৬৯৩ সালে এডমন্ড হ্যালি সর্বপ্রথম মৃত্যুঝুঁকির তালিকা প্রণয়ন করেন। ১৭০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত "Amicable Society for A Perpetual Assurance Office" হল বিশ্বের প্রথম জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান। ১৭৬২ সালে "Equitable Society for the Assurance of Life and Survivorship" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বয়সের উপর ভিত্তি করে প্রিমিয়াম নির্ধারণের প্রচলন শুরু হয়। মূলত এর মাধ্যমেই আধুনিক ও বাস্তবসম্মত জীবন বীমা ব্যবসার সূচনা হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিভিন্ন দেশের সরকার তার নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বীমা চালু করে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা। ১৮৮০ সালে জার্মান চ্যান্সেলর বিসমার্ক তার দেশের নাগরিকদের জন্য পেনশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করে যার উপর ভিত্তি করে জার্মানী পরবর্তীতে কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ সালে যুক্তরাজ্য সরকার জাতীয় বীমা আইন চালু করে যাতে কর্মজীবি শ্রেণির মানুষকে অংশগ্রহণমূলক বীমার আওতায় আনা হয় তাদের অসুস্থতা ও বেকারত্নের ঝুঁকি প্রশমন করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে এই বীমা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়, যা যুক্তরাজ্যকে প্রথম আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দূর্ঘটনা বীমা দ্রুত বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান রেল দূর্ঘটনার প্রেক্ষিতে ১৮৪৮ সালে যুক্তরাজ্যের "রেলওয়ে প্যাসেঞ্জারস এস্যুরেন্স কোম্পানি" রেলযাত্রীদের জন্য বীমা চালু করে। বীমা কোম্পানী রেল কোম্পানিগুলোর সাথে চুক্তি অনুযায়ী প্রিমিয়ামের টাকা টিকিটের মূল্যের সাথে সংযোজন করে তা বিক্রয় করত। ছাদবিহীন বগির কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের দূর্ঘটনার ঝুঁকি বেশি থাকত, তাই এসব শ্রেণির যাত্রীদের থেকে বেশী প্রিমিয়াম গ্রহণ করা হত। এছাড়াও শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানায় উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বাড়তে থাকে, তাই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্বাস্থ্য বীমা প্রসার লাভ করতে থাকে আধুনিক দূর্ঘটনা বীমা কেবল শারীরিক



ক্ষতির ঝুঁকিই বহন করেনা, বরং নৌ, অগ্নি ও জীবন বীমা বাদে অন্যান্য সকল বীমাই কোন না কোন ভাবে দূর্ঘটনা বীমার আওতায় পড়ে শ্রমিক নিরাপত্তা বীমা, ভ্রমণ বীমা, শস্য বীমা, প্রাণিসম্পদ বীমা, মটর্যান বীমা ইত্যাদি আধুনিক দূর্ঘটনা বীমার অংশ হিসেবেই পরিগণিত হয়।

আধুনিক বীমার বিকাশ যাদের হাত ধরে, সেই ব্রিটিশদের হাত ধরেই ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮৭২ সালে সাংগঠনিকভাবে প্রথম বীমার প্রচলন শুরু হয় ১৯২৮ সালে The Indian Insurance Companies Act প্রণয়ন হয়, যা পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে সংশোধন করা হয়। ১৯৩৮ সালের বীমা আইনের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে বীমার সূচনা হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৯৫নং আদেশ বলে দেশের সকল বীমা কোম্পানীগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। স্বাধীনতা পূর্ব ব্যবসারত সবগুলো বীমা কোম্পানীকে ৫টি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেগুলো হল- ১। বাংলাদেশ জাতীয় বীমা কর্পোরেশন, ২। কর্নফুলী বীমা কর্পোরেশন, ৩। তিস্তা বীমা কর্পোরেশন ৪। সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৫। রূপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন। জাতীয় বীমা কর্পোরেশন অবলিখন কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করত না। এটা ছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা, যার মূল দায়িত্ব ছিল অন্যান্য বীমা কর্পোরেশনগুলোর তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করা। তিস্তা ও কর্ণফুলীর দায়িত্ব ছিল সাধারণ বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সুরমা ও রূপসা বীমা কর্পোরেশন মূলত জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনা করত। ১৯৭৩ সালের ১৪ মে প্রণয়নকৃত "বীমা কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩" অনুযায়ী উক্ত পাঁচটি বীমা কর্পোরেশনকে ২ টি কর্পোরেশনে রূপান্তর করা হয়। যথা: ১। জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ২। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন । ১৯৮৫ সালে সরকারি বীমা কর্পোরেশনের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে লাইফ এবং নন লাইফ বীমা কোম্পানীকে ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান করে । বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৭৯টি বীমা কোম্পানি বীমা সেবা দিচ্ছে যার মধ্যে ৩৩টি লাইফ বীমাকারী কোম্পানি এবং ৪৬টি নন-লাইফ বীমাকারী কোম্পানি। লাইফ বীমাকারী কোম্পানির মধ্যে ১টি সরকারি এবং ৩২টি বেসরকারি মালিকানাধীন। অন্যদিকে নন-লাইফ বীমাকারী কোম্পানির মধ্যে ১টি সরকারি এবং ৪৫টি বেসরকারি মালিকানাধীন । ২০১০ সালের বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন অনুযায়ী ২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয় বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, যা বর্তমানে দেশের বীমা কোম্পানীগুলোকে তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এর পাশাপাশি বীমার ব্যপ্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও জনমনে বীমা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরীর উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ সকল বীমা কোম্পানীকে সাথে নিয়ে নিয়মিত বীমা মেলা, সেমিনার. শোভাযাত্রা, বীমাদাবি পরিশোধের অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। বাংলাদেশে বীমা শিল্পের যে ইমেজ সংকট ছিল তা বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কাটিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচেছ। বিশেষ করে বীমা দাবি পরিশোধ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার জন্য কঠোর ভূমিকা পালন করার কারণে তা দ্রুত সুফল বয়ে আনছে। তাদের আন্তরিক ভূমিকার কারণে আজ সরকারি মহলেও বীমার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের বীমা শিল্পের সবচেয়ে বড় গর্বের জায়গা হল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আলফা ইন্স্যুরেন্স এর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) অঞ্চলের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬০ সালের ১ লা মার্চ আলফা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এ যোগদান করেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজরিত বীমা শিল্পকে এগিয়ে নিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টায় দেশের বীমাখাত উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচেছ। এরই ধারাবাহিকতায় বীমাকে আরও জনপ্রিয় করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীমা শিল্পে যোগদানের তারিখ ১ লা মার্চকে 'জাতীয় বীমা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে সরকার। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সকল বীমা কোম্পানী একসাথে কাজ করলে ২০২১ ও ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ যথাক্রমে মধ্যম আয়ের দেশ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বীমা শিল্প বিশাল ভূমিকা পালন করবে।





সত্যাম সাধু, এআইএ, এএমআইএমএ

একচ্যুয়ারিরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ। একজন "একচ্যুয়ারি" তার গণিত, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি এবং ফাইন্যান্সের বিশেষ দক্ষতা দিয়ে ব্যবসায়িক প্রকল্পের ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থা সূচারুভাবে নির্ণয় করতে পারেন। একচ্যুয়ারি হওয়ার জন্য গণিতের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে একচ্যুয়ারিগণ সাধারণত জীবন বীমা ও পেনশন ফান্ডের দায় মূল্যায়ন ও বুঁকি নির্ধারণের কাজ করত। তবে ইদানীংকালে একচ্যুয়ারিগণ তাদের দক্ষতা দ্বারা অন্যান্য খাতেও ভূমিকা রাখছে। একচ্যুয়ারিরা এখন জীবন বীমা, পেনশন ফান্ড সহ সাধারণ বীমা, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, সামাজিক নিরাপত্তা ও এনার্জি খাতে ব্যাপক অবদান রাখছে। তাছাড়াও আধুনিক বিশ্বে ডাটা সায়েন্স ও প্রেডিক্টিভ এনালিটিক্স এর মত অত্যাধুনিক ক্ষেত্রেও অগ্রগতি করছে। এ সকল খাতে একচ্যুয়ারিগণ প্রাইসিং, ডাটা এনালাইসিস, দায় মূল্যায়ন, ঝুঁকি নির্ধারণে ঝুঁকির মডেল নির্মাণ এবং ব্যাংকিং ও ইস্যুরেন্স খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

বাংলাদেশ ১৬ কোটি মানুষের দেশ যেখানে প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ উপার্জনক্ষম। তাদের অনেকেই শীর্ষস্থানীয় প্রফেশনাল ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করছেন। কিন্তু সনদপ্রাপ্ত একচ্যুয়ারি হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে একচ্যুয়ারির সংখ্যা ৬/৭ জনের বেশী নয়। এতে করে একচ্যুয়ারিয়াল দক্ষতার চাহিদা অনেকটাই অপূর্ণ থেকে যায়। বাংলাদেশের ৭৯ টি ইস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একচ্যুয়ারিয়াল বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একচ্যুয়ারিয়াল ডিগ্রী সম্পন্ন করতে ৬-৯ বছর সময় লাগে। একজন ছাত্র স্নাতক পড়ার পাশাপাশি একচ্যুয়ারিয়াল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারে। বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা বা ইংল্যান্ড এর প্রতিষ্ঠিত একচ্যুয়ারিয়াল সংস্থার ডিগ্রী গ্রহণ করা যায়। ইংল্যান্ড এর Institute & Faculty of Actuaries (IFOA) অথবা আমেরিকার Society of Actuaries (SOA) একচ্যুয়ারিয়াল সনদ প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশে একচ্যুয়রির চাহিদা পূরণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অর্থেনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একচ্যুয়ারিগণ দেশের বীমা খাতে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে। রাংলাদেশে একচ্যুয়রিয়াল সায়েন্স ডিগ্রীর প্রচার ও প্রসারে বাংলাদেশ সরকার, ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট ও রেণ্ডলেটরি অথরিটি (আই. ডি. আর, এ) ইস্যুরেস্স প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা সম্মিলিত ভাবে নিম্নোক্ত উপায়ে অবদান রাখতে পারে:-

সচেতনতা তৈরী ঃ

সরকার ও আইডিআরএ সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ একচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্স কোর্স চালু করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ম্যনেজার, ফাইনান্স, মেটলাইফ



অর্থমন্ত্রণালয়, বীমা কোম্পানি, ইস্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেণ্ডলেটরি অথরিটি (আইডিআরএ) দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্স ডিগ্রী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে পারে ।

প্রশিক্ষণের সুযোগ ঃ

- ইসুরেস কোম্পানি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একচ্যুয়ারিয়াল সায়েস ডিগ্রী স্পন্সর ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- কোম্পানিসমূহ একচ্যুয়ারিয়াল সায়েন্সে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য 'ইন্টার্নশীপ' সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিসমূহ ও আইডিআরএ স্থানীয় একচ্যুয়ারিদের ব্যবহারিক জ্ঞানার্জনের জন্য অধিবেশন আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে এ অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারে।

পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ ঃ

- -দেশে একচ্যুয়ারিয়াল এসোসিয়েশন গঠনের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরী ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভিত্তিক প্রকল্পে একচ্যুয়ারিদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।
- -স্থানীয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিদের একচ্যুয়ারিয়াল বিশেষজ্ঞ নিয়োগে অনুপ্রানিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বীমা কোম্পানিসমূহ বিদেশী ও বহুজাতিক বীমা কোম্পানি থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারে ।
- অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, আর্থিক কঙ্গালটেন্সি, টেলি-যোগাযোগ বা সরকারি বিভাগে: ঝুঁকি নির্ধারণ ও ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যোগ্য একচ্যুয়ারি নিয়োগ করা যেতে পারে।
- আইডিআরএ কর্তৃক একচ্যুয়ারিয়াল দায় অভিক্ষেপন, প্রাইসিং, সলভেন্সি মার্জিন এর নীতিমালা প্রণয়ন ও অন্যান্য কাজের জন্য একচ্যুয়ারি নিয়োগ করা যেতে পারে যা দেশের বীমা খাতের অর্থনৈতিক মানোনুয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



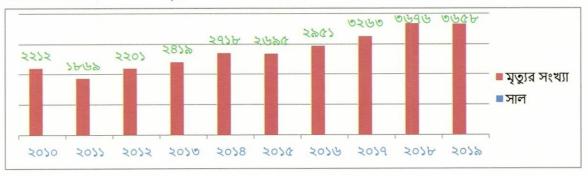


মোঃ আবু মাহমুদ

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি প্রবাসী কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত আছে। এসকল দেশ থেকে প্রতি মাসে প্রচুর বৈদেশিক মুদা প্রেরণের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে প্রবাসী কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মূলত তৈরী পোশাক শিল্পের পরেই, প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী খাত। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রবাসী কর্মীরা ১৬.৪২ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করেছে। তাদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভকে বৃদ্ধি করে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এর স্থিতি অবস্থা বজায় রাখছে।

প্রবাসী কর্মীদের বিভিন্ন ঝুঁকিঃ বিদেশে প্রবাসী কর্মীরা অত্যন্ত প্রতিকূল ও অচেনা পরিবেশে কাজ করে থাকেন। বিএমইটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৬ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, মালয়েশিয়া, কাতার, কুয়েত ও সিঙ্গাপুরে মোট প্রবাসী কর্মীদের ৮৭% কাজ করে থাকেন। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ইটালী, মরিশাস, ব্রুনেই এসব দেশেও শ্রমিকরা কাজ করে থাকেন। লিবিয়া ও ইরাকের মতো যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশেও আমাদের প্রবাসীরা কর্মরত আছেন। যারা বিদেশে কাজ করতে যান তাদের মধ্যে মোট ৪৩.২৫% দক্ষ এবং .৩৬% প্রফেশনাল এবং অবশিষ্টরা অদক্ষ ও অর্ধ দক্ষ। প্রবাসী কর্মীরা মূলত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান, দোকান. হোটেলে কাজ করে থাকেন অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে তারা শ্রম বিনিময় করে থাকেন। এতে করে তাদের দুর্ঘটনাজনিত বুঁকি অত্যন্ত বেশি থাকে। তাছাড়া মরুভূমি অঞ্চলে কাজ করার দরুণ হিট স্ট্রোকে অনেকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়াও প্রচন্ড কাজের চাপে এবং একই ধরণের কাজের ফলে একঘেয়েমি তৈরী হয় যার ফলে অনেকে মানসিক রোগেও আক্রান্ত হন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে ২০১৮ সালে ৩,৬৭৬ জন এবং ২০১৯ সালে ৩,৬৫৮ জন প্রবাসী কর্মী মৃত্যুবরণ করেন।

বিগত পাঁচ বছরে প্রবাসী কর্মীদের মৃত্যুর একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ



সূত্রঃ বিএমইটি ওয়েবসাইট।

প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা সুবিধা চালুর উদ্যোগ গ্রহণঃ প্রবাসী কর্মীরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবার মারাত্মক অর্থ কষ্টে ভোগে এবং এতে তাদের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। প্রবাসী কর্মীদের দুর্দশার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্য বীমা সুবিধা চালুর জন্য মহতী এক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রবাসী কর্মীদেরকে বীমা সুবিধা প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা প্রস্তুতের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে

কর্মকর্তা, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ



বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধের প্রেক্ষিতে সকল অংশীজনদের সাথে আলোচনাক্রমে একটি নীতিমালা প্রস্তুত

আলোচ্য বীমা নীতিমালার আওতায় দুই ধরণের বীমা পরিকল্পের প্রস্তাব করা হয় এবং একচ্যুয়ারির মাধ্যমে বীমা পরিকল্পও ডিজাইন করা হয়। পরিকল্প-১ যার প্রিমিয়াম হার ৯৯০ টাকা এবং বীমা অংক (Sum Assured Value) ২০০,০০০ টাকা। পরিকল্প-২, যার প্রিমিয়াম হার ২,৪৭৫ টাকা এবং বীমা অংক (Sum Assured Value) ৫০০,০০০ টাকা। উভয় ক্ষেত্রেই ওয়েজ আনার্স কল্যাণ বোর্ড ৫০০ টাকা ভতুর্কি প্রদান করবে এবং অবশিষ্ট প্রিমিয়াম প্রবাসী কর্মীকে বহন করতে হবে। সকল বিদেশগামী কর্মীদের জন্যই পরিকল্প -১ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং কেউ চাইলে পরিকল্প -২ ও নিতে পারবে। ১৮ বছর বয়সী থেকে ৫৮ বছর বয়সী প্রবাসগামী কর্মীগণকে ২ বছরের জন্য বিদেশ যাওয়ার প্রাক্কালে উক্ত বীমা সুবিধা গ্রহণ করতে হবে । কর্মীদের ঝুঁকির অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মৃত্যু দাবি ছাড়াও দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও সম্পূর্ণ অক্ষমতা বা পঙ্গুত্ব (টিপিডি) ও দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও আংশিক অক্ষমতার (পিপিডি) জন্য বীমা অংকের উপর আনুপাতিক হারে বীমা সুবিধা প্রদান করা হবে।

নিম্নে ছকে পরিকল্পের বৈশিষ্টসমূহ একনজরে উপস্থাপন করা হলঃ

পরিকল্প-১	পরিকল্প-২
 প্রবাসী কর্মীদের বয়য়: ১৮ থেকে ৫৮ বছরের মধ্যে হতে হবে; 	- প্রবাসী কর্মীদের বয়স: ১৮ থেকে ৫৮ বছরের মধ্যে হতে হবে;
- বীমার মেয়াদ: ২ বছর;	- বীমার মেয়াদঃ ২ বছর;
- প্রিমিয়ামের পরিমাণ: ৯৯০ টাকা;	- প্রিমিয়ামের পরিমাণ: ২,৪৭৫ টাকা;
- বীমা অংক (Sum Assured Value): ২০০,০০০ টাকা;	- বীমা অংক (Sum Assured Value): ৫০০,০০০ টাকা;
- দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী অক্ষমতা ও সম্পূর্ণ অক্ষমতা বা পঙ্গুত্ব যেমনঃ উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানো, কজির উপর উভয় হাত বা পা কাটা যাওয়া সহ আরও কিছু কারণে বীমা অংকের ১০০% বা ২০০,০০০ টাকা প্রদান করা হবে;	- দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী অক্ষমতা ও সম্পূর্ণ অক্ষমতা বা পঙ্গুত্ব যেমনঃ উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি হারানো, কজির উপর উভয় হাত বা পা কাটা যাওয়া সহ আরও কিছু কারণে বীমা অংকের ১০০% বা ৫০০,০০০ টাকা প্রদান করা হবে;
 দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও আংশিক অক্ষমতার কারণে বীমা অংকের আংশিক পরিশোধ করা হবে; 	 দুর্ঘটনাজনিত স্থায়ী ও আংশিক অক্ষমতার কারণে বীমা অংকের আংশিক পরিশোধ করা হবে;
 ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৫০০ টাকা প্রিমিয়াম ভর্তুকি প্রদান করবে; 	- ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৫০০ টাকা প্রিমিয়াম ভর্তুকি প্রদান করবে।
- আলোচ্য পরিকল্পটির অধীনে কোন সারভাইভাল বেনিফিট নেই।	- আলোচ্য পরিকল্পটির অধীনে কোন সারভাইভাল বেনিফিট নেই।



প্রবাসী কর্মী নীতিমালা জারি এবং বীমা সুবিধা চালু ঃ

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রবাসী কর্মী বীমা নীতিমালাটি প্রেরণ করলে উক্ত নীতিমালাটি 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ধারা ৩ ও ধারা ৪৭' এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৫ নভেম্বরে ২০১৯ তারিখে এক পরিপত্র জারি করা হয়। পরিপত্র অনুযায়ী 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ধারা ২০ অনুযায়ী বিদেশগামী কর্মীদের বহিগর্মন ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য উল্লিখিত জীবন বীমা পলিসি বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রবাসীদেরকে বীমা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত বীমা ব্যবস্থাটি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সার্বিক তত্বাবধানে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সাথে জীবন বীমা কর্পোরেশনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ১৯ ডিসেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি অনারাম্ভরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রবাসী বীমা সুবিধা চালু করা হয়।

বর্তমান বীমগ্রেহীতার পরিসংখ্যান ঃ

জীবন বীমা কর্পোরেশনের তথ্য অনুযায়ী, ১৯ ডিসেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী কর্মীদের জন্য বীমা সুবিধা চালুর বিষয়টি উদ্বোধন করার পর হতে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪১ দিনে ১,২০,৭০৯ জন প্রবাসী কর্মী বীমা সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং এ বাবদ জীবন বীমা কর্পোরেশন ১১,৯৫,০১,৯১০ টাকার প্রিমিয়াম আয় করেছে। উল্লিখিত ১,২০,৭০৯ টি বীমা পলিসির প্রতিটিই 'প্লান এ' অর্থাৎ যার প্রিমিয়াম ৯৯০ টাকা করে।

বীমা দাবি নিষ্পত্তি ঃ

বীমা দাবি নিষ্পত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বীমা সুবিধা গ্রহণ করেছে এমন কোন প্রবাসী কর্মী প্রবাসে মৃত্যু বরণ করলে দ্রুততম সময়ে তাদের বীমা দাবি নিষ্পত্তি করা হবে। মূলত প্রবাসী কর্মীর নমিনি উক্ত বীমা অংক প্রাপ্ত হবেন। প্রবাসী কর্মীরা শুধুমাত্র মৃত্যুতে বীমা সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন অঙ্গ যেমন: চোখ, হাত, পা বা নীতিমালায় উল্লিখিত অন্য কোন অঙ্গহানির ক্ষেত্রে বীমা অংকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা সুবিধা হিসেবে প্রাপ্ত হবেন। প্রবাসী কর্মীদেরকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশনের গ্রুপ বীমা বিভাগ কর্তৃক একটি সফটওয়ারও তৈরী করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিটি পলিসির হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

উপসংহার ঃ

প্রবাসীদের জন্য বীমা সুবিধা চালুকরার ফলে শুধুমাত্র প্রবাসীরাই উপকৃত হবে না এর মাধ্যমে বীমার প্রয়োজনীয়তা ও গুরত্ব আরও বহুগুনে বৃদ্ধি পাবে। এ ধরণের বীমা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে অন্যান্য খাতেও বীমা সুবিধা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে। মৃত্যু বা দুর্ঘটনা কারও জন্য কাম্য নয় তা সত্ত্বেও যে সকল প্রবাসী উক্ত বীমা সুবিধা গ্রহণ করেছেন তাদের সৃত্যুতে তাদের পরিবার নির্দিষ্ট অংকের আর্থিক সুবিধা পাবে যার মাধ্যমে তাদের পরিবারের দুঃখ কিছুটা হলেও লাঘব হবে।

সূত্র: ১বিএমইটি ওয়েবসাইট।





সরকারের পদক্ষেপ ও সম্ভাবনাময় বীমাশিল্প, দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে



আবদুল গফুর রাজু

সমৃদ্ধির অব্যাহত অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচেছ। যার ধারাবাহিকতায় বীমাশিল্প আজ দেশের উন্নয়নে এক সম্ভবনাময় শিল্প হিসেবে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। যা এই মুহুর্তে দেশটির একটি সম্মানজনক অর্জন। এই শিল্প বর্তমানে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশে বীমা শিল্প একটি অমিত সম্ভাবনাময় খাত হলেও এর বিকাশ ও উন্নয়নে জীবন, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে বীমার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সেবাগ্রহীতা ও সেবা প্রদানকারীর জ্ঞানের অভাবের পাশাপাশি ইতোপূর্বে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিলো সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ২০১০ ইং সনের আগ পর্যন্ত এই সম্ভাবনায়ময় বীমা শিল্প ১৯৩৮ সালের বীমা আইনের আওতায় স্বাধীন বাংলাদেশের এক অবহেলিত শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে পথ চলতে থাকে। সে সময়ে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় প্রত্যক্ষ পৃষ্টপোষকতা তথা নজরদারি না থাকার কারণে অর্থাৎ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যুগপোযোগী আইন প্রণয়ন না করার কারণে যেখানে এই সেক্টরটি হতে পারতো যুদ্ধবিধ্বস্থ একটি স্বাধীন দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি সেখানে এই সেক্টরটি দেশের অর্থনীতিতে কোন অবদানই রাখতে পারেনি। বরং এই সেক্টর দিন দিন অসাধু ও স্বার্থনাে্মী ব্যক্তিদের অভায়রণ্যে পরিণত হতে থাকে। এতে করে সর্বমহলে এর গ্রহণযোগ্যতা বিনষ্ট হয়। উন্নত বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জিডিপিতে এই শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য হলেও দু:খজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে জিডিপিতে এই শিল্পের অবদান এক শতাংশেরও কম।

২০০৮ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের সম অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাসহ বিভিন্ন অরাজক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অকৃত্রিম দেশাতাবোধ, যুগ ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক দৃঢ় মনোবলের কারণে অন্যান্য শিল্পের উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বীমা শিল্পের উন্নয়ন সাধনে অবশেষে বীমা আইন ১৯৩৮ রহিত করে বীমা আইন ২০১০ এবং বীমা ব্যবসায় তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ প্রর্ণয়ন করেন। বাংলাদেশ বীমা (জাতীয়করণ) আদেশ ১৯৭২, বাংলাদেশ বীমা কর্পোরেশন (বিলোপ) আদেশ ১৯৭২, বাংলাদেশ বীমা (জরুরি বিধান) আদেশ ১৯৭২, ব্যাংক আমানত বীমা আইন ২০০০ এর বলে অনেক কার্যক্রমও গ্রহণ করে। বীমা আইন ২০১০ এর আলোকে ইতোপূর্বে ৮টি বিধি ও ১২টি প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে দেশের আপামর জনসাধাণ ধাপে ধাপে বীমার আওতায় এসে জীবন স্বাস্থ্য ও



সম্পদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ঝুকিঁ মোকাবেলার মাধ্যমে অন্যতম মানবাধিকার হিসেবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের সুযোগ পচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় অনতিবিলম্বে দেশের সম্পদ ও জীবনের ঝুকিঁ শতভাগ বীমার আওতায় চলে আসবে।

বীমা শিল্পের আধুনিকায়ন করে সর্বমহলে এই শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার অবশেষে জাতীয় বীমা নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এই নীতিমালা বাস্তাবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে ঢাকায়, ২০১৭ সালে সিলেটে, ২০১৮ সালে চউগ্রামে এবং সর্বশেষ ২০১৯ সালে বিভাগীয় শহর খুলনায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা মেলার সফল আয়োজন করে। শুধু তাই নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৮ই জানুয়ারী ২০২০ ই তারিখে নিজ কার্যালয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রতি বছর পহেলা মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।যা নিঃসন্দেহে জাতীয় কল্যাণে সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত।

দেশের সম্ভাবনাময় এই বৃহৎ শিল্প খাতটি বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বীমা শাখা কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে। সরকারী হিসাব মতো দেশে মোট ৩৩টি কোম্পানির মধ্যে ১ টি বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ও ৪৬ টি সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ৩৩টি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ২ টি বিদেশী বাকী ৩০টি মধ্যে একটি রাষ্ট্রীয় এবং ২৯টি বেসরকারি দেশীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। আর ৪৬ টি সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে ১টি রাষ্ট্রীয় এবং বাকী ৪৫ টি বেসরকারি দেশীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই শিল্পে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা। সরকারি হিসাব মতে ২০১৮ ইং সালে বাংলাদেশে মোট বেকারের সংখ্যা ৪ কোটি ৮২ লাখ। পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান না থাকায় এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে অদ্যবধি দেশে সর্বমোট ৭৯ টি বীমা প্রতিষ্ঠানের সর্ববৃহৎ এই সেক্টরকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে অর্থাৎ আলাদা বীমা মন্ত্রনালয় গঠন করে দেশের শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থার করে সুদক্ষ প্রশিক্ষণ ও কর্মের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করলে একদিকে যেমন জিডিপিতে এই শিল্পের অবদান আশানুরূপহারে বৃদ্ধি পাবে তেমনি অন্যদিকে বেকার সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান হবে।





বীমা ও আমাদের সমাজ, প্রয়োজন আত্মসচেতনতা



মো: তাওহীদুল হক চৌধুরী

চিলে কান নিয়েছে, কান ছুঁয়ে না দেখে খোকা দোঁড়াচেছ চিলের পিছনে। আজকে আমাদের সমাজে জীবন বীমা নিয়ে এমনই দৃষ্টিভঙ্গি সুশীল সমাজসহ অনেকেরই। বীমার বিষয়ে সরকারের দর্শনীয় প্রচার-প্রচারণা থাকার পরেও প্রতিনিয়তই মাঠ প্যার্য়ে আমাদের নিবেদিতপ্রাণ বীমা কর্মীরা কুটুক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়েই চলছে। বীমা করলে টাকা পাওয়া যায় না, কত কোম্পানি পালিয়েছে, বীমা মানে সুদ, বীমা মানে হারাম ইত্যাদি ইত্যাদি ভিত্তিহীন কথা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। তারপরেও থেমে নেই দক্ষ বীমা কর্মীদের পথচলা। কেননা তারা সভ্যতার অগ্রদূত। তারা জানে অপরের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণে প্রতিবন্ধকতা আসবেই।

এবার আসা যাক মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে। বীমা কোম্পানি চলে যায় এই প্রশ্নের জবাবে যদি আপনি বলেন কিছু বীমা কোম্পানির নাম বলতে তবে তিনি নির্দিষ্ট করে আপনাকে কোন বীমা কোম্পানির নাম বলতে পারবে না। যদি দু-চার টির কথা বলে তবে সে ক্ষেত্রে দেখবেন হয়তো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক সুবিধার্থে বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অন্যত্র তার শাখা স্থানান্তর করেছে বা শাখার সম্প্রসারণ করেছে। অন্যথায় যে সকল কোম্পানির নাম বলবে তারা কোন বীমা প্রতিষ্ঠান নয়। সেগুলো কোন অনুমোদনহীন অর্থলগ্নী বা এনজিও প্রতিষ্ঠান। সর্বোপরি বলতে হয় যে বা যারা বীমা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন তারা শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক না কেন বীমা বিষয়ে তাদের ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও নেই।

আমি নেতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। কেননা আজকের সুশীল সমাজ নেতিবাচকের চেয়ে ইতিবাচক নিয়ে কথা বলা পছন্দ করে। আর এই সময়ে নেতিবাচক দিক নিয়ে হাউতাস করা মানে নিজেকে শতবছরের অন্ধকার জগতে ঠেলে দেয়া। আজকের উন্নত বিশ্বে আলোর ছড়াছড়িতে আপনি কি শতবছরের পুরনো কুপিবাতি বা হারিকেন দিয়ে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করবেন ? উত্তর অবশ্যই না। আপনি কম মূল্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাতির দিকে ঝুঁকবেন কিন্তু কেন ? উত্তরটা আমিই বলি তা হলো আপনি একজন সচেতন ব্যক্তি। স্বার্থের ১৬ আনাটুকু বুঝেন, তাই।

বাংলাদেশের বীমা শিল্প একটি অমিত সম্ভবনাময় খাত। জীবন, সম্পদ তথা জাতীয় কল্যাণে এই খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নত বিশ্বে জিডিপিতে এই খাতের অবদান লক্ষ্যণীয়। আমরা যদি এই খাতে সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারি তবে উন্নয়নের রোল মডেলে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করতে দাঁড়াতে পারবে।

জাতীয় কল্যাণে বীমা শিল্পের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১০ ইং সালের পূর্বেকার ব্রিটিশ বীমা আইন ১৯৩৮ রহিত পূর্বক বর্তমান সময়কালে যুগপোযোগী করে "বীমা আইন-২০১০" প্রণয়ন করেন এবং এই শিল্পে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করে সর্বমহলে এই শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে বিভাগীয় শহর ঢাকায়,

সাংবাদিক, স্টাফ রিপোর্টার- দৈনিক জাগো জনতা



২০১৭ সালে সিলেটে, ২০১৮ সালে চউগ্রামে এবং সর্বশেষ ২০১৯ সালে খুলনা বিভাগে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীমা মেলার আয়োজন করা হয়। শুধু তাই নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৮ জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখে নিজ কার্যালয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রতি বছর ০১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। যা নিঃসন্দেহে জাতীয় কল্যাণে সরকারের যুগোপযোগী একটি সিদ্ধান্ত।

বর্তমানে এই শিল্পটি সরকার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীন বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে দেশে পরিচালিত ৩৩ টি লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান ও ৪৬ টি নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে যার ফলে এই শিল্পে গ্রাহক পর্যায়ে শতভাগ স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে।

এবার আসা যাক গ্রাহক পর্যায়ে লাইফ বীমাসমূহে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত কতিপয় উল্লেখযোগ্য নির্দেশনার বিষয়ে বীমা শিল্পে গ্রাহকের সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণে ইতোমধ্যে অধিকাংশ বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এতে করে একজন গ্রাহক বীমা গ্রহণের শুরু থেকে মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত বীমা সংক্রান্ত যাবতীয় সকল তথ্য সচ্ছতার ভিত্তিতে পেয়ে যাচ্ছে। শতভাগ অনলাইন সেবা প্রদানের কারণে মেয়াদান্তে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানের যে কোন শাখা থেকে দ্রুততার সাথে অর্থ উত্তোলন করতে পারছে। ইএফটি সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাহক যে কোন ব্যাংক একাউন্ট থেকে ঝামেলাহীনভাবে দ্রুততার ভিত্তিতে তার প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে পারছে। বিকাশ বা রকেট নামক মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমেও ঘরে বসে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেয়া যাচ্ছে। বীমা শিল্পে এই সকল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের কারণে গ্রাহকের মনে পূর্বেকার ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে আপামর জনসাধারণ বীমা গ্রহণে আরো উজ্জেবিত হচ্ছে।

সর্বশেষ বলবো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে জীবন বীমা থাকা চাই। কেননা বর্তমান আমাদের সমাজে একটি পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি একজন হয় তবে তার ওপর নির্ভরশীল হয় কমপক্ষে তিনজন। অর্থাৎ ঐ তিনজন ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ নির্ভর করে একমাত্র পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির উপার্জনের উপর। মানুষ মরণশীল। যদি সেই উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি কোন দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে তবে সে ক্ষেত্রে পরিবারের বাকী তিন সদস্যের পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা বাহুল্য। যদি কোন প্রতিষ্ঠানে সেই উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটির একটি মানসম্মত বীমা পলিসি চালু থাকে সে ক্ষেত্রে হয়তো বীমা ঝুঁকির টাকা দিয়ে দুঃসহ পরিণতির কিছুটা লাঘব হবে।

তাই বলবো, "সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে লাইফ বীমা পলিসি গ্রহণ করুণ, নিজ ও পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন একইসাথে সম্পদের সুরক্ষার জন্য নন লাইফ বীমা পলিসি গ্রহণ করুন"।

মুজিব মানে

আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

মুজিব মানে স্বাধীনতার টগবগে লাল সূর্য মুজিব মানে স্বাধীকারের বিদ্রোহী রণত্র্য। মুজিব মানে দ্রোহের নেতা অগ্নিশিখা লেলিহান মুজিব মানে বিশ্বমাঝে লাল- সবুজে সুমহান। মুজিব মানে ভালোবাসা মানবতার দরিয়া মুজিব মানে দৃপ্তশপথ মুক্ত আকাশ স্মরিয়া। মুজিব মানে চিরভাম্বর নিঃশংক এক চেতনা মুজিব মানে আপোষহীন সংগ্রামী এক প্রেরণা। মুজিব মানে সোনার বাংলা বিজয়েরই কর্ণধার মুজিব মানে উজ্জীবিত দেশপ্রেমের অলংকার। মুজিব মানে মুক্তিকামী পাগলপারা জনতা মুজিব মানে রেসকোর্সের সাত মার্চের মন্ততা। মুজিব মানে জাগরণ আর ঝিলে ফোটা শাপলা ফুল মুজিব মানে উর্মিমালা উপচে পড়া নদীর কূল। মুজিব মানে খরস্রোতা স্রোতোম্বিনী বাঙ্গালী মুজিব মানে ১৫ আগস্ট বিশ্বকে কেন কাঁদালি ? মুজিব মানেই মুজিববর্ষ স্বাধীনতার স্থপতি মুজিব মানে আলোর মিছিল ভাগ্যাকাশের অরুন্ধৃতি।।



পরিচালক (উপসচিব) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।





Building Disaster Risk Resilience in Bangladesh using the Insurance Mechanism



Dr. George E Thomas

"The struggle this time is for our emancipation, the struggle this time is for our independence", stated the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in March 1971. History tells us that the struggle was successful. However, when independent Bangladesh was born in 1971, what Bangabandhu inherited was a war-ravaged and cyclone-battered country.

One of the earliest struggles that the Prime Minister had at that time was to build a buffer against natural disaster particularly for tropical cyclone, which had shown its devastating power across the coastal parts of the country killing large number of lives and damaging millions of houses and property. For the records, a powerful cyclone hit Bangladesh in November 1970. It lasted for less than one hour, but killed more than 5,00,000 people and 10,00,000 cattle, made millions homeless and damaged property extensively. Damages include the destruction of more than 4,00,000 houses, 3,500 educational institutions, around 20,000 fishing boats, and many hectares of crops. This terrible and devastating power of the cyclone and the resultant tragedy of the country shook the global community. History tells us that Bangabandhu was tremendously shocked at the loss of lives and properties; and had played a major role in forcing the then ruler of East Pakistan to postpone the schedule of general elections of 1970 by about a month.

Against this backdrop, the new government under Bangabandhu established the relief ministry giving "special attention to building a disaster resilient country through minimizing losses of lives and properties caused by different natural events including cyclone and flood." The magnitude of the economic losses to the country made the Government take a historic decision of allocating around 20% (Tk 200 crore) of the Tk 995 crore national budgets for the fiscal year of 1973-74 towards rehabilitation of flood- affected people. The struggle this time was for supporting the disaster affected. This courageous decision of Bangabandhu, indicated the priority the great leader had given to the field of disaster management at that time. Following the footsteps of Bangabandhu, funds are still being ear-marked for the Cyclone Preparedness Programme

FIII, FICA, ACII (UK), BGL, DIL, Chartered Insurance Practitioner, Professor (Research & Non-Life) College of Insurance, Insurance Institute of India, Mumbai, India



(CPP). The present Prime Minister has been giving high priority for building a disaster resilient nation and the government is on the job of building 400 disaster shelters called 'Mujib Kella' (Mujib Fort) in coastal and flood prone areas across the country, to provide shelter for flood-hit people and their cattle. The Kellas would function as large open grasslands for animals during the non-flooding seasons.

Visions of post-independence economic growth, which were painfully sculptured upon the fertile riverine soil by erudite brains and imaginative minds of Bangladeshis have been time and again rudely broken by the vagaries of an unkind nature. Much like Penelope, Ulysses' wife (as per Greek mythology) who kept her lovelorn suitors waiting for the completion of a woolen shroud that she was making, breaking their hearts by undoing her day's work pulling a length of its weft at night, Dame Nature has been playing spoilsport with the country that has been long-sufferingly pursuing the path of development. Catastrophe related deaths and suffering in the country have been immense and many citizens floated into their watery graves unsung and unwept. Perhaps, the situation could fondly remind us of Gray's Elegy - "Full many a gem of purest ray serene, The dark unfathomed caves of ocean bear: Full many a flower is born to blush unseen, And waste its sweetness on the desert air" and implore "the passing tribute of a sigh" for the lives lost in the Padma, the Jamuna and the Meghna rivers, not to forget that Nature's boon of around 700 rivers, rivulets and tributaries put together, have many a time been the country's bane as well. Over the years, many Bangladeshi lives, livelihoods, wealth and dreams have been destroyed and demolished by the vagaries of nature. While everyone stands up and pays attention to the devastating bow-wave effects of such calamities, the wake-effects of disasters that cause a long sequence of events, which slowly and steadily unfurls its tentacles to pull the survivors into a vortex of suffering - physical, emotional and financial, often goes unnoticed. Ban Ki-Moon, the former U.N Secretary General hailed Bangladesh's initiatives and strategies to fight the climate change impacts, saying that "Of Course we are here to learn from Bangladesh. When comes to adaptation; Bangladesh is the best teacher to learn about adaptation." Addressing an event marking the International Day for Disaster Reduction, the Prime Minister Sheikh Hasina said, "Whether a manmade or natural disaster strikes, Bangladesh will always remain prepared to tackle it. That's what we need." The struggle before us this time, the unfinished task, is to manage the immense risk that natural disasters have placed before us so that the country and its citizens become more economically resilient.

Though the world has created scientific early warning systems that allow more lead time for people to respond to situations, and perhaps develop infrastructural barriers to insulate or prevent their properties from the impact of disasters, we have to accept that no system can exactly predict when and where a disaster would strike, and how much of losses it would cause in terms of lives, livelihoods and the wealth of the country, not to talk of the emotional burden that the victims carry for long.

Financing the economic aftermath of disaster: Keeping emotions at bay, it is fundamental that though the occurrence of a disaster could be an unexpected event for the victims, it should be understood as an expected event for the Government. This realization would underscore the



importance of creating ex-ante measures for financing the economic fall-out of disaster, if and when they occur. By way of taking stock, one should recognize the following most common ex-post disaster funding mechanisms that most Governments follow.

- (a) The Budget a limited resource but could get diverted to other priority areas, especially in good years.
- (b) Raising taxes has the potential to dampen economic growth and be quite politically sensitive.
- (c) Using the mechanism of Debt- has its positives, though it could be slow and costly.
- (d) Donor funding an easy mechanism, but this can be uncertain in terms of availability and quantum; and may not ensure equitable disbursement of relief as per the Government's priorities.

Ex-ante strategies of the government for disaster financing are traditionally three pronged, (i) accumulating emergency funds for meeting immediate humanitarian needs, (ii) building programmes to support the reconstruction of public infrastructure and low-income housing; and (iii) creating a trust fund as body to manage the resources and act as the contracting authority for risk transfer mechanisms, through which governments could leverage their financial capacity.

Traditional ex-ante mechanisms for disaster-financing fall in four buckets:

- (a) Creating reserve funds. Here again resources may get diverted or kept idle over long periods of time.
- (b) Contingent financing, though guaranteed, would be repayable with interest.
- (c) Coming to insurance, indemnity insurance mostly assures low cost for the insured, though individual loss-assessment would call for a great degree of systemic efficiency.
- (d) Parametric insurance is seen by many as an effective solution, because disbursements can get quicker. Also, as it entails lower administrative costs, it reduces the overall costs of the insured.

Those in high places, often fail to appreciate the yearnings of the poor for dignity and self-respect. Doles and giveaways make the disaster afflicted increasingly economically dependent on the government. The government should create systems to help them stand on their own feet rather than making them dependent on donors, doles and subsidies. That is exactly what the insurance mechanism is designed for. However, for insurance to work optimally and effectively, there are multiple conditions that need to be met.

Pre-conditions for making Disaster Insurance Work: Creating the right environment for making disaster insurance work would need the fullest co-operation from the government, specialized agencies working with the government, insurers, re-insurers, the insurance regulator and brokers, agents, surveyors and others.



Global Approaches towards Disaster and Insurance: A World Bank study on 'Advancing Disaster Risk Financing and Insurance in ASEAN Member States' which emphasizes the importance of promoting property catastrophe risk insurance, agricultural insurance and disaster insurance recommends three key areas of governmental support for developing the enabling regulatory and risk market infrastructure for promoting insurance.

- 1. "Governments could work toward the development of an enabling insurance regulatory and supervisory framework that controls insurers' exposure accumulations to catastrophe risk using a risk-based capital approach. Regulation could also be used to support the growth of emerging insurance products that have the potential to increase insurance penetration and reach low-income populations.
- 2. Governments could develop risk market infrastructure to assist the development of a cost effective, affordable, and sustainable insurance market. Risk market infrastructure development could include: product development, risk assessment and pricing methodologies, loss adjustment procedures, and distribution channels. The need to develop risk market infrastructure is particularly strong for disaster microinsurance.
- 3. Governments could facilitate disaster risk pooling, creating a larger, more diversified portfolio which should lead to lower reinsurance prices and reduced transaction costs."

The Asia-Pacific Input Document of the Bangkok Declaration of 2014 emphasizes that risk sensitive development is the cornerstone of resilience and sustainability. It points out that in many Asia-Pacific countries, the risk-sharing mechanism of insurance remains minimal, with inadequate legal and institutional structures for disaster risk insurance resulting in low insurance penetration, leaving a large section of the economy and the population unprotected. "Even when mechanisms do exist, few governments have sound risk financing schemes that can take care of catastrophic liabilities, which means serious financial strain on government budgets, and diversion of funds from social development. A more concerted effort is required to improve risk financing in the region and to identify the appropriate roles for public and private sectors to deliver these services." The Document emphasizes the need to identify ways of promoting mechanisms like risk transfer and risk insurance.

Universities of Malta and Leuven in one of their studies indicate that to make the supply side of insurance/reinsurance efficient enough to solve disaster risk financing challenges. governmental interventions should take place only (a) when sufficient supply on the commercial market would not have developed without government help. The study recommends that (b) Insurers should be free to choose the state-provided reinsurances and that (c) risk commensurate premiums be charged even if governments need to intervene as reinsurer of last resort. It also states that (d) governmental intervention should be of a temporary character and that there should be efforts/ incentives to establish normal market conditions. (e) It points out that governmental strategies should aim at activating the private insurance market and transferring disaster risks to it by fostering insurance based solutions and the mitigation of disaster risks.



A study by Munich Re emphasizes the vital role of governments and points out the importance of a strong political will and clear regulatory measures for making any form of risk transfer mechanism happen, regardless of the strength of the economy. It recommends certain pre-disaster actions for effective post-disaster financing such as, (a) engaging in catastrophe risk management issues, (b) creating realistic risk transfer options including mandatory catastrophe insurance and (c) establishing sustainable risk financing schemes through legal and regulatory measures.

An OECD study that examined the impact of reinsurance on reducing the economic disruption in the aftermath of 26 major natural catastrophes that occurred between 2010 and 2016, found that "countries where a relatively high share (10% or more) of economic losses related to the specific event(s) were reinsured, recovered more quickly after the event and had higher than projected GDP growth in the following three years – while those countries with lower levels of reinsurance coverage struggled to recover and faced a cumulative loss in output relative to pre-event projections."

Solutions in the Context of Emerging Economies: In the context of emerging economies such as the People's Republic of Bangladesh and the Republic of India there are four key players who have critical roles in making the country disaster resilient. These are (i) the Insurance Regulator, (ii) the Insurers under the aegis of the Insurance Association, (iii) the Reinsurance community and (iv) the Government. A broad understanding of the roles and functions each of them needs to play is provided below.

- (i) The Regulator needs to mandate every insurer in the country to offer insurance policies providing disaster protection in the areas that they operate. For instance, Life Insurers need to offer policies that cover loss of lives, livelihoods and credit risks caused by disasters. Similarly, General Insurers dealing with property insurance need to offer policies that specifically cover loss of and damage to private property such as factories, establishments and houses, including those under construction. Those dealing with large infrastructure projects should necessarily cover construction risks. Likewise, insurers dealing in marine, aviation, cargo, motor etc. need to cover losses and damages due to disasters. Similarly, those dealing with health insurance need to provide cover for treatment necessitated by disasters, while those selling personal accident insurances provide benefits for those who are injured or handicapped by disaster related reasons.
- (ii) The Insurance Association collectively and Insurers individually need to design appropriate covers for each line of insurance, determine risk commensurate premiums, put in place efficient claims assessment and settlement systems as also provide access to insurance by establishing effective distribution systems.
- (iii) Reinsurers who work with the market, need to properly evaluate the risk that they are assuming. They need to inspire the cedant market to improve their



standards, influence the players to adapt to better levels of market hygiene, encourage responsible underwriting, support in making rating more scientific, and claims settlements more professional, transparent and timely. Reinsurers can also support the insurance market in finding the appropriate balance between retaining and ceding risk as also leveraging the potential benefits of international reinsurance markets to underwrite more business.

- (iv) The Government in its role as manager of the country and insurer of last resort, has lots to do to support the insurance and reinsurance market. Of course, the relevant ministries, the insurance regulator and the insurance association have to support the government in this. The multifarious roles of the State can be listed out as follows:
- Spreading knowledge and awareness: The State is the prime mover for effecting social and behavioural changes by empowering the country with knowledge and awareness. The country's awareness of the benefits of the insurance system and its willingness to participate in the system is a prerequisite for the growth of insurance. Creating the willingness to pay is only the next step, as in many cases, even when schemes are free or heavily subsidized, participants are scarce to find. States have employed mechanisms like social marketing in bringing about a behavioural change and sensitizing the country's population towards the positives of the insurance mechanisms.
- b. Providing product level clarity: The State, through the Regulator should ensure that all insurers sell similar products at comparable prices so that there is no confusion in the market on product features and benefits. Though all insurers may sell the product, undue tinkering on product features and prices may create confusion in the minds of the common man. In many markets, Regulators have systems to protect policyholders from 'abortive' policy language, ambiguities and fine-print on policies.
- c. Mandating catastrophe obligations: the State and the Insurance Regulator, can fix obligations on insurers that a given proportion of their business in terms of amount of premium, number of insured, percent of premiums percent of total policies/ lives should be from catastrophe insurance. Needless to say, such mandates can be implemented only if enabling provisions and active support from the State is available. An example of this is the Rural and Social Obligations embedded in the in the Indian Insurance Act and IRDAI's Regulations, mandating insurers to get a certain percentage of their business from certain segments of the society.
- d. Facilitation for getting the spread: It is important for insurers to spread the risk over large numbers, so that the losses of the few affected are shared by the many. Again, unless a significant number of insured is available for spreading the risk, insurers will not be able to keep the price of insurance products within reasonable limits. In the case of catastrophes, as the number of affected can go into large numbers, insurers need to insure correspondingly



larger numbers of insured to share the losses. Insurers by themselves may not be able to get the numbers required to make insurance feasible. Hence, unless the State plays a big role in sensitizing citizens to the need for buying insurance, it would be tough for commercial insurance to take wings. Other measures that could be employed for getting the required numbers are compulsory insurance of certain types of property risks (say, wherever financing is required, or if situated near water bodies), mandatory insurance coverage for people above certain income levels, funding disaster insurance for those who cannot afford it by special taxes; and creating a conducive regulatory environment for the formation of mutuals, cooperatives and support groups, which would help in small scale disasters.

- e. Creating funding mechanisms for paying premiums: A Munich Re study brings out significant difference between the options available to high-income nations and lowincome nations in paying risk premiums. "In developed countries, risk financing is normally provided by private or commercial property owners, in some cases with cofinancing by means of additional state support from public funds and/or tax relief for insurers and reinsurers." In both cases, the financing solutions are created within the national economy and they normally involve the market. "By contrast, emerging and developing countries often lack the financial resources to establish an insurance system to cover future natural disasters. Adopting insurance-based funding solutions would allow them to substantially reduce the impact of natural catastrophes on the national budget and speed up economic recovery." Munich Re states that this can be done through different strategies.
- Providing subsidies: People just above the poverty line are those who need insurance most, but ironically, cannot afford it. Subsidised insurance is necessary for this segment of people. The State may have to contribute to the premium of those at the lowest rungs of the society to ensure that incapacity to pay premium does not deprive anyone from insurance benefits. Where the target population may not have the ability to pay, financial support from the Government would be needed for providing the cover, at least in the initial years.
- Getting the right and relevant data: Insurers need relevant and error free data for all their calculations. Insurers need to analyse a lot of data to realistically estimate the likelihood of catastrophic events and the probable severity of losses. Based on this understanding only, insurers can decide whether to insure the risk, and if so, what kind of cover can be given and how much premium needs to be collected. It has to decide what proportion of the risk should be retained and how much should be shared with reinsurers. Insurers make their estimates and formulate their plans and predictions based on data that is clean, dependable and relevant, which is significant either by volume or by the representative nature of the samples studied. In emerging economies, for all its data needs, whether related to human lives, livelihoods or assets exposed to disasters, insurers tend to depend only on governmental data.



- h. Restricting Insurers from overexposing themselves or going beyond their capacity: Insurers are able to accept only a limited volume of risks and need to limit their individual exposures to certain levels based on the limits of their financial capacity. Traditionally, insurers and reinsurers do not prefer to over-expose themselves to risks in one geographical location or those situated in one cluster. Given the devastative nature of damages due to catastrophes and the extensive geographic areas that can get affected by a single incident, insurers need to limit their disaster risk exposure at specific levels.
- Insurer of Last Resort: In case the liabilities of insurers go beyond a threshold level, i.e. beyond their capacity after exhausting reinsurance support, there should be a system whereby the government being the 'Insurer of Last Resort' bears the balance of the losses so that insurers do not go bankrupt.

Once established, some of the activities may need regulatory supervision, while some of them may not.

Insurers, Governments and Groups like the SAARC, ASEAN, BRICS and BIMSTEC need to state their commitment to sustainability. The "Kyoto Statement" of the Geneva Association declares that insurers would "play a major and concerted role in the global efforts to counter climate risks". The Statement emphasizes the need to create a structure of sustainable, market-friendly incentives for climate risk adaptation and mitigation and exhorts insurers whose core expertise is managing the balance between risk exposure and financial stability to suggest how to do it effectively. The Statement urges policy-makers to collect robust data, make it freely available to facilitate risk assessment and solutions where premiums are risk-based.

Multi-country groups like the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the Association of Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) and the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) should likewise come together and unequivocally declare their commitment towards mitigating disasster and creating ex-ante measures for financing disaster losses.

The fact remains that every country has its own localized version of 'spiritus mundi,' symbolizing the spirit or social and cultural values characteristic of an era of history. In this context, one should be conscious that countries have their own unique set of challenges, historical footprints, societal identities, value systems, appetite for development, common behavioral traits like the Bangladeshi spirit of resilience – all of which call for a unique set of solutions, which get evolved at the appropriate time in history.

Post script: The views expressed in this article are of a purely academic point of view and clearly non-prescriptive. The views are those of the author and do not reflect the views of his employer, the publisher or any other entity.



Reference:

- 1 'Bangabandhu Pioneer of globally acclaimed disaster management' 'Bangabandhu contributed hugely to building disaster resilient nation, 'Daily Sun, 10 August 2017 https://www.daily-sun.com/printversion/details/246869/Bangabandhucontributed-hugely-to-building-disasterresilient-nation
- 2'Ibid Statement by Md. Reaz Ahmed, Director General of Department of Disaster Management of Bangladesh.
- 3'Bangladesh becomes role model in disaster management: PM', Daily Sun, 14th October 2019, https://www.daily-sun.com/ print version/details/431042/Bangladesh-becomes-role-model-in-disaster-management:-PM
- 4'Elegy Written in a Country Churchyard' by Thomas Gray is a meditation about death as the final estate of the human condition, regardless of wealth, position, or power. The narrator in the poem finds comfort in pondering the lives of the poor folks from the village, the obscure rustics buried in the churchyard, whose tombstones are just simple, roughly carved stones.
- 5'Want to get Bangladesh ready to face any calamity', The Independent, 13 Oct.,2019- http://www.theindependentbd.com/home/print-news/219257
- 6 'PM seeks global leaders enhanced awareness about climate change' 9 and 10 July 2019, 'Global Commission of Adaptation' held in Dhaka https://www.daily-sun.com/post/406121/2019/07/10/PM-seeks-global-leaders- enhanced-awareness-about-climate-change
- 7'Advancing Disaster Risk Financing and Insurance in ASEAN Member States: Framework and Options for Implementation' by World Bank and GFDRR (April 2012) https://www.worldbank.org/en/programs/disaster-risk-financing- and-insurance-program/publication/advancing-disaster-risk-financing-and-insurance-in- asean- member-states

8'ibid

- 9'Asia-Pacific Input Document for the Post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction and the Bangkok Declaration on Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific were released at the Sixth Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction at Bangkok, Thailand (22-26 June 2014).
- 10'The Malta Forum on Legal Issues for Adaptation to Climate Change was set up in 2011 by the University of Malta and the Catholic University of Leuven with a mission is to serve as a place of discussion, continuing education and advice on developing a legal framework for adaptation to climate change in the EU and beyond. References are to the February 2012 deliberations.
- 11'Emerging countries affected by insurance gaps'- http://www.munichre.com/en/reinsurance/magazine/topics-on-line/2013/02/risikomanagement/index.html
- 12'Leveraging the Contribution of International Reinsurance Markets', Leigh Wolfrom, Insurance Policy Insights, Dec. 2018, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)- https://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Leveraging-reinsurance-market.pdf
- 13'Emerging countries affected by insurance gaps', Ernst Rauch and Dr. Laila Neuthor, Munich Re (April 2013)
- 14"Kyoto Statement of the Geneva Association" was a major commitment of the world's largest insurers, attesting the deep concern of climate change and its consequences for the insurance industry, signed CEOs of 60 insurance and reinsurance companies across the world on 2nd July2009
- 15 'Spiritus Mundi' https://en.wiktionary.org/wiki/spiritus_mundi







Afsar Uddin Ahmed

The group life insurance pool is a mechanism under which the employees of smaller companies are covered for group life insurance and most of the advantages of a large group life insurance scheme are provided in the pool at a very competitive cost. Pooling is not a new concept. It has been used in reinsurance where risks are pooled together, insurance companies also form pools to protect against losses through catastrophic events.

Under the pool the participating employers (or the trustees) sign a simple document to join the pool and all premiums paid by participating employers are pooled together. When someone makes a claim the payout comes from the collective premium received and held in the pool.

The service provider (Pool manager) usually charges a fixed percentage of the premium received as administrative cost and the part of the balance after payment of claims is distributed as profit commission to the participating employers or funds. Some group life pool may use part of the surplus (total premiums received - claims paid/payable administration charges) to create special reserves to smooth out any unexpected claims experience year by year.

The group life pool can be established by any organisations for employees of smaller enterprises under group insurance agreement when no insurer will be interested in offering group insurance mainly because the number of employees is small. However the premium rates must be approved and provided by a life insurance company. The pool can offer group term insurance for death, disability and income replacement when an employee is unable to work. A company can receive return of a part of premium at the end of each period either based on the companies experience or based on claims experience of the pool.

The group life pool can offer:

- 1. group insurance cover when no insurer will cover employees of smaller enterprises at a competitive price
- 2. group Insurance cover for all companies or any number of employees
- 3. affordable financial security for your employees at low cost
- 4. potential tax free payout to employees' family
- 5. potential for return of premium as profit if a company or trustee has no claim or the claim experience of the pool is favourable

Actuary, 8 Duntroon Avenue, Australia



- 6. premium freeze option so you can freeze the amount you pay as premium
- 7. easy life insurance application usually no medical tests
- 8. advance payout of part of the claims to help with funeral, legal and other unexpected costs
- 9. Anyone can establish the Pool but premium rates are to be provided by a life insurance company with appropriate reinsurance arrangement.

Insurance Cover Formulas and Premium:

The employer or trustees can introduce their own formula for calculating amount of coverage. They can also choose from any of the following benefit or insurance formula. In modern days the insurance coverage is determined in the light of the total retirement benefits payable from a fund and the account balance Or reserve for the member. The insurance coverage is usually arranged to make up the shortfall determined as the difference between the total benefit payable and the account balance (or reserve) of a member at the time of calculation. All the formulas below are needs based and is a reflection of modern day practice.

1 Unitised Cover:

The unitized cover is a formula that offers various amounts of sum insurance by age attained for a fixed amount premium amount which does not change over time. While the insurance premium remains level the amount of cover will reduce as the employee's age increases. Depending of the amount of required starting sum insurance multiple units of cover can be arranged. This type of insurance cover formula is quite modern and is suitable when blending of account balance and insurance cover to a required lump sum is aimed at. An example of rundown of sum insurance for fixed amount of premium under a unitized cover is as below:

Death and or TPD Cover amount for each unit of cover

Age at entry (nearest birth day)	Death and/or TPD Sum Insurance Taka
Up to age 30	50000
31- 40	41900
41	30800
42	28200
43	25600
44	23100
45	20700
58	5300
59	4800

Under this formula the death benefit will be insurance cover plus account balance.



2 Sum Insurance = n times of annual salary less account balance:

This type of insurance cover formula is chosen when total defined benefit on retirement or on other contingencies is multiple of annual salaries (average or final or final average salary). For example the total benefit payable is 7 times of final average annual salary and the member has an account balance of AC, then insurance coverage required for the member equals (7 times of final average annual salary – AC).

3 Sum insurance = x% * Total Service * Annual Salary less account balance :

In order to use this determination, benefit rate (x%) per annum, if not available, will be required to be estimated or calculated. In this formula the salary rise, increase in account balance, the annual benefit rate and total expected service to retirement will influence the amount of sum insurance or insurance cover required.

An employee joins at age 25 and retiring at age 59 is expected to have 34 years of service or membership. With a benefit rate of 20% will have a retirement benefit of 20%*34*annual salary at retirement or 6.8 times of annual salary. At retirement the insurance cover is expected to be nil and any time before the retirement the group insurance cover required will be (6.8 time of annual Salary (or final or final average) at the time of calculation minus the account balance AC). This formula can be used for defined benefits retirement schemes when the account balance will be replaced by reserves build up for a member.

4 Sum Insurance = x% * Future Service * Annual Salary at the time of calculation:

This formula is usually used for accumulation of retirement benefit where x\% is traditionally taken as the total contribution rate paid into the fund or retirement vehicle. This formula assumes that the accumulated funds will at least be equal to the total contributions based on current annual salary so that the increase in account balance at least makes up the amount of sum insurance which may be reduced with the reduction of future service.

A member with future service of 20 years will have a sum insurance of 4 (20% (benefit rate) * 20 years) times of annual salary and the amount payable on happening of a covered contingencies at that point of time will be AC1 + 4 times annual salary. (AC1 = Account balance at 20 years prior to retirement). The formula is suitable for accumulation type of retirement schemes.

The amount of insurance cover with only 10 years of future service will be 2 (20% * 10 years) times annual salary and the amount payable on happening of a covered contingencies at that point of time will be AC2 + 2 times annual salary. (AC2 = Account balance at 10 years prior to retirement). Depending on the investment performance AC2 is likely to be substantially larger than AC1.



Some numerical examples to explain the formula (for group life only) are set out below:

An employee aged 45 with a salary of Tk.50000 a month (annual salary= Tk.600000)

Retirement Age: 60 years.

Past Service: 5 Years.

Account Balance: Tk. 50,000

	Group Life formula	Group Life cover amount	Comments
Unitised Insurance cover	Any number of units from the table based on age and category of employees can be taken. For the example an employee is entitled for 10 units of cover from the table in the formula.	Tk.207,000	Premium remains fixed and the amount of cover changes with age. The benefit payable will be Tk.207000 + Tk.50000.
Sum Insurance = n times of annual salary less account balance	Any number of times of annual salary less account balance or reserve. For example an employee is entitled to 5 times of annual salary as defined benefit and the insurance cover is 5* annual salary minus account balance.	Tk. 295,0000	Premium is based on the group life premium quoted. The death benefit = Insurance cover plus account balance. This is an old style benefit.



x% * Total Service * Annual Salary less account balance	X% of total service times annual salary less account balance. X% will depend of category of employee. The example employee is entitled for x=20% times of total service	20%*20*12* 50000 less account balance = Tk 23,50,000	Premium is based on the group life premium quoted. The benefit payable = Insurance cover plus account balance or reserve.
	(20 years) times annual Salary		
X% of future service time annual	X% will depend of category of employee. The example employee	20% *15 * 12*50000 = Tk.	Premium is based on the group life premium quoted.
salary.	is entitled for x=20% times of future service times annual Salary. The benefit payable will be account balance	18,00,000	The death benefit = Insurance cover plus account balance. This is a
	plus insurance cover.		modern style need based benefit design.

Profit Commission:

All group life arrangements participating in the pool may be eligible for profit commission. The profit commission structure can be of many types and the simplest one is the distribution of profit between pool service provider and the employers participating in the pool based on the experience of the whole pool.

Example:

Participating employer receives 60% of the profit Pool service provider will receive 40% of the profit

Profit = 80% of the earned premium less claims paid and payable. Each employers' share = 60% of (80% of earned premium less claims paid and payable)



Numerical Example:

Employer A

Number of employees: 10 all aged below 30 years.

Sum Insured per employee= Tk. 100,000 (2 units of death cover from Unitised formula)

Annual Premium = Tk. 300 per employee (assumed)

Total annual premium = Tk.3000 (assumed earned)

The pool has a claim paid and payable for all groups in the pool = 50% of the annual earned premium

Then the profit commission payable to the employer = 60% * 80% * (3000 - .5*3000) = Tk.720

Actual cost of insurance for that year = Tk. (3000 - 720) = Tk 2280. So the cost reduces by 24% and the net premium per member reduces to Tk.228 instead of tk. 300, the initial premium.

Conclusion:

The article has been prepared in a short notice and I accept the responsibility of any shortcomings that may appear in this quickly prepared document. In case anyone has any questions you are welcomed to contact me.

The short paper had in my mind for quite some time and now it is in black and white only to reflect on the way the group insurance is arranged in Bangladesh and alternative formulas which are more resource efficient. In developed countries the group insurance is arranged as a part of retirement benefit funding scheme (Lump sum or pension). A basic benefit is defined under a scheme where there are accrued assets (or account balance or reserve) referable to a member. The amount of difference between the accrued assets and the basic benefit defined is covered under group insurance. The benefits payable in this defined schemes increase with the increased duration of membership but the insurance coverage required slowly reduces and it results in reduced insurance cost and greater retirement benefits if the savings are used for increased retirement benefit funding.

In Bangladesh I am not aware of any group insurance scheme which is taken in consideration with the retirement benefits scheme. The group insurance is usually established as an independent scheme with no interlinking with retirement benefit scheme. This type of benefit arrangement does not reflect the needs of the member. When a member grows older the needs for death benefit reduces and the needs for retirement benefit increases. As the insurance premium increases with the increase of age the group insurance schemes in isolation is not a sign of efficient use of resources which could have been used to supplement retirement benefits.





Hassan Scott Odierno, FSA

The World Bank is currently assisting Bangladesh in improving its insurance industry. This puts Takaful at a crossroad: will Takaful continue to look very similar to traditional (non-Takaful) products or will Takaful look different and unique? In my mind this is where we need to show the beauty of not only Takaful, but Bangladeshi Takaful.

There are many markets and product types for Takaful worldwide. Takaful is used for motor, fire, medical and personal accident coverage in addition to many other types of general coverage. Takaful is also used to cover Islamic loans and savings products in addition to other types of family coverage. Where Takaful is weak globally is in the mass (micro) market. Unfortunately this is precisely where we need Takaful the most in Bangladesh.

Micro-Takaful has yet to truly take off worldwide. There are several key reasons for this:

- Takaful product structure has tended to look and operate very similar to traditional insurance. This is fine for some types of Takaful products, but less so for the micro market.
- Agency force has been the main distribution channel for Takaful in many markets. With agents focused on earning commissions, there is very little incentive for the agent to venture into the micro market.
- Regulations have not been friendly to micro-Takaful. Succeeding in the micro market requires innovation and creativity which regulations need to allow for.
- The public has not been very aware of their risk management needs. As awareness of risk management grows, insurance (and Takaful) penetration will naturally grow.

The whole goal of insurance in general and Takaful in particular is to help the people with their risk management needs. In Takaful this can be fine-tuned to be people helping people. In Bangladesh this concept is already well established. In the field of micro finance Bangladesh is known globally for its innovative methods which truly work to ensure people are helping people. For instance micro loans in Grameen Bank are not simply given out to an individual, but rather groups of individuals bond together to guarantee each other. If one does not pay then the others chip in to pay. This is a Bangladeshi solution which can work world-wide. There is absolutely no reason Takaful in Bangladesh cannot have the same reputation, with a unique Bangladeshi solution being used worldwide.

Partner, Actuarial Partners Consulting Sdn Bhd, Malaysia



Takaful product structures need to have the same look and feel of micro-finance in Bangladesh, namely people grouping together to help and guarantee each other. One structure which is being used in markets such as the UK, Australia and the United States is a discretionary mutual. With such a structure, groups of participants get together to form risk pools. These participants would not be strangers, but rather be connected in some way, such as residents of a community, cancer survivors, workers in a particular group of factories or whatnot. Since the participants are connected in some way the Takaful coverage can be packaged with other services and benefits, thus turning the discussion around from the purchase of Takaful on its own to being involved in these other services and using Takaful as risk management. This will not only change the perception of Takaful ("since I purchased Takaful I should try hard to make a claim so I don't lose my money") but also teach risk management, a vital skill needed in this market segment.

As the agency force is not well suited to sell this type of product, other distribution channels will need to be nourished. For instance, the members of a community might get together to form a pool to help each other if there is a death. The pool might arrange for the funeral rites at the masjid, arrange for the burial services and quickly spreading the news of the death of the participant for attending the funeral prayers, and also provide some amount to the family of the deceased to assist in the immediate costs and arrangements. This community would not require high commissions to form this pool as the community itself is the one who will benefit. The Takaful operator will charge a fee for managing the pool and the remaining amount would completely belong to the community. If there is any balance (surplus) at the end of the year then this would go back to the community.

This type of structure will require regulations to allow it to exist and grow, and also public service programs to spread awareness of the need for risk management in our lives. Thus Bangladesh is at a crossroads for Takaful and has the unique opportunity to take the lead globally in micro-Takaful. Growing this market segment will also greatly increase insurance penetration, an indicator of the risk management capabilities of a nation.

For further discussion the author can be contacted while in Bangladesh assisting the World Bank or at hassan.odierno@actuarialpartners.com or https://www.linkedin.com/in/ hassan-scott-odierno/





Pradip Sarkar

Bancassurance is a unique concept. It is one of the distribution channels for insurance companies. It works through partnership arrangement between the Insurance Company and Bank. The arrangement gives access to Insurance Company to huge readymade client base of bank to sell them the Insurance Products. In return Banks get Commission for the products sold through this channel. On the other hand the customers get financial services under one roof. Hence, the arrangement is the win-win situation for all the three stakeholders.

Bancassurance was originated in France and spread in Europe rapidly and it is still a dominating distribution channel in UK, France, Germany, Italy and Spain. In Poland and Turkey Bacnassurance is likely to grow with fast pace in the coming years.

However, in USA Bancassurance has started only after passing of Gramm-Leach Bliley Act 1999.

Bancassurance is successfully present in Latin American countries like Mexico, Brazil and others.

In China presence of Bancassuarnce is relatively low due to the fact that many banks fear loss of brand reputation by misselling of insurance products as Insurance is beyond their knowledge domain. But many feel that it is a temporary phase and Bancassurance will gain sufficient access in near future.

Bancassurance has registered its significant presence in Korea, Singapore, Indonesia and the Philippines.

In India, ground for Bancassurance was laid down immediately after opening up of the Insurance Sector. IRDAI, the Indian Insurance Regulator came into existence in 2000 and the Government of India notification (under Banking Regulation Act) dated August 3rd 2000, given the clearance for the Bancassurance. Notification of IRDA 2002 – Paved way for Banks to act as Corporate Agents. Since then this distribution channel has grown significantly. As of now in Indian Banks may work as Corporate Agent of Insurance Company or as a Broker. In India about 10% of Life Insurance business and 6% of Non-Life Insurance business are procured through Bancassurance channel.

Principal, College of Insurance, Insurance Institute of India, Kolkata, India.



In Bangladesh, Banks' Branches are spread all over the country. The trustworthiness of Banks in the eyes of general people of Bangladesh and well spread net-work of Bank across the country are the strong driving points for having partnership arrangement with the Banks by the Insurance Companies. This will definitely help in spreading Insurance and increase the penetration level.

However, in general the following factors have mainly led to success of Bancassurance all over the world-

- 1. It offers an additional non-banking profit center for Banks
- 2. Requires little or no capital outlay by Bank
- 3. It provides one-stop customer service for almost all financial service.
- 4. Provides for greater customer lifecycle management.
- 5. Diversify and grow revenue base from existing relationships.
- 6. Cost effective use of premises
- 7. Insurers get access to huge clientele base of Banks
- 8. Insurers develop customized products for Banks' Customers
- 9. As Insurer get huge customer base, products become cost effective for those customers.
- 10. As Bank remains in the forefront in selling process the trustworthiness of bank prevails over the mistrusts towards Insurance Companies wherever it exist. Of course this mistrust needs to be improved to run the arrangement successfully.
- 11. It is the cost efficient new sales channel for Insurer.

There may be various models for Bancassurance. But under present situation the best model for Bangladesh will be Tie-up model. Under this arrangement there is a tie-up between a bank and an insurance company and the bank only markets the products of the insurance company. Except for marketing the products, no other insurance functions are carried out by the bank. Through this arrangement Insurance Companies will get immediate access to huge clientele base of Banks whom they can sale their products (life and non-life). On the other hand Banks will be protected against unforeseen losses to the assets they have financed. The loanees may also be insured against their lives. In case of unfortunate and premature death the life Insurance will pay the Life Insured's dues if any, to the Banks. Moreover Bank will earn Commission as an agent for selling the Insurance Products. This is a good amount of Non-Banking Income with almost nil investment for the participating Banks.



Though theoretically the Bancassurance appears to be simple but actual implementation needs to be meticulously planned. The planning should take care of the followings-

1. Generality of the agreement: -

Describing the parties of the agreement, the purpose of agreement with time period and also terms of renewal.

2. Responsibility of the Banks:-

- How the proposal will be generated and passed on to Insurance Company
- How the premium will be paid to the Insurance Company
- Software integration process if it is to be done. It is always preferable to have integration of software so that proposals generated in Bank Branches need not be underwritten through fresh data entry at Insurer's end
- Marketing efforts by banks
- Procedure for deployment of front desk dedicated manpower by Bank for selling Insurance Products
- Mis-Report generation and reporting system.
- Claim processing assistance
- · Grievance redressal method

3. Responsibility of Insurance Company:-

- Collection of proposals
- · Policy issuance methods with time frame
- · Defining Insurance products and price for selling by banks
- · Product trainings to bank officials
- Commission structure and payment timeframe
- Incentive scheme for better achievement.
- Claim procedures-
 - (a) Requirement of Documents- Role of Bank in the claim process
 - (b) Time frame of claim settlement
 - (c) Claim remittance procedure
- · Grievance Redressal Method



(4) Other relevant aspects to be mutually decided

There is threat of loss of reputation of Banks if they fail to serve the Bancassurance customers due to failure or delay on the part of Insurance Companies. Banks employees engaged in selling Insurance Products will require to answer the queries of the customers. Hence, they should be trained properly about the products and claim procedure. On the other hand Insurance Company needs to develop their professionalism to serve the Bancassurance Underwritings and Claims in transparent and time-bound manner.

In India there was initial resistance by the employees of the Banks to sell the Insurance Products because they felt that it was beyond their Core activities and outside their domain knowledge. The same resistance may crop up in Bangladesh too. But this is a temporary resistance and can easily be overcome by managerial techniques. They should be trained for Insurance product knowledge, sale technique and initially Insurer should hand hold them to have a good start. For motivation good performers should be rewarded by way of cash prize and promotional preferences. However, the most important thing to remove this bottleneck is to have Bank's and Insurer's "Strong Management Closeness and Commitment" for the success of the Bancassurance.

At the initial stage simple Life and Non-life insurance products are to be sold through Bancassurance.

Life products like Endowment Plan, Term plan (particularly for loanees so that in case of death, Bank's loan is realized through Insurance payment.), products in relation to Children Educational Plan / Marriage Plan, Health products as standalone or as rider may be considered. Non-life products like Personal Accident (Individuals), Stand Alone Health Policy, Motor Own Damage Policy, Motor Third Party Policy, Fire Policy for Householders and Business premises and such other simple products may be considered.

As a steps towards financial inclusions in Bangladesh Mobile Banking has gained access particularly with the young generations. Hence, Bancassurance products should also be available for selling through Mobile Banking. A good number of Bangladesh young and educated population are employed abroad. They are economically well-off and they think about the security and safety of their near and dear ones residing in Bangladesh. As they are tech-savvy they may like to buy Bancassurance products through Mobile Banking.

The Insurance regulator IDRA has to play its role to promote this Channel by way of formulating rules and guidelines. They have also to see that there is no misselling through this channel. They should also monitor that account holders are not forced-sold the Bancassurance Products against their will or without their knowledge by debiting their accounts.





AKAH Chaudhuri

Introduction: Bangladesh is advancing fast in the arena of sports, both nationally and internationally. Various types of sports are being played here widely and notable amongst them are Football, Cricket, Hockey, Golf, Boxing, Wrestling, Volleyball, Seasonal sports in schools, colleges, universities, Ha-do-do in villages etc. All types of facilities, grants, donations are also being provided by the present benevolent government, under the leadership of honourable prime minister Sheikh Hasina, the daughter of great Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman the father of the nation, for the overall development of sports in the country. For long it is being felt about a Sportsmen's Comprehensive Insurance which should not only cover traditional death & bodily injuries to a player arising out of a play, but in addition should also cover loss or damage to player's equipments and his/her liability to a third party.

In course of plays, it is a constant phenomenon that players are quite often injured whilst at play, breaking their fingers, hands, legs or any other minor or severe injuries incapacitating their activities or even leading to unfortunate death. A player may also create liability by injuring third parties or damaging their properties whilst at play. There is also the question of loss or damage to player's equipments & tools. But have the insurance companies specifically thought anything about their financial protection through the mechanism of insurance? This deficiency has led us to think about introducing some sort of financial protection, emanating from the aforesaid unforeseen contingencies, specifically for these sportsmen.

In this paper it is being proposed for a specialised type of policy, specifically for the sportsmen which will take care of their accidental, death/bodily injuries or permanent total or partial disablement whilst in course of play or even outside play at any time of day or night during the policy period. There is also the question of liability being created by these players to third parties for causing accidental death or bodily injuries or property damage whilst at play. The question of accidental loss or damage to the insured's equipments cannot also be ignored, which will find a place in the proposed policy coverage. As the entire Bangabandhu family (including his sons & daughters) is a sports loving family, it is thought that introduction of such a policy would be a real gift and honor to the father of the nation, the great Bangabandhu, on his 100th birthday.



The policy will have the following Salient features:

Sl. No.	Identification	Policy Features
1.	Policy designation	The policy shall be named as "Sportsmen's Comprehensive Insurance".
2.	Objective	The policy is basically meant for all types of players, whether professional or unprofessional, of all types of games, who would like to provide a reasonable amount of money arising out of his/her accidental death or bodily injury or disablement as per policy schedule. The policy shall also take care of the legal liability being created by an insured player for causing death/bodily injury or property damage to third party whilst playing in tournaments, friendly matches, sporting events, warm-up matches, trial /practice matches etc. Loss or damage to own equipments and tools are also considered under the policy.
3.	Perils covered/ policy cover:	Section I: Own injury: Protection against death/ bodily injury to the insured player arising from any accidental means either at play or outside play at any time of day or night, as per policy schedule. Section II: Sports Liability: Protection against creation of legal liability by the insured player arising out of death/bodily injury and damage to the property of third party whilst at plays, tournaments friendly matches, sporting events, trial matches, warm-up & practice matches etc, as per policy schedule. Section III: Loss/Damage to Equipments: The policy covers any accidental loss or damage to insured's playing equipments, tools, apparatus etc. up to Tk. 10,000.00. This amount may be increased by a proportionate increase of the relative premium.
4.	Sum-insured:	 (i) The standard sum-insured under Section I shall be Tk. 1,00,000.00, which can be increased by payment of prorata increase in premium. (ii) Insured's legal liabilities under Section II shall be limited to 50% of the sum-insured under Section I. If the sum-insured under Section I is chosen for a higher amount, the liability limit under Section II shall also proportionately increase. (iii) Limit of Cover under Section III Tk. 10.000.00.



5.	Premium:	The standard premium for all the sections shall be Tk. 285.00 per year + VAT & stamp duty. Premium break-up! Section I Premium Tk. Section III Premium Tk. Section III Premium Tk.	60.00
6.	Policy period:	1 year. Auto renewal is allowed subject to premium.	payment of
7.	Age limit:	16 to 65 years.	
8.	Schedule of Benefit: (a) Section I: Own injury benefit: Nature of Injury: A. Death Tk. 1,00,000.00 (Capita B. Permanent total Disablement Tk. 1,00,000.00 (Capita Capital sums in accordance with the following scale or percentages		
	1. Permanent total loss of 2. Total loss or permane. 3. Total loss or permane. 4. Total loss or permane. 5. Total loss or permane. 6. Total loss or permane. 7. Total loss or permane. 8. Total loss or permane. 9. Total loss or permane. 10. Total loss or permane. 11. Total loss or permane. 12. Permanent total deaf. 14. Permanent total deaf. 15. Total loss or permane. 16. Total loss or permane. 17. Total loss or permane. 18. Total loss or permane. 19. Total loss or permane. 19. Total loss or permane. 20. Total loss or permane. 21. Total loss or permane. 22. Total loss or permanent. 23. Total loss or permane. 24. Total loss or permane. 25. Total loss or permane. 26. Total loss or permane. 26. Total loss or permane.	f sight of both eyes nt total loss of use of two limbs nt total loss of use of right arm nt total loss of use of left arm nt total loss of use of right fore arm nt total loss of use of left fore arm nt total loss of use of right hand nt total loss of use of left hand nt total loss of use of left hand nt total loss of use of one thigh ent total loss of use of one leg or below the knee ent total loss of use of foot of sight of the one eye ness in two ears	100% 100% 75% 60% 65% 55% 60% 50% 40% 50% 40% 50% 15% 25% 20% 15% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 5% 3%



(b) Section II: Sports Liability benefit: Legal liability of the insured as per "Sports Liability Cover" under Section II of the policy shall be limited to Tk. 50,000.00. This will proportionately increase with the increase of the sum insured under Section I. (c) Section III: Loss/ Damage to Equipments: The policy covers any accidental loss or damage to insured's playing equipments, tools, apparatus etc. up to Tk. 10,000.00. This amount may be increased by a proportionate increase of the relative premium. To popularise this insurance the policy envisages simple claims procedure. On the happening of a loss the insured Simple Claims 9. (a) Inform the insurance company Procedure: (b) Submit Claim Forms (c) Submit Medical report, GD/FIR copy (d) Submit the postmortem report (incase of accidental death) (e) Succession Certificate (in case of death), unless nomination made. Policy may be taken individually, or collectively by a club or organisation for their designated or all members in which 10. Choice case a premium reduction (say 10%) is envisaged.

Before introducing the policy in the market, it would need prior approval of Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA). This type of comprehensive policy is not yet in operation in Bangladesh and I have reasons to believe that this policy will be widely accepted by all those who are engaged in various types of sports, but running the risk of self injury and creation of liability to third party.

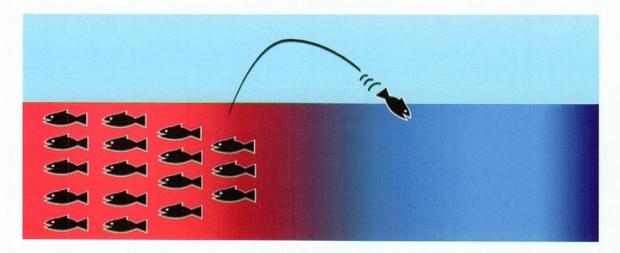
If this Insurance is accepted by IDRA, I feel that this policy would be a best gift on the 100th Birth Anniversary of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and then this Insurance Policy may be dedicated in Bangabandhu's name and entitled as "Bangabandhu Sportsmen's Comprehensive Insurance" with the approval of the concerned authority.





Best Opdebeeck

Bert Opdebeeck is the founder of Microinsurance Master, the sector's first accelerator programme, that helps microinsurance to build more and better solutions for the low-income communities they serve.



There are 79 insurers in Bangladesh battling to serve the country's upper-income classes, leading to bitter competition Yet, there are about 40 million citizens, that have hardly any form of insurance.

The upper-income market segment is a true Red Ocean, as described in the Blue Ocean Strategy by W. Chan Kim and Renée Mauborgne:

"industry boundaries are defined and accepted, and the competitive rules of the game are known. Here companies try to outperform their rivals to grab a greater share of product or service demand. As the market space gets crowded, prospects for profits and growth are reduced."

The low-income communities in Bangladesh, and in all other emerging economies are under- or uninsured. That's the perfect Blue Ocean:

"an unknown market space, mostly untainted by competition."

The Bangladeshi insurance market is far from atypical. Recent research pointed to the huge untapped demand for microinsurance in Ethiopia and Zambia.

Courtesy by: Bangladesh Insurance Association (BIA)



Inclusive insurance is reaching an increasing number of low-income communities but these numbers pale in comparison against the potential of three billion people who could benefit from microinsurance cover.

Insurers in emerging economies aren't short-sighted



Serving emerging consumers is a business of doing good. And, if done well, it is also good for the bottom line of the business.

And insurers in emerging economies can literally see the opportunity every day on their commute to work.

Insurers not short sighted. They recognise that they are almost exclusively serving middle and upper-class segments of the population. Most are keen to tap into this Blue Ocean of microinsurance to serve and grow with these emerging consumers.

So, if insurers generally recognise this potential, why aren't we seeing a more concerted involvement and eagerness to develop microinsurance?

There are many hurdles. Challenges outside or on the outskirts of the insurer's influence include the need for adopted regulation, lack of insurance education, and the lack of effective and efficient distribution channels.





A.B.M. Nurul Haq

Introduction

Of late, the word 'Ethics' is a much talked about word, the violation of which has brought all pervasive dangerous consequences in our personal, social and economical lives. Therefore, the need for ethical practice has become all the more important in the present context of our national life.

Definition of Ethics

Ethics has been defined in different ways by different writers. Professor A.B.M Akhtarul Hag in his book, Essence of Ethics writes about ethics as follows:

"Ethics can be defined as a science that appreciates human conduct in the light of the moral idea. The English word 'Ethics' is derived from the Greek word 'ethica' meaning matters pertaining to 'ethos' or 'character' that is, the manners, customs and habits of men. Similarly, the word 'moralia' meaning things pertaining to the 'more' or our manners, customs and habits. The etymological meaning of 'Ethics' or the science of morality suggests that it is a science that deals with the manners, customs and habits of men. The nature of our manners, customer and habits are determined by our conduct or self-willed activities. Ethics then, is the science of human conduct."

From the above discussion, it will be evident that ethics devolves around voluntary activities of human being. If we analyze our activities, we will find that some of our activities are voluntary while others non-voluntary. Therefore, our all activities can be divided into two main divisions, i.e. voluntary and non-voluntary. If anyone does a thing at his own will or according to his own choice, that is called a voluntary or self-willed activity.

This self-willed activity can be right or wrong, good or bad, legal or illegal. As for example, if anyone helps a blind person to cross the road, it is ones' good work done voluntarily. Again if anyone steals the goods of another, it is one's bad work done voluntarily.

Conversely, if any one is forced to perform an activity, it is one's non-voluntary activity. Thus, if a policeman is asked to catch the thief dead or alive and subsequently in the encounter if he kills the thief, it is his non-voluntary activity. In ethics, we are concerned with voluntary activities of human beings.

Here, we shall discuss the unethical practices being conducted by the stakeholders in the insurance sector.

Senior Consultant, Global Insurance Limited



Unethical Scenario in Insurance Sector

Insurance business is regulated by acts, rules and regulations enacted by Government. In our country Insurance Act, 2010 and Insurance Rules thereof are in vogue to regulate insurance business. Any violation of the provisions of acts, rules and regulations are bound to create chaos leading to dire consequences in the market. And, if such violation is done voluntarily then it becomes an ethical problem on the part of those who are involved in such activities. Some of the unethical practices which are prevalent in our insurance market, particularly in general insurance business, are explained bellow:

Firstly, our insurance market is a tariff market. There is hardly any scope to compete on rates. There is a Central Rating Committee, under Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) to formulate premium rates, streamline policy terms and conditions, to guard against any anomaly and undercut of rates in the market.

In the absence of opportunity to compete on rates, the companies have landed into an unhealthy competition on discounting or socalled commission. There is a mad race in the market on this count. The bad effect of such discounting is that the benefits are being enjoyed by the middlemen at the cost of the clients and the company.

Secondly, another drawback is credit business, specially in the case of marine insurance business. Legally insurance premium is to be paid in advance and risk shall commence only on payment of the requisite premium.

Sub section 1(3) of section 18- Rules, regulating the collection of premium stipulates as follows:

"No insurer shall share any risk of non-life insurance business in Bangladesh unless the premium payable or such part thereof as may be prescribed by the rule is received by him or any assurance is given to pay the premium by such person by such procedure or within the time prescribed".

But in the face of stiff competition amongst the companies, cover notes are being issued on credit as a result of which a portion of such premiums remain unrealised.

Consequences of Unethical Practice

The above and many other bad practices currently prevailing in the insurance market of Bangladesh have been eating up the vitality of the insurance sector. Allowing higher rates of discount, doing business on credit resulting into uncontrolled management expenses naturally tell upon the financial strength of the companies. Insurance companies act as trustees for policyholders. The financial strength of the companies must be sufficient to



pay all claims and also to discharge all outstanding liabilities. Besides, adequate reserve must be held to meet unforeseen fluctuations or unknown liabilities and the size of this reserve will vary with the volume of business written and the type of business booked.

Insurance sector has a definite role to play both in the economy and social arena of a country. But, a weak sector infested by various anomalies and malpractices can't fulfil this vital role, Besides, the policyholders who pay the premium in time to buy insurance protection and also don't avail undue discounting privilege are unduly penalized. This is unfair and unethical.

Robert J. Kiln in his article "The development of healthy insurance market in the third world", opined,

"I make the assumption that a healthy insurance market means a dynamic market capable of doing more than providing a steady home for the existing business of the country".

In nutshell, free and fair competition' financial soundness of the companies, spread of business, superior technical know-how, quality and quantity of people serving the industry and above all appropriate state supervision are the pre-requisites of a healthy insurance market devoid of unethical practices. It is doubtful whether the insurance industry as it exists in Bangladesh can satisfy these criteria.

Need for Ethical Practice

At this stage, we may dwell on a point as to why the question regarding the "Need for Ethical Practice and Code of Conduct for Insurance Business" has come up. There are acts, rules and regulations and you just abide by those rules of law and things will be set right. The law can be defined as a set of rules, established by society, to govern behavior within that society.

Any contravention of law is immoral and hence it follows that to uphold the legal bindings high moral standard' on the part of those who are involved in the deal, is required.

Regulatory Body

In the case of institutions to abide by the legal requirements, the role of regulatory body can hardly be overemphasized. The regulatory body is responsible to oversee so that the insurance companies conduct their affairs as per rules and regulations and any violation is strictly dealt with. The example of Lloyds' may be cited here. At Lloyd's these sorts of problems rare met by "a strict control over the financial stability of insurers and the audit of their underwriting accounts so that if they write business at uneconomic terms, or terms which may turn out to be uneconomic, then the audit will show it quickly and if it does, they must provide additional finance at once or they will be stopped from continuing to write business".



Professional Ethics

Professional ethics and corporate culture play a vital role in an organization. From the top executive down to the lower cadre of an organization should be committed to maintain certain ethical standard. Since the establishment of private companies in Bangladesh, there has been a conflict between the entrepreneurs and professionals. The entrepreneurs are yet to find out what should be the right role for them to play.

The people with whom the entrepreneurs have to work in close co-operation are the managers to whom they have to delegate the authority to oversee the ongoing efficiency of business.

Moral Behavior

Moral sense is inborn in man and through the ages it has served as the common man's standard of moral behavior, approving certain qualities and disapproving others' While this instinctive faculty may vary form person to person, human conscience has given a more or less uniform verdict in favour of certain moral qualities as being good and declared certain others as bad. A society is looked upon as worthy of honour and-respect which possesses the virtues of discipline, integrity' fellow feelings and has established a social order based on justice, morality and equality of men.

Introducing Code of Conduct

Introduction of a Code of Conduct and strict compliance of the same is required in a healthy market. In order to salvage the insurance industry from present chaotic condition, a Code of Conduct may be helpful. A Code to set standards to fair competition, to avoid undercut in rates and high rebating, to bring about professionalism etc. may ensure better results through self-motivated implementation of the same.

Lastly, thanks to Insurance Development and Regulatory Authority (IDRA) as they have already started regulating the insurance market very strictly and a set of instructions have been issued, the result of which will bring positive improvement.

Ensuring timely delivery is a core competence of an insurance company. This creates sustainable competitive advantage for a company. It is a deep proficiency and requires coordination of several departments and sections. It allow insurance companies to differentiate them from others and set strategies that unify the entire organization. In order to ensure timely delivery of services by an insurance company, all the departmental and sectional heads need to understand how customer's value is created through unique capabilities of the company. Then it is necessary to develop unique capabilities and qualities that are difficult for competitors to copy. Insurance companies may create a strategic roadmap that sets goals and yardsticks for competence building. Core competency be developed in the areas of product development, distribution, underwriting, claims management, risk management and so on.





Kazi Md. Mortuza Ali

Insurance represents a tool of prime importance in modern economies. It enables the insured's to reduce and better manage their risk exposures. The basic feature of an insurance contract is that the insured buys a future promise of payment contingent upon the occurrence of specified events. This means the insured pays his consideration at the very beginning of the contract. But before the insurer is called to "perform its part," the security profile of the insurer may have changed with time. Therefore, the long-term reliability of an insurance company must be beyond doubt. This has led the regulatory authority to enact regulations aimed at securing the long-term reliability of insurers. The concern for consumer protection has expanded the scope of insurance supervisory body and, therefore, greater consideration may be given to insurance consumers protection measures. The measures may be summarized as follows:

- (a) Increased standards for capital and solvency requirements.
- (b) Prudent investment and reserving rules.
- (c) Establishment of an effective information system
- (d) Improvement of market transparency
- (e) Providing all relevant information to insurance consumers
- (f) Entertaining insurance customer's complaints.

Supervisory body need to frame rules/regulation, guidelines to ensure customer protection measures. Strong commitment, integrity and honesty are essential qualities for all positions within the insurance industry. Further, to keep up with the times, on-going training and retraining of key personnel are a necessity. A properly performing insurance industry is not only beneficial to consumers but also the economy as a whole.

The Government regulatory body needs to ensure that the insurance companies adhere to the basic rules and ethics of business, which appears to be lacking.

Executives of private insurance company feel that their professional background, education and training in marketing is of little use in the company. This is simply because the present day unhealthy competition has led to unethical rebating practices. It is an open-secret that the bank officials are actively involved in channelizing the risks of their clients. It is alleged that there are gross violations of business norms and rules in respect

Director General, Bangladesh Institute for Professional Development (BIPD)



of collection of premium, documentations, payment of commissions etc. The professionals should realize that the unethical practices and untoward business tactics should be halted once for all for bringing about the desired discipline in the insurance industry.

Insurance and or Takaful is a community based business, whereby the policyholders contribute to a common fund and those who suffer losses are paid from that fund. This makes insurance a method of cooperation amongst the policyholders. Insurers are the custodians of policyholder's money and they are supposed to protect best interest of the policyholders. Insurers need to treat their customers fairly and friendly and at the same time must provide the services timely.

Insurers need to be transparent and disclose/clarify all terms and conditions of insurance contract to policyholders. For this, the insurers need to recruit capable and trained people in the sales force and competent and committed people in desk. Training of sales force is required before they are recruited and training be made compulsory not only for agents but also for employer of agents at least once annually. This is necessary to upgrade the sales force constantly with knowledge and behavior. Sales forces who are involved in unethical practices be retrenched immediately with exemplary punishments. The retrenched people be barred for recruitment by any insurance company. Premium or contribution should be adequate but not that much excessive which permit the insurers to allow underhand rebate.

How to build trust?

Insurance is essentially a business of trust between the insurer and the insured. This trust can not be developed, if insurers rely mostly on commission centric approach for business development in life insurance and unethical underhand rebate in non-life insurance. The only way insurers can build trust and confidence is through customer centricity. This has to be built into the culture of every employee of an insurance company. This has to be reflected in the day to day servicing of the policies, in meeting policyholder's grievances, in the settlement of claims, in pricing the product, in the observance of business ethics and in the behavior and attitude of insurance agents.

Customer service is an attitude, a culture and a collective way of providing best service and addressing customer grievances speedily. An insurance sales agent has to explain the features and benefits of the product and its conditions, warranties, restrictions to the prospective and existing policy holders. Honesty and integrity are important hallmarks of an insurance sales person. Salesmen need to be taught continuously how to deal with policyholders by keeping constantly in touch with them, to know their feeling, need and grievances. Policyholders be kept satisfied for all the time. Even if they are unsatisfied, they become the greatest source of learning.



How to meet Policyholders expectations?

Living up to the expectations of policyholders and timely delivery of services to insurance customers are the hallmarks of good governance. This is necessary to ensure accountability and transparency in functioning of organizations dealing with services to people. Insurance industry is essentially a service industry where expectations of policyholders are ever increasing toward quality of products. Besides, continuous awareness programs to safeguard the interest of policyholders towards timely receipt of services, it is necessary to codify time limit in every phase of dealing with customers. Appropriate use of information technology can ensure timely delivery of service to the policyholders while helping towards orderly growth of insurance business.

Ensuring timely delivery is a core competence of an insurance company. This creates sustainable competitive advantage for a company. It is a deep proficiency and requires coordination of several departments and sections. It allow insurance companies to differentiate them from others and set strategies that unify the entire organization. In order to ensure timely delivery of services by an insurance company, all the departmental and sectional heads need to understand how customer's value is created through unique capabilities of the company. Then it is necessary to develop unique capabilities and qualities that are difficult for competitors to copy. Insurance companies may create a strategic roadmap that sets goals and yardsticks for competence building. Core competency be developed in the areas of product development, distribution, underwriting, claims management, risk management and so on.





Jamal Mohammed Abu Naser

Ageing population in Bangladesh is more than 7.4% of total population, i.e. about 12.04 million population. It will be 22% and 44.50 million at 2050. Normally aged population has been considered the people who already cross the age of 60 years.

The global population aged 60 years or over numbered 962 million in 2017, more than twice as large as in 1980 when there were 382 million older persons worldwide. The number of older persons is expected to double again by 2050, when it is projected to reach nearly 2.1 billion.

A former U.S. secretary Pete Peterson earlier voiced his concern about growing ageing problem in the following words

"Global aging will become not just the transcendent economic issue of the 21st century, but the transcendent political issue as well."

Worldwide people now live longer years than before as if to prove the maxim 'Low fertility causes low mortality'

Life expectancy over the last four decades increased by 4 years in Bangladesh in average in each decade, which stood at about 73 years in the year 2018.

Decade	Life expectancy in years			
Decade	Bangladesh	India	Pakistan	
1990	59.47	58.35	60.77	
2000	65.32	62.58	63.16	
2010	70.20	66.62	65.20	
2018	72.49	68.56	66.48	

Source: World Bank Facts Book

Major vulnerabilities of people as they grow older (past age 60 years) are: lack of social dignity, economic crisis, accommodation problem, illness, failing health, physical assault, mobility problem, emotional vulnerability recreation problem, family burden and so for

CEO, National Life Insurance Company Limited.



the elderly People need economic support including food, cloths, medical care, housing, as well as cultural support.

Elderly people suffer from multiple health problems; e.g., weakness dementia, loneliness, tiredness, tooth problem, hearing problem, vision problem, body ache, lower backache, rheumatic pain and stiffness in joint, pronged cough, breathlessness, bronchial, asthma, high blood pressure, chest pain, disability, allergy, and curse of social isolation. These problems do not affect all elders in the same way. Different people begin to show symptoms of some of these (not all) problems appearing at different ages. The problems tend to aggravate as age advances.

The Constitution of Bangladesh recognizing the rights of elderly people. Old age allowance introduced in Bangladesh to ensure socio-economic development and social security for the elderly; increased dignity of elderly within family and community are all in keeping with the spirit of the constitution. The allowances are meant for strengthening of mental health through grant for Medicare and providing for nutritional support for elderly people. The Govt. of Bangladesh provides pension facilities to ensure social and economic security in old age for retired government employees. Bangladesh has also introduced Program Implementation Plan for protecting old age health and ensuring health care. This program aims to provide efficient and sustainable health service delivery and management system with skilled and special emphasis on the development of a sustained health system and improved and responsive efficient human resources.

The Parents' Care Act, 2013 of Bangladesh, a law to ensure social security of the senior citizens, compels the children to take good care of their parents. According to the law, the children will have to take necessary steps to look after their parents and provide them with food and shelter. Each of the children will have to pay 10% of their total income regularly to their parents if they do not live with their parents. Moreover, children will have to meet their parents regularly if they live in separate residences. Furthermore, under no circumstances are children allowed to send their parents in old homes beyond their wishes. The law also allows aggrieved parents to file cases against their children if they decline to support them. A first class magistrate court will settle issues related to the violation of the law. But many of above laws have not been fully functioning yet.

Many elderly welfare organizations work for elderly people and elderly people also get involved with these welfare organizations for elderly people.

There are many other initiatives taken by government and NGOs and social organizations for elderly. But all taken together are not enough to cover the whole elderly population of Bangladesh.



Preparing for the economic and social shifts associated with an ageing population is essential to ensure progress towards the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) included in the 2030 Agenda for Sustainable Development. The impacts of ageing upon economic development are

- (i) Decrease of labour input
- (ii) Decline of domestic saving ratio
- (iii) Increase in medical expenditure
- (iv) Increase of the pension burden etc. and

They in turn have adverse impact in the form of additional pressure on public finances, companies and households ultimately resulting in slower economic growth.

The Ageing Problem for Life Insurance caused by

a) Increases in life expectancy and b) Low fertility rates have long-term implications in matter of longevity issues reflected in the new and complicated insurance products catering to needs of old ages.

With improvement in the longevity there is a need for shift in underwriting rules, specially requirement for acceptance of sub-standard risks through any or a combination of the following alternatives needs to be recast.

- (i) Increasing premium (loading)
- (ii) Decrease in death benefits (lien)
- (iii) Change in class and period of assurance
- (iv) Postponement of risk

The numerical method of underwriting will also need to be reviewed in the light of updated findings.

Other than individual pension product or occupational pension scheme for govt. and corporate employee, innovational products like critical health insurance (CI), deferred annuity product, whole life endowment, insurance-linked securities, longevity bonds or specialized annuity product may also be offered to cope the ageing problem. Alternative risk management technique may be applied to minimize related risk associated with ageing.

Further, the assessment has to take into consideration the changed age scenario and overall improvement in the health-care system, improved economic conditions and greater consciousness of the people regarding availability of health-care facilities.

Previously unknown, the ageing problem due to lengthening lifespan and dropping fertility during last four decade generating demographic shift process and complex challenges in Bangladesh Society need to be addressed without any further delay requiring innovation in health, insurance, fiscal and social polices.





Prospects and Activities of Micro Insurance of Non-life Insurance Organization in Bangladesh _



Farzanah Chowdhury

Bangladesh context of Non-Life Insurance:

With the aim of reforming insurance industry, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman established the Sadharan Bima Corporation (SBC) and Jibon Bima Corporation (JBC) in 1973. There are 46 non-life insurance and 33 Life insurance organizations currently serving in Bangladesh, of which Sadharan Bima Corporation (SBC) is the only non-life insurance organization and Jibon Bima Corporation (JBC) only life insurance organization in the public sector. Non-life insurance sector is playing a vital role in the economy of Bangladesh. The premium earned in the non-life insurance sector was Tk 29,814.29 million in 2017 and the premium earned in the 2018 was Tk 33907.93 million, the growth rate of 13.73 percent. The Annual Report of the Insurance Development and Regulatory Authority states that the contribution of non-life insurance sector to the economy in 2017 is only 0.05% (penetration rate) which is very low for a country's economy. According to data from the global insurance market trends Study 2016, the non-life insurance sector in the developed countries is close to 4% i.e. United States-6.2%, Canada-3.8%, United Kingdom-2.8%, Japan-2.1%, Spain-3.0%. In the last few decades, forty six non-life insurance organizations, including Sadharan Bima Corporation (SBC), introduced various micro insurance policies in addition to insurance in Marine insurance, Fire insurance, Motor insurance and Miscellaneous insurance sectors. Sadharan Bima Corporation (SBC) introduces cattle insurance, Peoples Personal Accident insurance and crop insurance as the first inclusive insurance or micro insurance policy.

For the purpose of promoting micro insurance or micro insurance, it is stated in section 6 of "Insurance Act 2010" -

"6. Insurance business in rural or social sector.- Every insurer shall, after this Act comes into force, undertake such percentages of life insurance business and non-life insurance business in the rural or social sector as may be specified, through Gazete notification, by the Authority."(1)

Literature review:

The inclusive insurance sector has grown tremendously in the last decade. According to the

Chartered Insurer, CEO Green Delta Insurance Co. Ltd.



Munich Re Foundation, there are currently around 300 million low-income people receiving inclusive insurance services. Micro Insurance NetWork (MIN) reports that about 70% of insurers (individuals) in Asia receive microfinance insurance services. For historical reasons, micro insurance has spread in India and West Africa.

Researchers author Justin says that 10 million people have been displaced between 1970 and 2005 due to natural disasters, such as long-term or frequent floods, heavy rains and ice pellets. Crop Insurance is playing a vital role and is becoming popular in disaster-prone countries like Bangladesh for sustainable development and climate risk management by combating natural disasters.

According to the World Bank data, Bangladesh has 7.5 million hectares (18.5 million acres) of agricultural land. Every year, river erosion, urbanization and population growth are decreasing by 1% agricultural land. The agricultural production of this country depends on the nature. Various natural disasters such as floods, droughts, rains, storms, hail, and insect attacks affect agricultural production. For this reason, the agricultural production system and the peasant family are facing financial tragedy. This huge risk can be mitigated under inclusive insurance or micro insurance.

Inclusive insurance or micro insurance:

Insurance is a contract under which an insurer (person), in the event of financial loss due to a pre-determined accident or risk, in return for the premium, the insured will pay compensation for the loss.

Inclusive insurance or micro insurance is a special type of insurance contract.

Before understanding micro insurance, we need to know the different approaches to the term micro. First, the economic viability of a person is a key feature of the micro insurance situation, that is, the main objective of micro insurance is to bring low-income people and financially marginalized people to the insurance service in developing countries. Second, the micro insurance product is offered in limited form in exchange for a low insurance premium. Thirdly, micro insurance schemes are created and operated on a limited basis in certain processes.

Churchill (2006, 12-13) defines micro insurance as follows: "Micro insurance is the protection of low-income people against specific perils in exchange for regular premium payments proportionate to the likelihood and cost of the risk involved."(2)

15th International Micro Insurance Conference 2019:

Bangladesh Insurance Association (BIA), Munich-Ri Foundation and Micro Insurance



Network (MIN) jointly organized "15th International Micro Insurance Conference 2019" with the theme "Combating Climate Risk" in Bangladesh on November 5-7. Either. Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina, Daughter of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, inaugurated the conference and also profoundly announced she is one of the family members of Insurance.

Prospects of Bangladesh in micro insurance:

Health Insurance: Sadharan Bima Corporation (SBC) introduced Peoples Personal Accident insurance policy as inclusive health insurance in 1977 at first. This health insurance policy was introduced under micro insurance to ensure the health care of the working as well as low income people between the ages of 16 to 70. The Peoples Personal Accident insurance policy covers maximum BDT. 1,00,000.00 (1.00 Lakh) with Premium Tk. 69.00 only (including VAT). It indemnifies the insured for death, total or permanent disablement from any bodily injury resulting solely and directly accidental caused by outward, violent and visible means.

The Government of the People's Republic of Bangladesh has taken initiatives to introduce other financial protection programs, including social safety net program, to ensure public health services as part of the Health Sector Financing Strategy (2012-2012). In view of this, a draft of the Health Protection Act was drafted in 2014.

The Ministry of Finance has taken a distinct initiative for compulsory insurance for migrant workers to protect the living standards. Employees will get the benefit of having an insurance policy of Tk 2.00 lakh with a premium of only Tk 490.00 for two years. It was formally inaugurated by Prime Minister Sheikh Hasina on December 19, 2019. It will be launched in full swing from January. Initially, the implementation of this insurance will be done by the state-owned Jibon Bima Corporation.

Under the joint management of the Ministry of Health and Green Delta Insurance Company Ltd., health insurance activities have been undertaken a pilot project in Tangail district to provide health services to the doorsteps of the mass public.

Various NGOs Their services provide health care to their beneficiaries under the micro-credit program. Ghassful and MiVick provide their borrowers with health services under the Health Insurance Program under micro-credit program. SNV Netherlands also provides health services to garment workers through health insurance activities under Micro Insurance program. Grameenphone arranges health care to their subscribers through a health insurance program called "Tonic". However, according to insurance experts, Various NGOs provide their micro-credit services with insurance are against the insurance law.



In section 8 (1) of "Insurance Act 20", the institution conducting the health insurance business is specified as follows:

"3- (1) Perform and enforce a contract for the non-accidental death or death of a person under accidental death or death by a registered insurer for conducting non-life insurance business with conditions of payment Shall be treated as an insurance contract. "

45 non-life insurance companies and Sadharan Bima Corporation (SBC) are offering very attractive Peoples Personal Accident insurance policy. They can use technological platform for reaching this policy easily. Mobile wallet could be the technological platforms for reaching mass people with this Peoples Personal Accident insurance policy.

Crop Insurance: Bangladesh is mainly a major agricultural country which is financially disadvantaged by recurring catastrophic disasters such as floods, droughts, tides, and cyclones.

Bangladesh is a south Asian agriculture based countries with 160 million people. Hence, It is mainly a major agricultural country but financially disadvantaged by recurring catastrophic disasters such as floods, droughts, tides, and cyclones.

The World Risk Report 2015 identified Bangladesh is the sixth most natural disaster-prone country among 173 countries of the world. It is found that 24.44% household are affected by flood, 15.10% are cyclone-affected households, 10.59% are affected by thunderstorm, 10.49% are affected by drought, 9.84% are affected by water logging, 8.42% are by hailstorm, 6.13% are storm/tidal surge affected households respectively. Most of these losses occur to agriculture, which employs around 44 percent of the labor force and accounts for 20 percent of gross domestic product (BBS 2010). Moreover, low average farm size and high incidence of rural poverty in Bangladesh necessitate the optimal management and utilization of the available land especially in response to a disaster. Due to natural disasters, the rural poor are particularly financially disadvantaged in rural poverty which can be eased through optimal management i.e. micro insurance or micro insurance.

The Agriculture sector is likely to be affected most due to extreme weather events like cyclone, flood or drought. So, the farmers are always at risk of disaster.

Sadharan Bima Corporation (SBC) introduced the first crop insurance in 1977 for transfer the disaster risk from farmers to Insurance Cooperative mechanism in 18 Thana of 19 districts. SBC issued 2,376 crop insurance policies from 1977 to 1995 in that phase. The results of the Crop Insurance Pilot Project project are as follows:



Subject	Result	
Number of policies	2376policies	
Beneficiary farmers	18,782 farmers	
The beneficiary land under the insurance amounted	23,794.43 Bigha	
Total Sum Insured	Tk. 11,05,20,277.40	
Total premium received	Tk. 39,62,337.15	
Total claim amount	Tk. 1,97,68,802.84	
Loss Ratio	498%	

Later, the Asian Development Bank (ADB and Japan Fund for Poverty Reduction (JFPR) -Assistance for People's Republic of Bangladesh, in collaboration with the Ministry of Finance, funded in Weather Index-based Crop Insurance for the climate change and disaster weather in agriculture through a joint grant fund. Sadharan Bima Corporation (SBC) and Bangladesh Meteorological Department (BMD) was conducted this Weather index-based crop insurance Pilot Project in Bangladesh using modern technology to protect families especially from small farming families.

The Weather Index-based Crop Insurance Pilot Project provides insurance services primarily to mitigate financial loss against crop losses, such as floods, droughts, cyclones, storm and salt water infiltration.

The following are the results obtained from the Pilot Project based on the weather index:

Subject	Result
Automated Weather Station	21 Weather Station
The number of pilots	06 Pilot
The beneficiary farmers are	9,096 farmers
The beneficiary land under the insurance amount	8,876 BIgha
The total premium received	51,36,754.00
The total claim amount	53,46,154.00
The amount of subsidy	21,97,065.00

Crop insurance facilities without government subsidies are an impossible task in poor countries. This insurance is not attractive at all in case financial viability for insurance organizations. The main reason for is financially disadvantaged over the years due to extensive crop loss due to natural disaster. Therefore, in the developing countries of the world, crop insurance systems are usually taken by government itself.



It is not possible for the poor farmers to afford crop insurance with sufficient premium. Therefore, the government has to take an initiative to provide financial assistance to farmers by launching the crop insurance system based on the information received from the Pilot Project based on the weather index.

Government of Bangladesh is closely observing the losses of farmer due to desuster and allocated subsidies 9000 crore taka for the promotion of Agriculture In 2017-18 economic years. If 40% of Government subsidy amount 3600 crore taka could be used in the Insurance Scheme for promoting Agriculture sector that will mitigate the sorrow of our almost 159 million farmers. (Calculation- Appendix -1)

Crop Insurance for Tea Crop: There are currently 166 commercial tea estates in Bangladesh, some of which are the largest operational tea gardens in the world. The industry produces about 3% of the world's tea production, and provides employment to 4 million people.

Tea is grown in the northern and eastern districts of Bangladesh; Highlands, warm climates, humid and very rain-prone areas create an enabling environment for high quality tea production. There are also some highlands tea gardens in Panchagarh district.

Various natural disasters such as drought and insect invasion, hail rains, tornadoes, mountain collapses, rainfall, agricultural production are affected. Tea industry is at financial risk for these risks. Including inclusive insurance is required to mitigate this huge risk.

The state-owned non-life insurance organizations may launch an initiative to introduce crop insurance for technology-based tea gardens to create digital Bangladesh.

Cattle Insurance: In 1981 the first Sadharan Bima Corporation introduced cattle insurance. 691 cattle insurances were issued From 1981 to 2008 with total sum insured was Tk. 11,32,51,880.00. Under this scheme, total of 1,225 cattle are covered by insurance services. Against the 145 insurance claim Tk. 39,05,100.00 has been paid.

Phoenix Insurance Ltd introduced technology based cattle insurance in the 2019. In this regard, Shurjomukhi Ltd is assisting Phoenix Insurance Ltd. to create a cattle insurance technological platform.

The World Bank and Bangladesh has signed a \$500 million financing agreement with the World Bank to improve livestock and dairy production as well as provide better market access to 2 million household farmers and small and medium-scale agro-entrepreneurs.26

The Livestock and Dairy Development Project will help stimulate private sector investment and sustainable, development of livestock value chains in Bangladesh. It will help address the country's current shortages in eggs, dairy, and meat production.



By 2021, the country will likely face annual shortages of 1.5 billion eggs and nearly 6 million tons of milk. By enhancing the availability of dairy, egg and meat products, the project will help improve nutrition for citizens, especially children, pregnant women, and new mothers.

Prawn Culture Insurance: Prawn is a popular food throughout the world, having good markets at home and abroad. It occupies a major portion of the export item of Bangladesh, earning a considerable amount in foreign exchange each year. Bangladesh Fisheries Development Corporation (BFDC), Bangladesh Jatiya Matsayjibi Samabay Samiti (BJMS), Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (FSFIC), and some private companies collect, process and export prawns and shrimps. A number of prawn processing industries have been developed in khulna, chittagong, and dhaka.

Shrimp is one of the major export items in Bangladesh. Total shrimp and prawn production including capture has been increased from 1.60 lakh MT in 2002-03 to 2.54 lakh MT in 2017-18 and its growth rate is 3.23.

For promoting the prawns and shrimps industry, it needs financial security Sadharan Bima Corporation introduced Prawn Culture insurance initially in 1994. The scheme during 3 years of its existence could bring about no satisfactory results with 180% loss ratio. This scheme is applicable to duly licensed farms or farms in accordance with the Government notification growing shrimp/fresh water prawns by adopting extensive/modified extensive system only technology based production pond of Semi-Intensive Process and other infrastructure.

Conclusion: Bangladesh is a natural disaster prone area, which is constantly affecting agricultural production in floods, droughts, rains, storms, hail, and insect attacks. All forty six non-life insurance organizations including Sadharan Bima Corporation, cooperating with Insurance Development and Regulatory Authority, are working to bring micro insurance benefits to the doorsteps of the people, to eliminate the shortcomings of farming families financially including agricultural production due to natural disasters.

Public awareness and knowledge about insurance is very poor. So it will be a challenge to make awareness among public about non-life insurance as well as micro insurance benefits.



Appendix -1

The cost of Aman crop in per bigha, most commonly cultivated crop, is given below:-

Particulars	quantity	price	amount	
seed	10	20	200.00	tk
labor			3,000.00	tk
TSP	15	22	330.00	tk
Urea	20	16	320.00	tk
Potassium	15	15	225.00	tk
Irrigation Cost			500.00	tk
Land preparation	1st Phase		400.00	tk
	2nd Phase		500.00	tk
pesticide			200.00	tk
Total production cost/Bigha			5,675.00	tk
Production Unit		15 mon	559.8	Kg
Per Kg Production Cost			10.14	tk
sale	15 mon	800	12,000.00	tk

Data Source: Mr. momin ullah, Agriculture Extension Officer, Shonaimuri Upazila, Noakhali.

The weather scenario of rainfall in Rajshahi District:

Rainfall Dat	Rainfall Data of Rajshahi District			
	phase 1			
Year	Rain fall	ETRF	Payout	
1981	398	168	2,020.00	
1982	66	0	3,000.00	
1983	189	0	3,000.00	
1984	429	199	1,710.00	
1985	250	20	3,000.00	
1986	533	303	670.00	
1987	200	0	3,000.00	
1988	183	0	3,000.00	



1989	332	102	2,680.00
1990	262	32	3,000.00
1991	553	323	470.00
1992	126	0	3,000.00
1993	316	86	2,840.00
1994	200	0	3,000.00
1995	370	140	2,300.00
1996	327	97	2,730.00
1997	351	121	2,490.00
1998	396	166	2,040.00
1999	550	320	500.00
2000	671	441	-
2001	225	0	3,000.00
2002	292	62	3,000.00
2003	309	79	2,910.00
2004	472	242	1,280.00
2005	227	0	3,000.00
2006	305	75	2,950.00
2007	309	79	2,910.00
2008	188	0	3,000.00
2009	320	90	2,800.00
2010	119	0	3,000.00
2011	209	0	3,000.00
2012	208	0	3,000.00
2013	364	134	2,360.00
2014	153	0	3,000.00



Index based crop insurance on Aman Paddy for Rajshahi District is given below.

Crop	Aman	
Duration of Crop	145	days
duration	35	day
place	Rajshahi	
Phase	Reproduction phase	
Start	1-Sep	
End	7-Oct	
NOTIONAL/PAYOUT Rate per mm	Tk 36	
Rainfall min	30	mm
Rainfall max	230	mm
Pay out	Tk 7100	
Premium accounted for each policy	Tk 492	
Paid By farmer	Tk 266	60%
Subsidy by Government	Tk 226	40%

Marketing and Distribution channels:

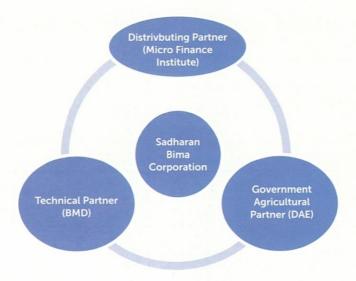
For reaching Crop Insurance to word the mass people, Department of agricultural extension and Micro Finance Institution could be the effective distribution Channel.

1. Department of agricultural extension (DAE): Insurance organization has to get help from Department of agricultural extension because DAE is directly handling the farmer's activities in Bangladesh. Sub assistant agriculture officer is a Field level officer of Department of agricultural extension. They provide the useful information about farming to the farmer at ground level.

Insurance Body could regularly meet respective officer of DAE and describe the utility of insurance product as well as depict the importance of insurance.

2. Micro Finance Institute (MFI): Micro Finance Institute (MFI) could be a strong Channel to distribution insurance benefit for mitigating the risk associated with loan Those are provided. Insurance product should be incorporate with their loan. However, some Micro Finance Institute (MFI) has done the activities with their own fund without any insurance and reinsurance mechanism. Insurer may use local and national radio channel for growing awareness among the local farmer.





Financing:

Financing	Government	30%
	Personal own finance	70%

Subsidy: Government of Bangladesh provides subsidies for the effected farmer for the loss of farmer after every catastrophic event. Government has specified the subsidy into two formats.

1 Cash

2 seed + fertilizers

Farmer has been subsidized by approximately Tk. 500.00 to Tk. 700.00 cash for his crop loss. For a calculation, we assume that govt. has given Tk 500.00 as cash subsidy to an effected farmer for his crop loss by any catastrophic event. On the other hand, farmers are also being subsidized by seed and fertilizer for reproduce his crops and to minimize the crop loss.

The cash subsidy is given as follows in per bigha.

1	Cash Subsidy	BDT 500.00		
2	Product Subsidy			
	Details	quantity	price	total (Tk.)
	seed	10	20	200
	fertilizers (TSP)	20	22	440
	fertilizers (urea)	10	16	160



Government of Bangladesh has been allocated subsidies 9000 crore taka for the promotion of Agriculture In 2017-18 economic years.

If 30% of Government subsidy amount 3600 crore taka could be used in the promotion of Agriculture sector that will mitigate the sorrow of our farmer.

Amount of farmer to be covered by subsidy

Total Premium accounted for each policy	Tk 566
40% of premium of policy (Subsidy)	Tk 226
Premium Paid By farmer	Tk 266

Government of Bangladesh is closely observing the losses of farmer due to disaster. For this reason government has provided a fond of 9000 crore taka for rehabilitation of farmer from their losses. Insurance Scheme will cover a huge amount of farmer almost 159 million by only 40 % of that fund to be used in.

Amount of Govt Subsidy	36,000,000,000.00	Taka
Amount of farmer to be covered	159,097,243	Farmer

Ref.:

⁽¹⁾ The Insurance Act, 2010

⁽²⁾ Churchill, C., ed. 2006. Protecting the Poor: A Microinsurance Compendium. Geneva: International Labour Office.





A Case Study (Pilot Project)



Weather Index Based Flood Insurance is one of the mechanisms to eliminate the moral hazards and improve the livelihood of the ultra-poor people in the flood prone areas.

Md. Mamunul Hassan ACII(UK)

Background of the project:

Bangladesh experienced eight major floods during the period 1977 to 2007 of which, the floods in 1988, 1998, 2004 and 2007 were the most dangerous. In 1998, two thirds of the country, including capital Dhaka were flooded for a period of more than two months. The lack of pre-preparedness for floods among low income households resulting from the limited resources available at their disposal, leads to the dependency on government, NGOs, MFIs and external agencies. These institutions help in bailing them out by using catastrophic reserves, funds, grants, donations and international credit in the form of aid and other relief activities. The few ex-ante strategies followed by the vulnerable households in Bangladesh include traditional approaches like construction and raising of river embankments, construction of flood protection shelters, and food and medical stores. Excess dependency on ex-post disaster risks financing mechanisms and lack of sufficient ex-ante financing techniques may pose several problems like unforeseen pressure on budgets of government and meso-level agencies having limited funds, delays in relief generation, disbursement and receipt and non-encouragement of risk mitigation strategies among communities. These problems may be circumvented only by developing sustainable ex-ante disaster risk financing mechanisms. One such mechanism is Index Based Flood Insurance.

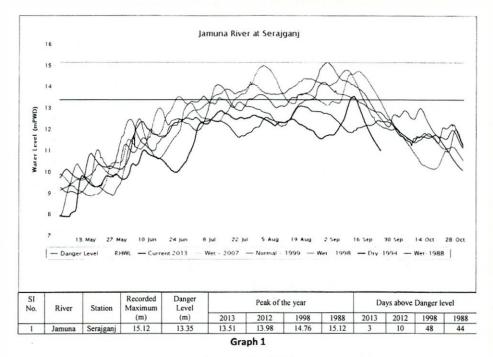
Under the following process a meso-level Index Based Flood Insurance pilot project in Bangladesh implemented jointly by Oxfam GB, CIRM (India), IWM(Bangladesh), Pragati Insurance Limited, Swiss Re(India) and Manab Mukti Sangstha (MMS), a local partner of Oxfam GB, in Sirajgonj District. This project, apart from being the first such attempt in Bangladesh, is also a trendsetter for catastrophe insurance in disaster prone developing countries.

Oxfam, Bangladesh has been involved in various resilient communities, Oxfam, Bangladesh for flood affected segments of Bangladesh's population, especially those with low income and limited means. Oxfam not only engages in ex-post relief activities, but also helps the communities be pre-prepared for floods by helping them raise their homesteads and river embankments. Oxfam realized that the flood disasters were gradually increasing in their unpredictability. In addition, the available funds were far too less for achieving their goal of building disaster resilient communities. Drawing from the success stories of

Executive Vice President, Pragati Insurance Limited



various catastrophe risk management and financing projects across the world, including the work done by Oxfam in other countries, flood insurance came up as the most viable options for ex-ante disaster risk financing in Bangladesh. Oxfam therefore collaborated with Centre for Insurance and Risk Management (CIRM), India for developing a flood insurance project in Bangladesh. Leveraging from Oxfam's ground level experience and CIRM's expertise, a model triggered meso-level flood project was initiated in Bangladesh in the year 2009. However, due to the complexity of the product and various institutional procedures, the project gained momentum only in the 2012. Flood Hazard Model was developed by Institute of Water Modeling (IWM), Bangladesh. IWM acted as data provider and an important technical partner for the project.



Source: Oxfam/IWM

The product Features:

The following product features were agreed upon for this meso-level flood index insurance product:

- It is a meso(group) insurance policy where all the poor and extreme poor households (CBO) members) under MMS in the 14 target villages are the ultimate beneficiaries or insured. MMS is the main insured while the beneficiary household heads are the schedule members under the policy, i.e. the claims for the beneficiaries will be routed through MMS.
 - Damage due to a flood can be put into two categories:
- Intangible Damage where it is difficult to assign monetary value, such as ill-health, anxiety and loss of opportunity

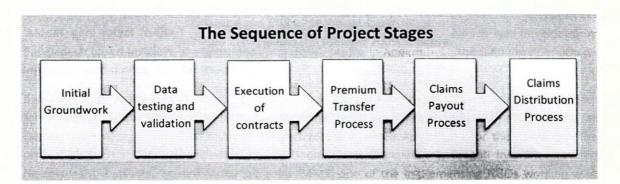


- Tangible Damage where a monetary value can be assigned. This can be further classified into:
- i) Direct damage damage to physical assets due to flood (damage
- to house, household goods, vegetable garden, livestock)
- ii) Indirect damage losses caused by disruption of economic activities

which causes price rise and loss of personal income.

In this project, at the pilot stage, it was decided that the compensation from the insurance product will be based on Indirect Tangible Damage. The Indirect Tangible Damage caused to a target household by flood event of a particular magnitude was assessed.

- Based on this, the sum insured (SI) was fixed at Tk.8,000.00 per household
- The premium was quoted and agreed to be 10.3% of SI
- It is an index based product, where payouts will be made if the flood level in any particular village exceeds the strike level/threshold for the that village during the cover period.
- · Apart from thresholds payouts are also based on duration.
- The fund is meant to make payout to the intended beneficiaries in case of severe floods, which means, the beneficiary hous veholds are not meant to get payouts for the normal yearly floods.



Product Structure:

Insured Units: Insured Units are the households in a given Reference Area. Village-wise number of insured Units corresponding to each Reference Area (r) are as set forth in the table below:

Reference Area	Village Name	Total
Aknadighi	Aknadighi	148
Boro Chouhali	Boro Chouhali	56
Chakbayra	Chakbayra	54



Choto Chouhali	Choto Chouhalli	105
Fulbari	Fulbari	119
Khasborosimul	Khashborosimul	98
Mollikpara	Hatpara	57
	Mollikpara	143
Mollikpara Total		200
Muradpur	Dhitpur	64
	Muradpur East	107
	Muradpur West	208
Muradpur Total		379
Fulhara	Fulhara East	86
	Fulhara West	82
Fulhara Total		168
Panchosona		334
Grand Total		1661

Type of insurance: Flood Water Level Index Insurance

Index: The flood vulnerability index is described below:

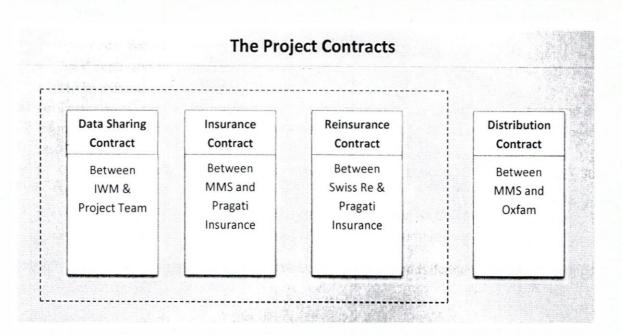
- 01. Index would depend on the flood water level and
- 02. Index would also depend on the time period of inundation.

Flood vulnerability index would pay if inundation continues to be above certain flood water level trigger (as defined in table below) for a pre-defend number of days. For each village covered under this program, daily modeled flood level data for various grids falling in a village are averaged, thus creating village level flood level data.



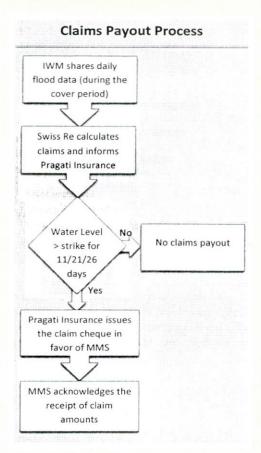
Village-wise Water Level Trigger

Reference Area (r)	Water Level Trigger (WLT_r(m)	Limit of Indemnity/Sun Insured (Sl_r) (BDT)
Fulbari	12.85	952,000
Aknadighi	14.35	1,184,000
Boro Chouhali	11.35	448,000
Choto Chouhali	11.10	840,000
Chakbayra	12.80	432,000
Fulhara	11.00	1,344,000
Khashborosimul	12.80	784,000
Muradpur	10.90	3,032,000
Mollikpara	14.35	1,600,000
Panchasona	12.75	2,672,000





Payout Calculation:



For all the Reference Areas(r) covered in this contract, the Loss/Payout Amount(LA_r) is calculated as a function of the Limit of Indemnity/Sum Insured (SL_r) for that Reference Area (r) as set forth in the table below:

WL_dr > WLT_r from 0 upto 10 continuous days	LA_r=0
WL_dr > WLT_r from 11 continuous days upto 20 continuous days	LA_r=SI_r*0.35
WL_dr > WLT_r from 21 continuous days upto 25 continuous days	LA_r=SI_r*0.55
WL_dr > WLT_r for continuous 26 days or more	LA_r=SI-r

Difference between Index based insurance and traditional insurance:

Given below few difference between Index based and traditional insurance:

Index Based Insurance	Traditional Insurance	
No moral hazard	Exists moral hazard	
Less administration cost	Huge administration cost	
Short claim settlement process	Lengthy process	
Mass participation	Limited participation	
No surveyors for settlement of claim	Needs surveyors for settlement of claim	

Advantages and disadvantages of Index Based Insurance:

Advantages:

- Transparency
- · Low moral hazard



- Low operational and transaction costs
- · Rapid and easy pay out
- Easy documentation
- Wide section of people can be covered
- · Reduces bureaucracy
- · International Re-insurance support available

Disadvantages:

- Lack of authentic and reliable weather data
- · Insufficient weather station
- · Lack of technical expert
- · Lack of proper Awareness about insurance
- · Lack of Distribution channels

Conclusion: The project was initiated with a vision of helping the poor and vulnerable flood affected households in Bangladesh to overcome the bottlenecks associated with

ex-post risk mitigation techniques by having access to cash relief through ex-ante disaster risk financing techniques. The meso-level flood insurance pilot was therefore conceptualized and launched in Char areas of the Sirajgonj district in Bangladesh. The common goal for all project partners is to bring forth the importance of:

- Ex-ante disaster risk financing in Bangladesh
- Multi-lateral institutions and government engagement for funding the premium on behalf of the poor
- Community based distribution mechanism

This project is the first meso-level flood index insurance in Bangladesh having a tremendous potential of success within the country and outside. This potential has attracted national and international stakeholders for this pilot and will surely attract more when the program is scaled up.

Reference:

^{01.} The Process Note on Meso Level Flood Index Insurance Pilot in Sirajgonj Bangladesh – Published by Kinnary R. Desai CIRM Advisory services

^{02.} Reports on Meso⁻Level Flood Index Insurance Pilot in Sirajgonj[,] Bangladesh – published by Oxfam GB (Bangladesh)

^{03.} News Letter of Institute of Water Modelling (IWM)

^{04.} Insurance Policy issued by Pragati Insurance Limited

বীমা শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম



জলবায়ু ঝুঁকি বিষয়ক বীমা এর ১৫তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা



আন্তৰ্জাতিক কৃষি ও ক্ষুদ্র বীমা সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক কৃষি ও ক্ষুদ্র বীমা সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কে স্বাগত জানাচ্ছেন বাংলাদেশ ইন্যুরেন্স এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট জনাব শেখ কবির হোসেন





প্রথম সার্ক ইন্যুরেন্স রেগুলেটরসমূহের সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা





বীমা মেলা ২০১৮, চউগ্রাম





বীমা মেলা ২০১৯, খুলনা

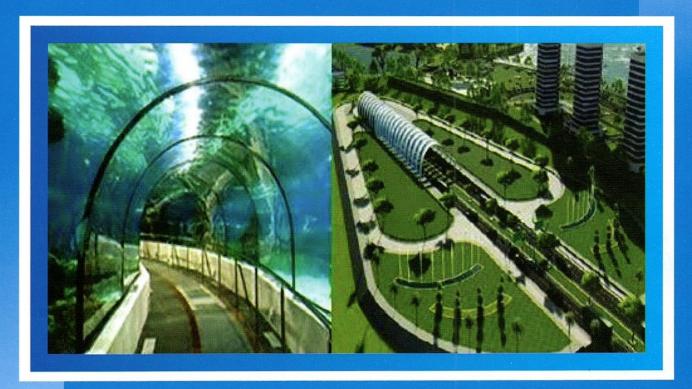




মানি লন্ডারিং ও সদ্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সম্মেলন ২০১৯



সাধারণ বীমা কর্পোরেশন- এর সাথে বীমাকৃত সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ



বঙ্গবন্ধু টানেল



পদ্মা ব্রিজ







রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প



মাতার বাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প



মেট্রো রেল

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্প



১ম জাতীয় বীমা দিবস

উদযাপন কমিটি/ উপ-কমিটি

কেন্দ্ৰীয় কমিটি

সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সহ-সভাপতি
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেস এসোসিয়েশন	সদস্য
চেয়ারম্যান, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
সভাপতি, বাংলাদেশ ইপ্যুরেস ফোরাম	সদস্য
সদস্য (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
পরিচালক, বাংলাদেশ ইস্যুরেস একাডেমী	সদস্য
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
জনপ্রশাসন মস্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
শ্রম ও কর্মসংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য

সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
সেতু বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
গৃহায়ন ও গণপৃর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
অর্থ বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
জননিরাপত্তা বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন), বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সহ সদস্য-সচিব
অতিরিক্ত/যুগাসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

র্য়ালী আয়োজন বিষয়ক উপ-কমিটি

জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য, আইডিআরএ আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সদস্য মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক , জীবন বীমা কর্পোরেশন সদস্য সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সদস্য জনাব ইমাম শাহীন, সিইও, এশিয়া ইস্যু: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি) সদস্য জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বিআইএফ সদস্য জনাব জামাল এম. এ. নাসের, সিইও, ন্যাশনাল লাইফ ইস্যুঃ কোঃ লিঃ জনাব মো: হেমায়েত উলাহ্, সিইও, ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইস্যুঃ কোঃ লিঃ জনাব এন.সি. রুদ্র, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, মেঘনা লাইফ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ জনাব মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য-সচিব জনাব ফারজানা খালেদ, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা সহায়ক কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ শামসুল আলম, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ জনাব সুস্ময় মন্ডল, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা

অভ্যর্থনা ও আসন বিন্যাস বিষয়ক উপ-কমিটি

জনাব এ.বি. এম. রুত্ব আজাদ, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
জনাব মোঃ সাঈদ কুতুব, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব নায়েব আলী মন্ডল, প্রকল্প পরিচালক, বিআইএসডি প্রজেক্ট, আইডিআরএ	সদস্য
জনাব মোঃ ফজলুল ফারুক, ম্যানেজার-উন্নয়ন, জীবন বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (উপযুক্ত প্রতিনিধি), সাবীক	সদস্য
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেস এসোসিয়েশন এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব এম মনিরুল আলম, সিইও, গার্ভিয়ান লাইফ ইস্যু: কো: লি: (বিআইএফ প্রতিনিধি)	সদস্য
বিশ্রেডিয়ার জেনারেল শামীম, সেনা কল্যাণ ইস্যু: কো: লি:	সদস্য
জনাব আদিবা রহমান, সিইও, ডেল্টা লাইফ ইস্যু: কো: লি:	সদস্য
জনাব শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ	সদস্য-সচিব
জনাব মোঃ আবু মাহমুদ, অফিসার, আইভিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব মির্জা আবু ইউসুফ, অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা

আলোচনা সভা আয়োজন বিষয়ক উপ-কমিটি

জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় আহ্বায়ক ড. এম. মোশাররফ হোসেন এফসিএ, সদস্য, আইডিআরএ যগা- আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন, উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সদস্য জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম খান, ম্যানেজার, হিসাব, জীবন বীমা কর্পোরেশন সদস্য সৈয়দ দৌলত মোর্শেদ, ম্যানেজার (প্রশাসন) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন জনাব রুবিনা হামিদ, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট (বিআইএ প্রতিনিধি) সদস্য জনাব পি, কে রায় (এফসিএ), সিইও, রূপালী ইন্সাঃ কোঃ লিঃ (বিআইএফ প্রতিনিধি) সদস্য জনাব ফারজানা চৌধুরী, সিইও, গ্রীন ডেল্টা ইস্যু: কো: লি: সদসা জনাব মো: ইব্রাহীম হোসেন, চীফ ফ্যাকাল্টি, বাংলাদেশ ইস্যুরেন্স একাডেমি সদস্য জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য-সচিব জনাব মো: শামসুল আলম খান, অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব তানজিদ-উল-ইসলাম, জু: অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা

জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠান উদযাপন সমন্বয় উপ-কমিটি

জনাব মো: আশরাফ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (অতি: সচিব), আইডিআরএ আহ্বায়ক জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা, যুগাসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সদস্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সদস্য জনাব শেখ খায়েরুজজামান, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, জীবন বীমা কর্পোরেশন সদস্য জনাব আমিনুল হক ভূঁইয়া, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সদস্য জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বিআইএফ সদস্য ড. বিশ্বজিৎ কুমার মন্ডল, সিইও, যমুনা লাইফ ইস্ক্য: কো: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি) সদস্য জনাব আদিবা রহমান, সিইও, ডেল্টা লাইফ ইস্যু: কো: লি: সদস্য সৈয়দ হাম্মাদুল করিম, জেনারেল ম্যানেজার, মেটলাইফ সদস্য জনাব মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য-সচিব জনাব কাজী শবনম ফেরদৌসী, অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব কাজী সাদিয়া আরবী, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব মোঃ সোহেল রানা, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা

মিডিয়া ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরী বিষয়ক উপ-কমিটি

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, চেয়ারম্যান, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন আহ্বায়ক জনাব রুখসানা হাসিন, যুগাসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সদস্য; সদস্য জনাব নাসির উদ্ধিন আহমেদ, ভাইস- চেয়ারম্যান, কর্ণফুলি ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ (প্রতিনিধি বিআইএ), সদস্য প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্যুরেন্স ফোরাম সদস্য সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাবীক সদস্য জনাব জামাল এম. এ. নাসের, সিইও, ন্যাশনাল লাইফ ইস্ক্যঃ কোঃ লিঃ সদস্য জনাব এস. এম. জিয়াউল হক, সিইও, চাটার্ড লাইফ ইস্যু: কো: লি: সদস্য জনাব আব্দুল খালেক মিয়া, সিইও, সোনার বাংলা ইস্থ্য: লি: সদস্য জনাব এম মনিরুল আলম, সিইও, গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্য: লি: সদস্য জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য-সচিব জনাব তানিয়া আফরিন, কর্মকর্তা, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব রুকসানা আসাদ বন্যা, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব সমির চন্দ্র সরকার, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও বীমা মেলার স্টল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উপ-কমিটি

জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য, আইডিআরএ আহ্বায়ক জনাব মুঃ শুকুর আলী, যুগাসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সদস্য জনাব নিশীথ কুমার সরকার, সেক্রেটারী জেনারেল, বিআইএ সদস্য জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বিআইএফ সদস্য পরিচালক, বাংলাদেশ ইস্যুরেন্স একাডেমি সদস্য জনাব পি. কে. রায়, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রূপালী ইস্থ্য: কো: লি: সদস্য সৈয়দ বদরুল আলম, পরিচালক, বেস্ট লাইফ ইস্যু: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি) সদস্য জনাব বি এম শওকত আলী, এএমডি, পপুলার লাইফ ইস্যু: কো: লি: সদস্য জনাব মুঃ মনিরুজ্জামান খান, এসইভিপি, গ্রীন ডেল্টা ইস্থ্য: কো: লি: সদস্য জনাব আব্দুল বারেক, ডিজিএম, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সদস্য জনাব মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য-সচিব জনাব কাজী আব্দুল জাহিদ, নিৰ্বাহী কৰ্মকৰ্তা, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব আলা উদ্দিন, জু: অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা

দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র ও স্কুভেনির প্রকাশনা বিষয়ক উপ-কমিটি

জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য, আইডিআরএ আহ্বায়ক জনাব জাকিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সদস্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি সদসা জনাব ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন একচ্যুয়ারি, বীমা ব্যক্তিতৃ সদস্য জনাব দাস দেব প্রসাদ, পরিচালক, ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যু: কো: লি:, বীমা ব্যক্তিত সদস্য জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স ফোরাম সদস্য জনাব মো: ইব্রাহীম হোসেন, প্রধান অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি সদস্য জনাব ফারজানা চৌধুরী, সিইও, গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যু: কো: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি) সদস্য জনাব এনায়েত এ. খান, পরামর্শক, আইডিআরএ সদস্য জনাব এ কে এম ইফতেখার আহমদ, পরামর্শক, গ্রীণ ডেল্টা ইস্ম্যু: কো: লি: সদস্য জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আবু মাহমুদ, অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব হামেদ বিন হাসান, জু: অফিসার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সহায়ক কর্মকর্তা

আমন্ত্রণ ছাপা ও বিতরণ উপ-কমিটি

জনাব মো: আশরাফ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক (অতি: সচিব), আইডিআরএ আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন, উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সদস্য জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য জনাব সুপ্রতিভ হালদার, ম্যানেজার, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সদস্য জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম সরকার, ম্যানেজার জনসংযোগ, জীবন বীমা কর্পোরেশন সদস্য জনাব পি. কে. রায়, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রূপালী ইন্স্যু: কো: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি) সদস্য জনাব বি এম শওকত আলী, এএমডি, পপুলার লাইফ ইস্যু: কো: লি: সদস্য জনাব নিমাই কুমার সাহা, সিইও, সন্ধানী লাইফ ইন্স্যু: কো: লি: সদস্য জনাব তালুকদার মো: জাকারিয়া, সিইও, ইউনিয়ন ইস্থ্য: কো: লি: সদস্য জনাব শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ সদস্য-সচিব জনাব মোহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা জনাব রুমানা জামান, অফিসার, আইডিআরএ সহায়ক কর্মকর্তা

অর্থ উপ-কমিটি

রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন বিষয়ক উপ-কমিটি

 ৬. এম. মোশাররফ হোসেন এফসিএ, সদস্য আইডিআরএ 	আহ্বায়ক
ড. নাহিদ হোসন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য, আইডিআরএ	সদস্য
জনাব মো: জালালুল আজিম, সিইও, প্রগতি লাইফ ইস্যুঃ লিঃ (প্রতিনিধি বিআইএ)	সদস্য
জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বিআইএফ	সদস্য
জনাব মো: নিজাম উদ্দিন, ডিরেক্টর, মেঘনা ইস্ম্যু: কো: লি:	সদস্য
অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব জামাল এম. এ. নাসের, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, ন্যাশনাল লাইফ ইস্মুঃ কোঃ লিঃ	সদস্য
জনাব মো: হেমায়েত উলাহ, সিইও, ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইস্যু: কো: লি:	সদস্য
জনাব ফারজানা চৌধুরী, সিইও, গ্রীন ডেল্টা ইস্যু: কো: লি:	সদস্য
জনাব কামরুল হক মারুফ, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ	সদস্য-সচিব
জনাব জিনিয়া আক্তার, অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব সামিয়া আরা চৌধুরী, জু: অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা

ড. শেখ মহ: রেজাউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আইডিআরএ	আহ্বায়ক
জনাব মোঃ জেহাদ উদ্দিন, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব নিলুফার ইয়াসমিন, ডিজিএম, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহকারি জেনারেল ম্যানেজার টি/এ জীবন বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
জনাব এ কে এম আজিজুর রহমান, চেয়ারম্যান, গোল্ডেন লাইফ ইস্যু: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি)	সদস্য
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, সিইও, সোনার বাংলা ইন্স্যুঃ লিঃ (বিআইএফ প্রতিনিধি)	সদস্য
জনাব আবু তালেব, প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ব্যাংকিং এভ ইন্সারেন্স ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
জনাব মো: ইব্রাহীম হোসেন, চীফ ফ্যাকাল্টি, বাংলাদেশ ইপ্যুরেপ একাডেমি	সদস্য
জনাব মো: খালেদ মামুন, সিইও, রিলায়েন্স ইন্স্যু: লি:	সদস্য
জনাব শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ	সদস্য-সচিব
জনাব মোহাম্মদ মোর্শেদুল মুসলিম, সি: নির্বাহী কর্মকর্তা, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব মোঃ শামসুল আলম খান, অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব মোঃ রশিদুল আহসান হাবীব, অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা

সাজ-সজ্জা বিষয়ক উপ-কমিটি

নিরাপত্তা বিষয়ক উপ-কমিটি:

জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য, আইডিআরএ	আহ্বায়ক
জনাব মৃত্যুঞ্জয় সাহা, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
স্থানীয় সরকার বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব বি এম ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট, বিআইএফ	সদস্য
জনাব ফারজানা চৌধুরী, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, গ্রীন ডেল্টা ইস্প্য: কো: লি:	সদস্য
জনাব আদিবা রহমান, সিইও, ডেল্টা লাইফ ইস্মৃা: কো: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি)	সদস্য
জনাব মো: হেমায়েত উলাহ, সিইও, ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইস্যু: কো: লি:	সদস্য
জনাব এম মনিকল আলম, সিইও, গার্ডিয়ান লাইফ ইস্যু: লি:	সদস্য
জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ	সদস্য-সচিব
জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, নির্বাহী কর্মকর্তা, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব আলা উদ্দিন, জু: অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা

জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য, আইডিআরএ	আহ্বায়ক
জনাব এ কে এম মনিরুল হক, চেয়ারম্যান, নিটল ইপ্যু: কো: লি: (বিআইএ প্রতিনিধি)	সদস্য
বিশ্লেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শামীম, সেনা কল্যাণ ইস্যু: কো: লি:	সদস্য
বিশ্লেডিয়ার জেনারেল মনির, আস্থা লাইফ ইস্যুঃ কোঃ লিঃ	সদস্য
জনাব ছিদ্দিকুর রহমান, পরিচালক (যুগাসচিব), আইডিআরএ	সদস্য
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব মোঃ জামিল হাসান, (বিপিএমপিপিএম) উপ-পুলিশ কমিশনার	
ঢাকা মেট্টোপলিটন পুলিশ, মতিঝিল বিভাগ	সদস্য
জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, ম্যানেজার, (প্রশাসন) জীবন বীমা কর্পোরেশন	সদস্য
জনাব মো: সামছুল আমিন, কোম্পানী সচিব, ইষ্টার্ণ ইন্স্যু: কো: লি:	সদস্য
জনাব আব্দুস সালাম সোনার, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ	সদস্য-সচিব
জনাব কাজী আব্দুল জাহিদ, নির্বাহী কর্মকর্তা, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব ফাহমিদা সারওয়ার, জুনিয়র অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কৰ্মকৰ্তা

অ্যাপায়ন উপ-কমিটি

লাইফ এবং নন-লাইফ বীমাকারীকে পুরষ্কার/সম্মাননা প্রদান বিষয়ক উপ-কমিটি

জনাব মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি, নির্বাহী	পরিচালক (যুগাসচিব), আইডিআরএ	আহ্বায়ক
জনাব মুর্শেদা জামান, উপসচিব, আর্থিক গ্	<u>াতিষ্ঠান বিভাগ</u>	সদস্য
জনাব নায়েব আলী মন্ডল, প্রকল্প পরিচালক	, বিআইএসডি প্রজেক্ট, আইডিআরএ	সদস্য
বাংলাদেশ ইস্যুরেন্স এসোসিয়েশন এর এ	চজন প্রতিনিধি	সদস্য
বাংলাদেশ ইস্মারেন্স ফোরাম এর একজন	প্রতিনিধি	সদস্য
জনাব ফারজানা চৌধুরী, মুখ্য নির্বাহী কর্মন	চৰ্তা, গ্ৰীন ডেল্টা ইশ্যুঃ কোঃ লিঃ	সদস্য
জনাব মো: আবদুল খালেক মিয়া, সিইও,	সোনার বাংলা ইস্যু: লি:	সদস্য
জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, সিইও, পাই	ওনিয়ার ইস্থ্যু: কো: লি:	সদস্য
জনাব খাজা মানজার নাদিম, সিইও, ইউন	াইটেড ইস্যুঃ কোঃ লিঃ	সদস্য
জনাব আব্দুস সালাম সোনার, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ	সদস্য-সচিব
জনাব মির্জা আবু ইউসুফ, অফিসার, আই	উআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব তাহমিনা আক্তার, জু: অফিসার, অ	ইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা

জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক
জনাব গকুল চাঁদ দাস, সদস্য আইডিআরএ	যুগা- আহ্বায়ক
জনাব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য, আইডিআরএ	সদস্য
ভ. এম. মোশাররফ হোসেন এফসিএ, সদস্য, আইডিআরএ	সদস্য
জনাব মোহাম্মদ এনামূল হক, উপসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
জনাব শাহ আলম, পরিচালক (উপসচিব), আইডিআরএ	সদস্য-সচিব
জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা
জনাব আলা উদ্দিন, জু: অফিসার, আইডিআরএ	সহায়ক কর্মকর্তা



নন-লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি





সাধারণ বীমা কর্পোরেশন



অগ্ৰণী ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



এশিয়া ইন্যুঃ লিমিটেড



এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইস্যুঃ কোঃ লিঃ



বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্যুঃ লিঃ



বাংলাদেশ জেনারেল ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যঃ কোঃ লিঃ



সেন্টাল ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



সিটি জেনারেল ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ



কন্টিনেন্টাল ইন্যুঃ লিঃ



ক্রিষ্টাল ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



দেশ জেনারেল ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



ঢাকা ইন্স্যুঃ লিঃ



ইষ্টল্যান্ড ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



ইষ্টার্ণ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



এক্সপ্রেস ইন্যুঃ লিঃ



ফেডারেল ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ



গ্রোবাল रेमुाः लिः



গ্ৰীণ ডেল্টা **टे**न्गुः কোঃ লিঃ



ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ



ইসলামী ইন্যুঃ বাংলাদেশ লিঃ



জনতা ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



কর্ণফুলী **टेगु**। কোঃ লিঃ



মেঘনা ইন্যুঃ



মার্কেন্টাইল ইস্যুঃ কোঃ লিঃ



নিটল ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



নৰ্দাৰ্ণ ইসলামী ইন্যুঃ লিঃ



পিপলস্ ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ



ফিনিক্স ইন্স্যঃ কোঃ লিঃ



পাইওনিয়ার ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



প্রগতি ইন্যাঃ লিঃ



প্যারামাউন্ট **ट्रेमुा**% কোঃ লিঃ



প্রাইম ইন্যাঃ কোঃ লিঃ



প্রভাতী ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



পুরবী জেনারেল ইস্যুঃ কোঃ লিঃ



রিলায়েন্স ইन्रुाः निः



রিপাবলিক ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



রূপালী ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



সেনা কল্যান ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ



সিকদার ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ



সোনার বাংলা ইন্স্যুঃ লিঃ



সাউথ এশিয়া ইন্স্যুঃ কোঃ লিঃ



স্ট্যান্ডার্ড ইন্যুঃ লিঃ



তাকাফুল ইসলামী ইন্যুঃ লিঃ





ইউনাইটেড ইস্যুঃ কোঃ লিঃ





লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি





জীবন বীমা কর্পোরেশন



আলফা ইসলামী লাইফ रेगुा : निः



বায়রা লাইফ ইন্স্যঃ কোঃ লিঃ



বেস্ট লাইফ ইন্যুঃ

Chartered Life

চার্টার্ড লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



ডেল্টা লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



ডায়মন্ড লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



ফারইস্ট ইসলামী লইক ইপ্যঃ কোঃ লিঃ



গোল্ডেন লাইফ ইস্যুঃ লিঃ



গার্ডিয়ান লাইফ ইস্যুঃ কোঃ লিঃ



হোমল্যান্ড লাইফ ইস্যুঃ কোঃ লিঃ



যমুনা লাইফ ইকুঃ কোঃ লিঃ



লাইফ ইন্স্যুঃ কর্পোঃ অব वाश्नारमम निः



মেঘনা লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



মার্কেন্টাইল ইসলামী ইন্স্যঃ কোঃ লিঃ



মেটলাইফ



ন্যাশনাল লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



এনআরবি গ্লোবাল লাইফ ইশ্যুঃ কোঃ লিঃ



পদ্মা ইসলামী লাইফ ইস্যুঃ কোঃ লিঃ



পপুলার লাইফ ইকু কোঃ লিঃ



প্রগতি লাইফ ইন্যুঃ



প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্যুঃ লিঃ



প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



প্রোটেব্রিভ ইসলমী লাইফ ইস্যুঃ লিঃ



রূপালী লাইফ ইস্যঃ কোঃ লিঃ



সন্ধানী লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



স্বদেশ লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



সোনালী লাইক ইকুছ কোঃ লিঃ



সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



সানলাইফ ইন্যুঃ কোঃ লিঃ



ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইস্যুঃ কোঃ লিঃ



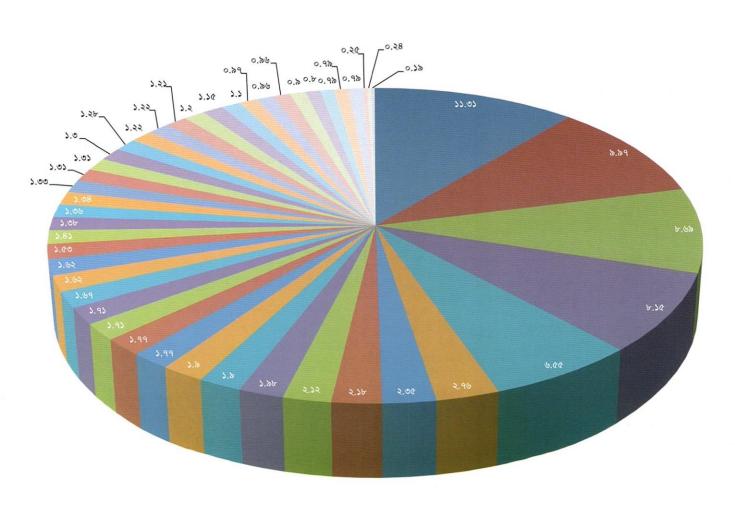
জেনিথ ইসলমী লাইক रेनुाः निः

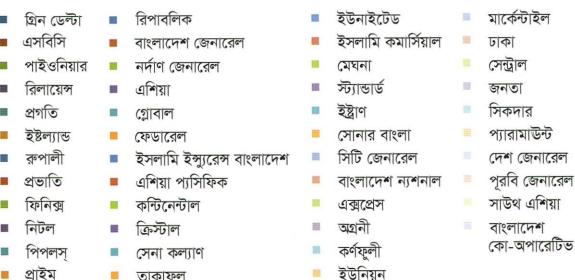


আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ

নন-লাইফ বীমাকারী গ্রস প্রিমিয়ামের মার্কেট শেয়ার

(২০১৯ সালের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী)

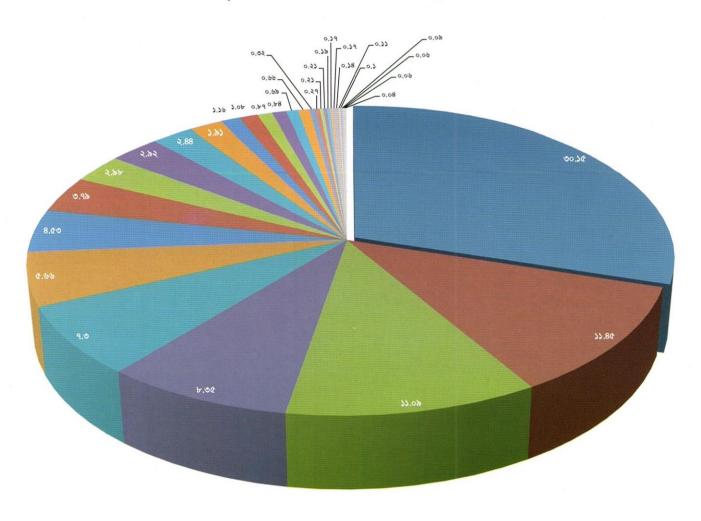




তাকাফুল

লাইফ বীমাকারী গ্রস প্রিমিয়ামের মার্কেট শেয়ার

(২০১৯ সালের অনিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী)





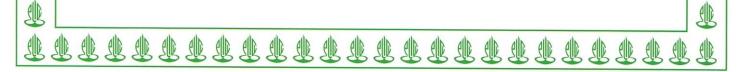
মাদক বিরোধী কর্মকান্ডে পপুলার লাইফের প্রথম পুরস্কার অর্জন



কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ কমপ্লেক্স মিলনায়তন ঢাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০১৯ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল এম.পি। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি শামসুল হক টুকু এম.পি, সদস্য মোঃ ফরিদুল হক খান দুলাল এম.পি, শামছুল আলম দুদু এম.পি এবং মোঃ হাবিবর রহমান এম.পি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ শহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জামাল উদ্দীন আহমেদ। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে দেশব্যাপী সক্রিয় ভূমিকা রাখায় এবং আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস ২৬ জুন ২০১৯ উপলক্ষে মানব বন্ধনের সফল কর্মসূচীর জন্য পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড কে প্রথম পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ছবিতে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট থেকে পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক বি এম শওকত আলীকে ক্রেন্ট গ্রহণ করতে দেখা যাচেছ।

জীবনু বীমায় বিশ্বস্ত নাম

🐠 পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড





গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড নিশ্চিত করে আপনার সুরক্ষা



একটি ছোট ভুলের কারণে হতে পারে বিশাল কোন ক্ষতি কিন্তু আমাদের গ্রাহকগণ সবসময় সুরক্ষিত।

গ্রোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড জীবন বীমা ছাড়া সকল খাতে ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করে।
গ্রোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড আপনাকে সুরক্ষিত রাখে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা থেকে।
গ্রোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড আপনার ব্যবসাকে আরও সহজতর করে তুলতে সহায়তা করে।
গ্রোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড আপনার ব্যবসায়িক সাফল্যে সহায়তা করে।
গ্রোবাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড আপনার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমাধানে সহযোগিতা করে।



প্রধান কার্যালয় ঃ আলরাজী কমপ্লেক্স (১৩তলা) ১৬৬-১৬৭ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন: ৫৫১১১৬০১-৩ ৯৫৭০১৪৭ ফার্ল্স ঃ +৮৮-০২-৯৫৫৬১০৩ ইমেইল ঃ info@gilbd.com ওয়েব সাইট ঃ www.globalinsurancebd.com

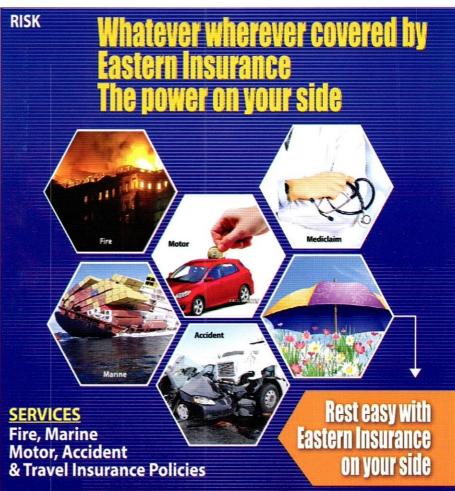


(The Symbol of Comprehensive Security)

Coo

মুক্তিব শতবর্ষ আমাদের শক্তি ভ অনুপ্রেরনা।







Head Office

44, Dilkusha Commercial Area, 1st & 2nd Floor, Dhaka, Bangladesh
Phone: 9563033, 9564246-48. www.easterninsurancebd.com, e-mail: eicl@dhaka.net

Zonal Office

Agrabad: NIB House, 32, Agrabad C/A, Chittagong, Phone: 031-711309, 031-712491
Rangpur: 10 Mouvasa Building (2nd floor), Central Road, Payra chattor, Rangpur, Phone: 0521-51861
Khulna: 87 Khan a Sabur Road, Dak Banglar Moor, Khulna, Phone: 041-720876

e-mail: eicl@dhaka.net

www.easterninsurancebd.com

Pragati Insurance Limited

Achieved



প্রগতি ইন্সারেন্স লিমিটেড নন-লাইফ ইন্সারেন্স ব্যবসায় অনবদ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং "AAA" অর্জন করেছে, যা বাংলাদেশের বীমা শিল্পে এক অনন্য রেকর্ড ।

Pragati Insurance Limited made an outstanding record by achieving International standard "AAA" Credit rating in the non-life Insurance sector in Bangladesh.



Symbol of Security

প্রগতি ইন্যুরেন্স লিমিটেড Pragati Insurance

> Tel : +880 2 58150727 & 9133680-2 Web : www.pragatiinsurance.com

27 June 2018



Navigate Life Confidently With The Leading Life Insurance Company In Bangladesh* As the leading life insurance company, MetLife understands that our customers have different needs. That is why we strive to help our customers build a better future with innovative products and services.

Our global presence and local expertise enable us in being the trusted partner that you need in life's twists and turns.

*Based on total premium income, Annual Report 2010-2018, Insurance Development and Regulatory Authority



NORTHERN ISLAMI INSURANCE

रुमनाभी भित्रियार् छिछिक याजा

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে সকল গ্রহক, শুভানুধ্যয়ী, পৃষ্ঠপোষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, অধিকতর গ্রাহক সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নর্দার্গ জেনারেল ইন্যুরেন্স কোং লিঃ নতুন প্রত্যয়ে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য

नर्नार्ग रेमनाभी रेमुरतम निः

নামে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে।



तर्पार्ण रिभलाभी रिभूरसभा लिः NORTHERN ISLAMI INSURANCE LTD.

ডাব্লিউ ডাব্লিউ টাওয়ার, ৬৮, মতিঝিল বা/এ (লেভেল-১২ ও ১৩), ঢাকা-১০০০। নতুন ইমেইল: info@niil.com.bd, নতুন ওয়েব: www.niil.com.bd

হট লাইন: ৪৭১১০১৬০







সুরক্ষায়, নিরাপত্তায় এবং আস্থায়



সুরক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গ্রীন ডেল্টা ইন্যুরেন্স পার করেছে ৩৪টি গৌরবময় বছর। এই সময়কালে আর্থিক প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা, কাঠামোগত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, পেশাদারিত্ব এবং উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের মাধ্যমে গ্রীন ডেল্টা ইন্যুরেন্স অর্জন করেছে বহু স্বীকৃতি। বাংলাদেশের প্রথম ইন্যুরেন্স কোম্পানি হিসেবে পরপর ৬ বছর AAA Credit Rating, পরপর ৫ বছর ICSB Gold Award এবং পরপর ৩ বছর ICMAB Award –এ ১ম পুরস্কার অর্জন করেছি শুধু আমরাই।

তারপরেও, গ্রাহকের সন্তুষ্টিই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। শ্রেষ্ঠত্বের ৩৪ বছরে তাই ধন্যবাদ জানাই গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্য। বঙ্গবন্ধু'র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে চার্টার্ড লাইফ-এর নতুন প্রোডাক্ট

চার্টার্ড নিরাপত্তা



চার্টার্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

ইসলাম টাওয়ার (৯ম তলা), ৪৬৪/এইচ, ডি.আই.টি. রোড, পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮৮ ০২ ৫৫১২৮৯৫৬-৫৭, Web: www.charteredlifebd.com



জীবন বীমা ক্ষেত্রে শীর্ষ নাম

यक्षानी लाइक इनम्युद्धक काम्यानी लिः

Sandhani Life Insurance Company Ltd. थ्यान कार्यानग्रह प्राप्ता नार्यानगर प्राप्ता हो। व्यान कार्यानग्रह प्राप्ता नार्यान प्राप्ता हो। व्यान कार्यानग्रह प्राप्ता हो। व्यान कार्यानगर हो। व्यान हो।



সন্ধানী লাইফ সেবা ও সাফল্যের শীর্ষে

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারদের জন্য সর্বাধিক হারে লভ্যাংশ প্রদান ও সম্মানিত পলিসি হোল্ডারদের জন্য সর্বাধিক হারে বোনাস ঘোষণা করা হলো, পলিসি হোল্ডারদের ২০১৮ইং সালে ঘোষিত পলিসি বোনাসের হার নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

বীমার মেয়াদ	টার্মিনাল বোনাসসহ মোট বোনাস (প্রতি লক্ষে)	প্রতি হাজার টাকা বীমা অংকে ২০১৮ সালের বোনাসের গড় হার (টার্মিনাল বোনাস সহ)
১০ বছর	৯৬,৫৭০ টাকা	৯৭ টাকা
১৫ বছর	১,৬১,৫৫০ টাকা	১০৮ টাকা
২০ বছর	২,২৪,১০০ টাকা	১১২ টাকা
২৫ বছর	২ ,৮৩ ,৪৫৪ টাকা	১১৩ টাকা
৩০ বছর	৩,৪৮,০৩৬ টাকা	১১৬ টাকা
৩৫ বছর	াকার্ট ১৬৫, ব১, ৪	১২০ টাকা
৪০ বছর	৪,৯৭,৫৯৯ টাকা	১২৪ টাকা

অন্তবৰ্তীকালীন বোনাস

সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ "দ্রাম্যমান বীমা দাবী নিস্পত্তি অফিস" এর মাধ্যমে দ্রুত বীমাদাবী নিস্পত্তির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বীমা অধিদপ্তর হতে বিশেষ সম্মাননা সনদ অর্জন করেছে। গর্বের সাথে আরো জানাচ্ছিযে, ক্রেডিট রেটিং AA_3 প্রাপ্ত সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা হতে দেশের আর্থ সামাজিক উনুয়নে ও ভূমিকা রাখছে।

সন্ধানী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর আকর্ষনীয় বীমা পরিকল্পসমূহ

তাকাফুল বীমা

- ইসলামী তিন কিস্তি বীমা
- ইসলামী চার কিন্তি বীমা
- ইসলামী পাঁচ কিন্তি বীমা
- হজ্জ বীমা
- দেনমোহর বীমা

একক বীমা

- মেয়াদী বীমা
- তিন কিন্তি বীমা
- চার কিন্তি বীমা
- শিশু নিরাপত্তা বীমা
- পেনশন বীমা
- এককালীন জীবন বীমা

<u>স্কুদ্</u>রবীমা

ডিপিএস

ইসলামী ডিপিএস

গ্রামীণ ডিপিএস

গ্রামীণ ইসলামী ডিপিএস

গৃহ সঞ্চয় বীমা

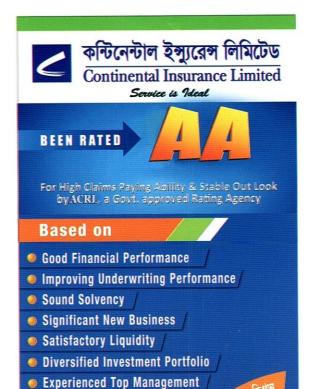
গ্ৰুপ জীবন

গ্রুপ হাসপাতাল বীমা



সহযোগী

গ্ৰুপ বীমা



ead Office: Ideal Trade Centre (7th Floor), 102, Shahid Tajuddini Ahmed Saruni, Dhaka-1208, PABX: 817032 170331, 8170179, Fars-880-2-8170180, Herline: 01713370245, Website: www.cilbd.com, E-mail: info@cilbd.com



EASTLAND INSURANCE CO., LTD.

The name you have learnt to Trust



Awarded Best Corporate Award by ICMAB for 4 consec

Good Protection Factors Steady Business Growth

Awarded Certificate of Merit by ICAB



Eastland Insurance started its journey as one of the first generation Non-Life Insurance Companies in the private sector from 5th of November, 1986. The present Authorized Capital of the Co. is Tk. 1000 million and the Paid-up Capital is Tk. 776 million, Total Asset is Tk. 2499 million, Total Reserve Fund is Tk. 1066 million and Total Investment Portfolio is Tk. 957 million. The Total Claims settled so far is Tk. 2835 million. Eastland has been paying 'Double Digit' dividends to its shareholders ever since its inception including stock bonus in recent years.

Eastland offers a comprehensive range of insurance packages from its 27 branches throughout Bangladesh, which includes Fire, Marine, Hull, Motor, Industrial All Risk, Engineering, Aviation, Personal Accident, contractors' All Risks (CAR), Overseas Mediclaim Scheme and Miscellaneous Risks. Eastland has the credit of being insurer to a host of clients ranging from distinguished individuals to big trading firms, Banks and Financial Institutions as well as large national and multi national companies.

The Company is living up to its promised slogan: The name you have learnt to Trust by upholding its personalized services in both Sunny & Rainy days! As such, Eastland's name has been embedded in the hearts of thousands of their clients.

Eastland- Committed to Excellence.



Head Office: 13 Dilkusha Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh PABX: 9564600 (Hunting), Fax: 9565706, 9554569, Hotline: 09610001234

We've got you covered.





Crystal Insurance Company Limited ক্রিষ্টাল ইম্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

Corporate Office: DR Tower (14th floor), 65/2/2, Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka-1000 Phone: 9571715 (Hunting), Fax: (880-2)9567205, E-mail: info@ciclbd.com, Web: www.ciclbd.com



e city insurance অগ্নি, নৌ, মটর ও বিবিধ বীমার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান





সিটি জেনারেল ইশ্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

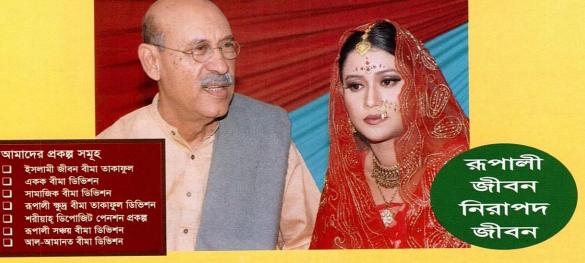
প্রধান কার্যালয়ঃ বায়তুল হোসেন বিল্ডিং (৫ম তলা) ২৭, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ৯৫৫৭৭৩৫, ফ্যাক্সঃ ৯৫৮৭৫০৯। www.cityinsurance.com.bd E-mail: info@cityinsurance.com.bd



আপনি কি আপনার নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন ?

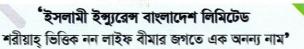
রূপালী লাইফের

যে কোন একটি পলিসি আজই গ্রহণ করে ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত করুন





প্রধান কার্যালয় রূপালী লাইফ টাওয়ার ৫০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ পিএবিএক্স: ৮৮-০২-৮৩৯২৩৬১-৪ কল সেন্টার : ০৯৬১৭ ২০ ৩০ ৪০ काखि: ४४-०२-४७३२०१०



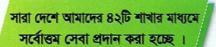


অগ্নি বীমা

त्नो वीया

মোটর বীমা

ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিবিধ বীমা

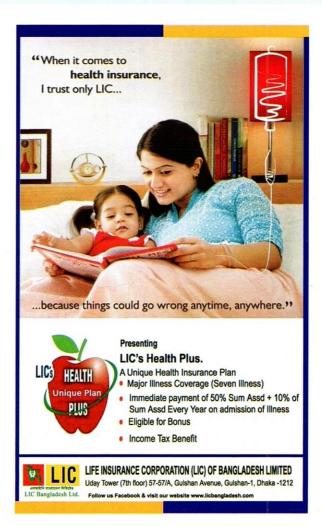




Islami Insurance Bangladesh Limited ইসলামী ইস্যুৱেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড

(সহযোগিতা ও কল্যাণের প্রতীক) প্রধান কার্যালয়

ভিত্মর উভিন্নার (১২ ভলা), ৬৫/২/২, পুরানা পন্টন, চাকা-১০০০ পিএবিএর ঃ ৫৫১১২৮০১, ৫৫১১২৮০২, ৫৫১১২৮০০, ফ্যার ঃ ৮৮-০২-৫৫১১২৭০৪ ভব্তেব ঃ www. islamiinsurance.com, ই-মেইল ঃ islamiinsurance@gmail.com







অ্যাপ র্টিন্টিক পেমেন্ট মার্টিন্টল মহু মোর্টর ইন্যারেন্ড

(यार्ड आर्टि रेझाद्रका)





বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন ঃ

০৯৬৬৬৭৬৬৯৬৬







সিএনজি











थ्र छाणे ऐगुऽतिम काम्भाती निभिक्ति छ PROVATI INSURANCE COMPANY LIMITED

 $\label{eq:head-office: Khan Mansion (11th Floor), 107, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh Tel: 9559561, Hotline (24 hours): 01552-471311 \ Fax: 88-02-9564455 \ E-mail: contacts@provati-insurance.com, provatiinsurance@gmail.com, Web: www.provati-insurance.com$

এক্সপ্রেস ইম্যুরেন্স লিমিটেড এর রেটিং - 'এ+' অর্জন

এক্সপ্রেস ইন্সারেন্স লিমিটেড তৃতীয় প্রজন্মের দ্রুত বিকাশমান নন-লাইফ বীমা কোম্পানী। ৩০/০৯/২০১৮ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক পর্যন্ত সময়ের তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে 'আলফা ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড' কোম্পানীকে লং টার্ম রেটিং 'এ+' এবং শট টার্ম রেটিং ST-2 প্রদান করেছে।

ক্রেডিট রেটিং 'এ+' স্ট্রং লিকুইডিটি পজিশন, গুড সলভেন্সি রেশিও, স্মার্ট ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও এবং ST-2 স্কল্পতম সময়ে দাবী পরিশোধে কোম্পানীর উচ্চ সক্ষমতা নির্দেশ করে।

কোম্পানীর আর্থিক ও টেকনিক্যাল কার্যক্ষমতা, আর্থিক তারল্য, বহুমুখী বিনিয়োগ, শেয়ার বাজারে প্রবেশের প্রচেষ্টা, স্থায়ী আমানতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষন ও বিবেচনা করে কোম্পানীকে আলোচ্য- 'এ+' রেটিং প্রদান করা

৩১/১২/২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বৎসরে কোম্পানী ৪০৮.৮৯ মিলিয়ন টাকা মোট প্রিমিয়াম ও ৭৬.৮১ মিলিয়ন টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে। একই সময়ে কোম্পানীর পরিশোধীত মূলধনের পরিমাণ ৩৯১.১৮ মিলিয়ন টাকা, বিনিয়োগ ৫৯৬.৭৯ মিলিয়ন টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ১১০৭.৮৮ মিলিয়ন টাকা।



এক্সপ্রেস ইন্যুরেন্স লিমিটেড EXPRESS INSURANCE LIMITED

Head Office: Al-Razi Complex (9th & 10th Floor), 166-167, Shahid Syed Nazrul Islam Sarani, Bijoynagar, Dhaka-1000





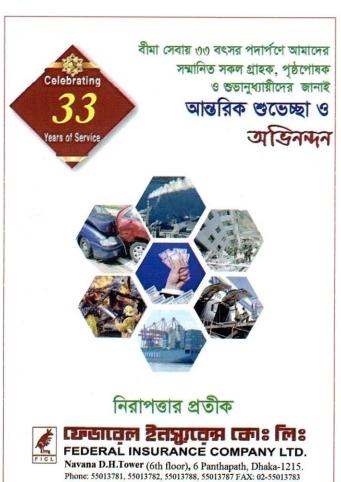












www.federalinsubd.com, Email: headoffice@federalinsubd.com



TO GET YOU SET SOON AGAIN



PIONEER INSURANCE COMPANY LIMITED পাইওনিয়ার ইম্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

Head Office: Rangs Babylonia (5th Floor), 246 Bir Uttam Mir Shawkat Sarak Tejgaon, Dhaka 1208, Bangladesh. www.pioneerinsurance.com.bd. mail: piclho@gmail.com

Are you in safe hands?

Trust **RELIANCE** and make it your lifetime partner for your complete general insurance solutions.

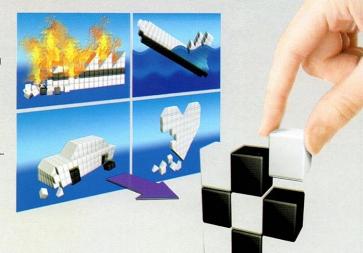


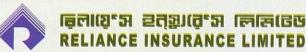
With our wealth of experience and unwaivering commitment to quality services we offer an array of products and services to meet all your requirements.

Property | Marine | Motor | Engineering | Health | Export Credit | Casualty and many more...

We Care,

We Go Beyond





Shanta Western Tower (Level-5), 186, Bir Uttam Mir Shawkat Ali Shorak (Tejgaon - Gulshan Link Road), Tejgaon I/A, Dhaka-1208, Bangladesh, PABX: +88 02 8878836-44, Mobile: 01714-014895 Fax: +88 02 8878831-34, E-mail: Info@reliance.com.bd, Web: www.reliance.com.bd

ঝুঁকিমুক্ত সম্পদ সমৃদ্ধির সোপান বীমা নিরাপত্তাই এর সর্বোত্তম বিধান



পেশাগত দক্ষ সেবাই আমাদের আদর্শ সর্বোত্তম বীমা নিরাপত্তাই আমাদের উদ্দেশ্য

অগ্নি, নৌ, মটর এবং বিবিধ বীমার জন্যে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান



সেট্রাল ইপ্যুরেস কোম্পানী লিঃ CENTRAL INSURANCE COMPANY LTD.

একক বীমার পলিসি বোনাস



৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের কোম্পানির দায় ও পরিসম্পদের অ্যাকচ্যুরিয়াল ভ্যালুয়েশন ফলাফল অনুযায়ী ডেল্টা লাইফ একক বীমায় সকল লাভসহ চালু পলিসির উপর ২০১৮ সালের জন্য নিম্ন হারে বোনাস ঘোষণা করেছে।

১. রিভার্শনারী বোনাস:

- ক . সম্পাদিত বীমা অংকের উপর ৫% চক্রবদ্ধি হারে
- খ. প্রতি হাজার টাকা বীমা অংকের উপর প্রতি বছর নিম্ন উল্রিখিত হারে

প্রিমিয়াম প্রদানের মেয়াদ	বোনাসের হার (পরিকল্প নং-০৫ ও ৭৭এ ৭৭- বি বাঠীত)
১০ বছর থেকে ১১ বছর পর্যন্ত	म २४
১২ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত	७ ००
১৫ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত	₽ 80
২০ বছর এবং তদ্ধর্ব	ક હરુ

লাডযুক্ত সঞ্চয়ী বীমার ক্ষেত্রে (প্রত্যাশিত সঞ্চয়ী বীমা ব্যতীত), ১ লক্ষ টাকা বীমা অংকের জন্য মেয়াদপূর্তিতে বোনাসসহ সম্ভাব্য মোটি প্রতিপ্রাপ্য হবে নিম্নুরূপ:

প্রিমিয়াম প্রদানের মেয়াদ	মেয়াদপূর্তিত প্রতি প্রাপ্য
১০ বছর	৳ ১,৭৫,৫৬৮
১৫ বছর	०३०,६७, ४
২০ বছর	৳ ৩,০১,০৯৬
*২০১৮ বা পরবর্তী বংসর সমূহে ইস্যুকৃৎ	ত পলিসির জন্য প্রযোজ্য।

২. চূড়ান্ত/মেয়াদপূর্তি বোনাস:

কমপক্ষে চার-পঞ্চমাংশ মেয়াদ চালু থাকার পর লাভসহ পলিসির দাবী প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতি হাজার টাকা সম্পাদিত বীমা অংকে নিম্ন হারে এককালীন প্রদেয়। পরিকল্প ০৩, ০৪, ০৪এ, ২৮, ২৯, ৫৩, এবং ৫৪ এর ক্ষেত্রে মৃত্যুদাবীর বেলায় এই বোনাস প্রদেয় হবে না।

প্রিমিয়াম প্রদানের মেয়াদ	বোনাসের হার
১০ বছর থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত	કે કહેલ
১৫ বছর থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত	₽ 508
২০ বছর এবং তদ্ধর্ব	₽ <66

অন্তর্বতীকালীন বোনাস:

২০১৯ সাল থেকে আগামী ভ্যালুয়েশন পর্যন্ত সকল লাভসহ পলিসির মেয়াদপূর্তিতে বা মৃত্যুদাবীর ক্ষেত্রে উল্লিখিত হারে অন্তর্বতীকালীন বোনাস প্রদান করা হবে।

ডেল্টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

(ডেল্টা জীবন : সমৃদ্ধ জীবন)

ডেল্টা লাইফ টাওয়ার, প্লট – ৩৭, রোড – ৯০, গুলশান সার্কেল ২, ঢাকা – ১২১২ ফোন ঃ ০৯৬১ ৩৬৬৬০০০ হেল্পলাইন ঃ ১৬৬৮২, ০৯৬১৩৬৬৬৯৯৯

☑ info@deltalife.org | ⊕ deltalife.org | ∯ fb.com/deltalife.org

সকল বোনাস বীমার দাবী প্রদানকালে পরিশোধযোগ্য

আপনি জানেন কী ?



- ✓ বীমা হলো আপনার ও আপনার পরিবারের আর্থিক
 নিরাপত্তার নিশ্চয়তার মাধ্যম।
- 🗸 বীমার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা যায়।
- ✓ শিক্ষা বীমার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা বৃত্তি/ব্যয় এর

 ব্যবয়ৢা করা যায়।
- পেনশন বীমা অবসরকালীন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে সহায়তা করে।
- 🗸 বীমায় এককালীন বিনিয়োগ করা যায়।
- কঠিন অসুখে আর্থিক ও মানসিক ভার লাঘবে বীমা
 সহাযতা করে।
- ✓ হাসপাতাল চিকিৎসা ব্যয় লাঘবে হাসপাতাল বীমা সহায়তা করে।
- 🗸 বীমার মাধ্যমে আয়কর রেয়াত পাওয়া যায়।

"উনুয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ"

এ উনুয়নের অগ্রযাত্রায় আজ বাংলাদেশ স্বল্পোনুত দেশ থেকে উনুয়নশীল দেশে উনুীত হচ্ছে। আর এ উনুয়নের অংশ হিসেবে সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ চলমান রয়েছে। সরকারের এ মেগা প্রকল্পসমূহের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

তাই সরকারের উনুয়নের অংশীদার হিসেবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন পরিবার গর্বিত।













রাষ্ট্রীয়খাতে একমাত্র নন-লাইফ বীমা ও পুনঃবীমা প্রতিষ্ঠান



সাধারণ বীমা কর্পোরেশন SADHARAN BIMA CORPORATION

(The Symbol of Economic Security)



মটর বীমা প্রিমিয়াম সংগ্রহ এবং দাবী নিস্পত্তিতে ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টানা ষষ্ঠ বারের মতো আমরাই শীর্ষে

আধুনিক কৃত্রিম বৃদ্ধিমন্তা প্রযুক্তির সমন্বয়ে তাৎক্ষনিক উন্নত সেবা প্রদানে আমরা বদ্ধ পরিকর আমাদের সাফল্যের ২০ বছরে ১৮৮ কোটি টাকারও বেশি বীমা দাবী পরিশোধ করেছি।



বীমা দিবসে শপথ করি উন্নত দেশ গড়ি,

১৯৬০ সালে ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে যোগদান করেছিলেন, তাই এই দিনটিকে বীমা দিবস হিসাবে ঘোষনা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক

অভিনন্দন



মটর বীমার জন্য তাৎক্ষনিক অনলাইন



ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়ার ভিত্তিক কাৰ্যক্ৰম



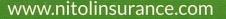
আমরা শতভাগ সরকারী নির্দেশনা, বিধি-বিধান পালন করি

সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মধ্যেই আমরা বীমা দাবী নিষ্পত্তি করে থাকি। (শর্ত প্রযোজ্য)

Nitol Insurance Company Limited

Connect with our digital presence on

Police Plaza Concord, Tower - 2 (6th Floor) Plot - 2, Road - 144, Gulshan-1, Dhaka-1212.











"সবার জন্য বীমা<mark>"</mark>

এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১ কোটির অধিক ব্যক্তি বীমাবৃত আছে গার্ডিয়ান লাইফের ছায়াতলে

> ৯৭% বীমা দাবী পরিশোধের হার ৪০০ কোটি টাকার অধিক বীমা দাবী পরিশোধ

